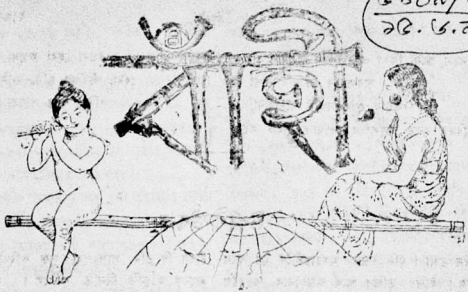


Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Documentation of rare Assamese books in collaboration with Assam Sahitya Sabha, Jorhat and the Ford Foundation: microfilmed and digitised in October 2006

Record No: 2006/165	Language of work: As Assamese	
Author (s) / Editor (s): ✓ Lakshinath Bezboruah		
Title: বীড়া		
Transliterated Title: Bāīdāī		
Translated Title:		
Place of Publication: Calcutta (Kolkata)	Publisher: Ede lōr	
Year: 1930 (1852 Eak)	Edition:	
Size: 23½ cms - 45 + 48 + 47 + 55 + 35 pages	Genre:	
Volumes: ৫৭ (3rd, 5th, 7th and 8th line)	Condition of the original: Porille	
Remarks: ৯মিউ		
Holding institute: Assam Sahitya Sabha, Jorhat	Microfilmed and digitised by: Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta, 2006.	
Microfilm Roll No:	From gate:	To gate:

৩৪০৯/আ;
২৫.৬.২২



১০শ বছর

১৮৫২ শক

“ন তি জ্ঞানেন সদৃশং পশ্নিত্রমিহ বিদ্যতে”

৫ম সংখ্যা

শান্তনু

সান্ত্বনা

বলনা হেঁবা বলনা,
ধবাব আজি ধবা-বকাত
আজি ঘোব যত্না ।
ছখত ওলাই কত কথা
আপুনি মবে নেপাই বেথা
ছবুলা তুমি বর্ণনা,
কল্পনা হেঁবা কল্পনা ॥

দুজ মরি হও কেতিয়াবা কোনোবা মধুর বাতি,
নতুন পধন নতুন পোছরে ধবেছি মোক ছাতি
লভিয়া তুমি তেতিয়া ঘোব বলনা,
বলনা হেঁবা কল্পনা ।

মুকলি হেঁবা মুক্ত-বাবুত ভ্রমির কত পথি,
তোমাঝে বকাই সখি,
কোমল বদ্বি বুকুত লব সানি,
ছায়া পবি উঠিব কপি পছমণির পানী ।

নিতউ পেঁপা বাই

উলট ঘাব গবলীয়া লবা তোমার গীতি গাই,
মুকলি মুরীয়া পেঁপার মাতত উঠিব জতিধনি ।
পোলাদি-মতা গাই গকব হেধেধনি,
পবির মিলি বতাহত ডট তুলি,
বঙা-মেদত পবির মিলি গকব খুঁবি দুলি ।

তেতিয়া সদ্যাপব,—

গস্তীৰ শোভা বব,—

লুগাম তেতিয়া তোমাত মগ হই
গহীন হাবিব নীবতাত ধ্যানব লগ লই ।
কত কথা বিবিঙি পবে বাই হলেপাতে !

অন্ত লিব ঠায়ে কলৈ বাক মাতে ?
দূব দ্বংগিত পবি থাকে পোছব মুক্কা গই,
গীতব ধনি লই,
কি কাছিনী হবব এনে নীবব মুচ্ছনিত ।

নরুন শুনে কিবা এটি নিম্ন কন্নত।
অকলশমে তোমার কথা কই
কটামি কুল বঝাই মনোবীণা,
বিষম বনত অকলশমে তোমাক সাধাই দই

বরনা বোহা কল্পনা।
বোহা, আঁকিম ছবি, শুনিম মন
লভিম শান্ত সাধনা।

'ক'

৩৪০২/অ:

উর্কবী উজ্জ্বা

এনিম চরুণা সুনি ইন্দ্র অমবহরীশৈ লৈ কলে
“সেবকাতঃ ইন্দ্রি তৃপ্তির অর্থে আপোনার গুণলৈ
আহিয়ে। অগ্রহর কবি অঙ্গদারলক্ষ নাট গান
কবিতলৈ সি মোহ মনর বাসনা পূর্ণ করক।” দেব-
বালৈ সুনিম এই আশেচ শুনি ততালিকৈ উর্কবীক
মক্তি আনি কলে “উর্কবী আনি মহাসুনি চরুণা নৃত্য
গীত শুনিবলৈ সন্মানে আহিছে, তুমি তেওঁর বাসনা
পূর্ণে কবি লাগে।” এই আশেচ উর্কবী মনান্তিক
হল। সুনিম জটীসুন্দর বেশ, দীঘল নর সেমি তেওঁর
চুপা উপাধি। প্রহরতে তেওঁ সুনিম বাসনা পূর্ণ
কবিতলৈ আনি ক। ইফালে মেঘবাক জ্বর বিশেষ
বেশাশিলেও নহয়। অজমের সুনিগেচো ভয়। কি
কবিম একো উপায় নাপাই অগতা নাহিবলৈ বাধ্য
হল। সেই উদ্দেশে তেওঁ সাজি কাড়ি ওলাই আহি
চুস্কীৰ ঘেবে ঘেবে হাবিবলৈ ধিলে। অগ্রহর সনিজ
সবে নাগোতে তেওঁর হঠাৎ তাল ভঙ্গ হল। ইফালে
উর্কবী মন ভাব অজমীৰী ভনীয়ে মুক্তি পালে। ততালিকৈ
তেওঁ রঙত একোনাই হৈ পল্লিবলৈ ধিলে, আক
কলে—“উর্কবী তোম ইচ্ছা মনতালী। জ্বর মনত
এই মহাসুনি চরুণাসকো অজমোণ্য কর। মই তোম
শাপ দিলো—মিনত যোবা হৈ বনত মাকটৈ আক
বাতি হলে নিম্নকণ শিখৈ নিম্নর মন ভাব দুইবি
চলুণো টুকি টুকি অগতক সেবুগৈ অমবহরীশৈ পবিম
কি ?”

উর্কবীয়ে শাপ শুনি অতি মর্দারত হৈ নিম্ন চমৎত

দীঘল দি পনি পাশবপনা মুক্ত কবিবগৈ কাঙ্গি কাট
অমেক কাপুতি মিনত কবিলে। উর্কবীর কাহর
বানী শুনি সুনিম মন মুদলিল। “তেওঁ কলে মোর
বাধ্য কেতিয়াও বগুন হর নোবোলে তই নিম্নর পুষ্টি-
বীশৈ লৈ যোবা রূপ ধরি থাকিবই লাগিব। বাক
তোব পাশর অত কও লম। মহাসমরত বি বিনাই
তই অই রজ মিলন দেখিবি সেই বিনাই পুনর তই
স্বর্ণলৈ আহিব পাণিবি।” এই কথা কই সুনি অ-
জান হল।

উর্কবী মনর ছবত পৃথিবীলৈ নামি আহিল।
মাইতো আহোতেই তেওঁর দেহ জমাঘরে এননী মুকী
হাটকী খোবত পবিবত হৈ আহিবলৈ ধিলে। অ-
সেবত তেওঁর গোটেই মেহ জ্বিম শাপত হই।
মিনতো বনে বনে খোবা রূপ ধরি সুবি সুবে আক
বাতি হলে নিম্ন রূপ ধরি মনতাপত বহু হৈ সবার
ঐশ্বর্য গুণরত তক্রিমে মুক্তি কামনা কলে।

এইরকমই কিছুনি গল। এনিম লভি মানে একম
বঝাই সঠেগো যুগা কবিবলৈ আহি উর্কবী বসার
পাণেহি। হঠাৎ তেওঁর চকু যোবাঝনী গুণর
পণিল। যোবাঝনী তেওঁ ধবিতলৈ মন কবি জাই
পাছে পাছে বেলা গিলে। খেচি সুবোতে সুবোতে
গুন্ডি হল তথাপি তেওঁ যোবা ধবিম নোহাখিল।
সন্ধ্যা হৈ অহর লগে লগে উর্কবীত যোবা রূপ এনি
অপূর্ণ অঙ্গদা রূপ ধারণ কবি বঝাব আগত ঠি
দিলে। বঝাই হঠাৎ যোবাঝনী পবিবর্তে সুন্দরী হায়ে

হনী দেখি বর আচরিত হল। অকল আচরিতহেই
মর মনে মন জন্ম পালে। তেওঁ তক্রিমে ভয়ে
মর উর্কবীক মুদিলে। “হে সুন্দরী এই শাপ মোর
আগে আগে এজনী যোবা লবি সুবিছিল। হঠাৎ সেই
যোবা এনী কোদানোবাফালে গল, তার পবিবর্তে যোমাক
মোর আগত বোবা পাগো, ইয়াব কি বহুতা জানা হরি
মোক অগ্রহর কবি ঠেক কর্তার করা।

উর্কবীয়ে কলে “মহাধাক মর সেই যোবা। চরুণা
সুনি শাপত মিনত যোবা হৈ এইরকম বলে মনে মুগা
বঝা বাতি হলে নিম্নকণ ধরি অঙ্গদাপাশত বহা হও।
ময়ে সেই স্বর্ণর ভুবনমোহিনী উর্কবী।

উর্কবীর কথা শুনি বঝাই তেওঁর তেওঁর লগত
ধাংগাশিলে লৈ বাহলৈ প্রত্যাব করিলে। এই প্রত্যাবত
উর্কবীয়ে কলে “মহাধাক মোক নিলে আগুনি যোব
বিশ্রত পবিব। পথিকে মোর আশা পবিভ্যাগ করক।”
বঝাই কলে “হে সুন্দরী তোমাক পালে সঙ্গ পবিগো
মুই শাপি লবইলৈ সাজু। মাহরত হাচার বহুত জগা।

কবিও স্বর্ণর অঙ্গদার লক্ষ নাট কবিবলৈ সজম নহয়।
বিপলত ভয় কবি সেই অমূল্য নিধি হাত্তেচ পাগো
মই তেজবোর বোমোতো। দয়া কবি মোর প্রত্যাবত
মক্তি হৈ কলে স্তম্ভার করা।

বঝার কাহর বানী শুনি উর্কবী তেওঁর প্রত্যাবত
মক্তি হল। সেই বাতি ভয়ত সেই বনত থাকি
অমেক আনিম উপগত্য কবিলে। স্বর্গা উল্লর হোয়াব
লগে লগে উর্কবীয়েও নিজ কপ এনি অপূর্ণ যোবা
রূপ ধখিলে। বঝাচো সেকাম-সপাই পিঠিত উঠি বা-
ধাশি সুখে যাত্রা কবিলে।

এই রকম কিছুনি মৈছে, বহিও উর্কবীয়ে পৃথিবীত
থাকি বঝার সোহাধর পাভ হৈছে তথাপি তেওঁর
মন পৃথিবীত নাই। সবার স্বর্ণত ইন্দ্র অমবহরীশৈ
সুনি মনে মনে অহুতাপ কবিবলৈ ধিলে। তেওঁ
সবার ঐশ্বর্য গুণরত মুক্তি কামনা কবি প্রার্থনী কবিবলৈ
ধাশিলে।

হতুটর যাই চুবিবাক নামর ওলাই শ্রীকৃত

আগত ধাবকাত কলে “প্রাকৃ দিদিনা পতিয়ে এটি অপূর্ণ
যোবা বনবপনা ধরি আহিছে এনেমুগা অপূর্ণ যোবা
য়ে পৃথিবীত আক তাব নিচিনা যোবা” মই কতো
খোনা মাই। আপোনাও ভাগ্যবত সামখ, কোঁচর
আদি কবি বহুত বহুসুখী বর আছে কিন্তু সোম বরো
তেনে যোবা আপোনিমর এটৌ মাই। মোর বিখাপ সে
দি নিম্নর আপোনিমর বহুসুখী বহুগোবর্তইহোমো
কবি আহিক।
উর্কবীয়ে কলে “মহাধাক মর সেই যোবা। চরুণা
সুনি শাপত মিনত যোবা হৈ এইরকম বলে মনে মুগা
বঝা বাতি হলে নিম্নকণ ধরি অঙ্গদাপাশত বহা হও।
ময়ে সেই স্বর্ণর ভুবনমোহিনী উর্কবী।

উর্কবীর কথা শুনি বঝাই তেওঁর তেওঁর লগত
ধাংগাশিলে লৈ বাহলৈ প্রত্যাব করিলে। এই প্রত্যাবত
উর্কবীয়ে কলে “মহাধাক মোক নিলে আগুনি যোব
বিশ্রত পবিব। পথিকে মোর আশা পবিভ্যাগ করক।”
বঝাই কলে “হে সুন্দরী তোমাক পালে সঙ্গ পবিগো
মুই শাপি লবইলৈ সাজু। মাহরত হাচার বহুত জগা।

কবিও স্বর্ণর অঙ্গদার লক্ষ নাট কবিবলৈ সজম নহয়।
বিপলত ভয় কবি সেই অমূল্য নিধি হাত্তেচ পাগো
মই তেজবোর বোমোতো। দয়া কবি মোর প্রত্যাবত
মক্তি হৈ কলে স্তম্ভার করা।

বঝার কাহর বানী শুনি উর্কবী তেওঁর প্রত্যাবত
মক্তি হল। সেই বাতি ভয়ত সেই বনত থাকি
অমেক আনিম উপগত্য কবিলে। স্বর্গা উল্লর হোয়াব
লগে লগে উর্কবীয়েও নিজ কপ এনি অপূর্ণ যোবা
রূপ ধখিলে। বঝাচো সেকাম-সপাই পিঠিত উঠি বা-
ধাশি সুখে যাত্রা কবিলে।

এই রকম কিছুনি মৈছে, বহিও উর্কবীয়ে পৃথিবীত
থাকি বঝার সোহাধর পাভ হৈছে তথাপি তেওঁর
মন পৃথিবীত নাই। সবার স্বর্ণত ইন্দ্র অমবহরীশৈ
সুনি মনে মনে অহুতাপ কবিবলৈ ধিলে। তেওঁ
সবার ঐশ্বর্য গুণরত মুক্তি কামনা কবি প্রার্থনী কবিবলৈ
ধাশিলে।

হতুটর যাই চুবিবাক নামর ওলাই শ্রীকৃত

Numbering Error

এই যথায় শ্রীকৃষ্ণই পাই পাণ্ডববীর মুচিষ্টিগৈল
 দৃষ্টক যোবা সহ পুত্রি এবেল চিঠি দি পাঠালে। চিঠি
 পাই মুচিষ্টিরে তেওঁর প্রোতাহত মাস্তি ছা বোঝাবি বা
 চরণে শ্রীকৃষ্ণক নিবেদন করি লিখিলে যে দৃষ্টিরে
 পণ্ডিতর আশ্রয় লৈলে। আশ্রিতক প্রাণ দিও বকা
 করা প্রত্যেক ক্ষত্রিয়ারে কর্তব্য পুত্রিক হাণ্ডার বিপত্তক
 পবিলেও পাণ্ডবে দৃষ্টিক পতিস্থাপ্য করিবলৈ অসমর্থ।
 শ্রীকৃষ্ণক বধাতে পাণ্ডব বনী। এনে উপকারী জনর প্রতি
 এনে বাহ্যের দেখি শ্রীকৃষ্ণ গুহর অঙ্গি পণ্ডি উঠিল। আক
 তেওঁলোকর বিকল্পে মুক্ত করিবলৈ সেব দৈত্য মানব সক
 লোকে নিমগণ করি গঠিলে। শ্রীকৃষ্ণ এই আত্মাভিহ
 জোষ দেখি সকলো পুষ্টিত হল। তেওঁর আদেশ মতে
 সকলো যুদ্ধার্থে প্রেরিত হৈ ওলাই আছিল। বর্শা সময়ত
 এখানে যাবর বেহের্তা গরুড় ইত্যাদি আক আন কালে
 ক্ষত্রিয়সকলর (বিশেষকৈ পাণ্ডবর) রণত যোবনত বর
 আভরত হল। সেই বন ইমান ভয়নক কৈছিল যে যত
 সুল আক বেতসকল পাণ্ডবর শব্দর আগত টিকিব
 নোবাবাক পবিল। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণই যাব দি অহ
 কাঙ্ছে সকলো একেঙ্গে এবি পৃথিবী অশাণ্ডা আক

নিষ্কলিয়া করিবলৈ আবেশ দিলে। শ্রীকৃষ্ণর আবেশ
 পাই ইন্দ্রর বজকে আদি করি আঠি পাতে বজাই একেংশ
 গর্জি উঠি পাণ্ডবর বিপকে মাব মাব কৈ খেদি বাইল
 ধবিলে। সেই অই বজ মিলন দেখি উর্ধ্বলী মুনির গাধক
 পরা মুক্ত হল। তেওঁ তেজিয়া শ্রীকৃষ্ণর চরণত পবি তেওঁর
 কথা আভ্যোপায় বর্ণনা করি কলে। শ্রীকৃষ্ণ তেজিয়া
 সবলোকে বরণপর্য কাহ্ন হইলৈ আবেশ দিল। নি
 যোবার নিমিত্তে মুক্ত হৈছে প্রকৃততে যদি সেই যোগই
 নাই কেহে মুক্ত করি সৈন্তকর আক বজপাত করাবি না
 কি? এই ভাবি সকলো যুদ্ধপর্য কাহ্ন হল। পাণ্ডবের
 শ্রীকৃষ্ণর চরণত পবি তেওঁলোকর বৈষিক বাধে অঙ্গ
 পুকিলে। শ্রীকৃষ্ণই তেওঁলোকক আশাস দি প্রাণো করি
 কলে যে তেওঁলোককই হৈ আছল ক্ষত্রিয়, তেওঁলোক
 গাড়েই হৈ প্রকৃত ক্ষত্রিয় তেওঁর আছে। যি ক্ষত্রিয়ই
 বিদগ্ধল পিঠি বিও নিম্নর ধর্ম বকা করিব পাৰে
 সেহেহে আছল ক্ষত্রিয়।

এই বণত পাণ্ডবর মান আক কিছু ব্যক্তি অহ
 স্বর্গর উন্নীও স্বর্গলৈ গুচিগলে। ইহায়েবে কহ যোকে
 “মাইবো বাঠী, গঙ্গাযো যাঠা।”

শ্রীঃভগবদ গর্ভা

গতি ।
(Motion)

বিদ্য সাহিত্যর দর্শনবিনী শব্দ কিছুমানত কি যে
 গভীর অর্থ নিহিত আছে, তাক বৈদ্যনিন জীবনর চিত্তা
 ধীন কথা-বতাবার মানত ভালরবে অহুত করিব পরা
 উন। অগতঃ প্রযাত জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত হাৎহে
 কৈছিল—“শূন্য—এই শব্দটো ভুলিলে যোব গা নিববি
 উঠে।” আশার সৌব অগতঃ ব্যথিরে কেউ কেউ শ
 মালি পূবর তবাকো তেওঁ অহ পদনাবে হুচি পাইছিল,—
 কিত্ত তার সি ফালে পি, আকো তার সি ফালে কি,—

দৃগমান সীমা কত, তাক তেওঁ কল্পনা করিবলৈও ভর
 করিছিল। সেইরবে “অনাদি”, “অনন্ত”, “স্বাধ”
 “কাল” আক সংখ্যা আদি নিন্তে ব্যবহার করা বহু
 শব্দ আদি উপকথা ভাবে ব্যবহার করব গুণত সেইরবে
 শব্দর গভীর অহুত করিব নোবাবা হই। অনেক
 পণ্ডিতর মতে গভীরত বুদ্ধি শব্দ ব্যবহার করা মনকাসৌবে
 অনেক সময়ত কোনো কোনো জাতির উন্নতি-অন্নতির
 কারণ হৈ পাৰে। অতীজর আর্থা জাতিব জাতীয় বীণন

এবং প্রণব ময় “ওম” শব্দর কিমান প্রতিপত্তি আছিল
 লোক সেই শব্দক উপযুক্ত জনে ব্যবহার করিব পরা
 ততই তেওঁলোক কি করিব পারিছিল, তাক আদির
 মহলা বিজ কোকেই বেছকৈ জানে। সেইসেবি “ওম”
 শব্দ ব্যবহারে কথাত সংঘে আক অনেক নীতি-নিয়মে
 রাখা হৈ চরিব লাগত পুত্রিছিল। সি দি হক, “পাত”—
 এই শব্দটো যে কিমান ভাবের সমষ্টি, বিমান বহল,
 বিহু জাতিত ইহার স্থান কত, বিঘনাথর বিশাল বাজার
 বিমান বখায়ে এই অকণমান শব্দটোব ভিতবত বিবাত
 মান, তাকই চুইকৈ আনোচনা করাই হৈছে এই প্রকরে
 বুঝা উচ্ছেত। ইচ্ছা করিলে শব্দ-জ্ঞান-বিশিষ্ট লোক
 এনে বিবর শব্দ অহলখন করি একোটা স্তরীয় প্রাঙ্কে
 লিখি পাৰে।

চন্দ্র কথাত স্থান পরিবর্তনেই ‘গতি’ নাম পাত,
 অথবা স্থিতির অন্তর্ভোগেই গতি।—বৈজ্ঞানিক মতে গতি
 মত্বর অর্থ এই। মূহ বজাক স্থিতির কাটা হত থাকে, বা
 বজাক জাত, না থাকে। ইহাত স্থিতির কাটাই স্থান পরি
 বর্তন কহিছে; গতিকে ইহাত ‘গতি’ হৈছে। সেইরবে
 যেকর ইতিহাস এমিনিটিক ভিতরতে এই উপকথা গৈ এমাইল
 হুত থকা আন এখন ঠাই পারিহল,—অর্থাৎ সি মিনিট
 মোইলকৈ ‘স্বাধ’ বা তার ‘গতি’ মিনিটত ঘোইল।

আদি সমার দেখি আছো যে, পৃথিবীর জীভিত
 প্রাণিসমূহর ‘গতি’ আছে। গরু, মাল্লহ, ঘোঁরা-বা,
 বাঘ-সাপ, পোক-পোকড়া আদি সকলোবে স্থিতির চরিব
 পাৰে। আকো চকুরে বেগোতে স্থিতির চরিব নোবাবা
 যাবে ‘গতি’ আছে। পৃথিবীর অবিহার পুত্রি আছে,
 তার মগতে পৃথিবীর বৃত্তক বকস সকলো বজহেই ঘুরি
 আছে। দিন চতুর্থাটার আবার ঘর হুত আছে, মাকবাতি
 সি ঘিক তার ওলোটা ফালে হব। ইহাত আমাব যাবে
 পুত্রি মগবে এঠাইবিশ্বকা গৈ আম ঠাই পাইছে, গতিকে
 ইহাও গতি আছে। সেইরবেই বেহ-ভটী, খা-পাত
 উলা সুল আদি সকলো বজহেই অবিহার পুত্রি আছে।

জগতর সকলো বজহেই হুত অধুং গতিত। দুই
 পণা কিতাপখন কিছুমান আকতর পাণ্ডবের মতে ;

কাকতর পাণ্ডবের আকো অসংখ্য কণিকা বা কাকতর
 অণুরে গঠিত; অণুবোবর আকো ততোইক হুত পদমাণুবে
 (Atom) গঠিত। পদমাণুও আকো হুত জাতি হুত অসংখ্য
 ইলেক্ট্রনেবে (Electron) গঠিত। এই সরাসলোব
 অর্থাৎ অণুবোবর কাকত পাতর ভিতবত, পদমাণু অণু
 ভিতবত আবে ইলেক্ট্রন পদমাণু ভিতবত সদর ইফালে
 সিফালে স্থিতি চরিব ঘুরি আছে। বিব তৈ পদমাণু এ
 অণু পদমাণুবোবে কিতাপর ভিতবত অনবর্তত “গতিত”
 চিগি আছে।

যেই চারিও ফালে সবাই ঘুরি আছে—পৃথিবী, বুধ,
 শুক্র, বৃহস্পতি আদি গ্রহ-সমূহ; আকো পৃথিবীর চারিও
 ফালে ঘুরি আছে চন্দ্র। সেই বহেই স্থগাই তেওঁর সমস্ত
 গ্রহ-উপগ্রহেহে সৈন্তে বেগনোবা অজান তবাব (নক্ষত্রর)
 চারিওফালে ঘুরি আছে। তেমনকৈবে কিমান শ সৌ
 কগাত ঠৈ চারিওফালে কিমান দিনব ঘুরি কি উপগ্রহে
 ঘুরিছে, তাবি ইচ্ছা নাই। আণেবে বহুতৈ ভাবিছিল,—
 বহুত পূবর কিছুমান তবাব সমার থিবি হৈ থাকে; কিঙ্
 বদমান জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতে থিবি কহিছে যে হাট্ভার বহু
 বর নুহহেই হক, অতপ দুবলৈ যাব লাগে সকলো তবাই
 হৈছেই। চকুরে মনিব পরা, দুংখীক-গণেবে বেশা গণো,
 কল্পনাবে চুকি গণো বিবাট মনিব কোনো বজহেই
 স্থিতি নাই। মন-নদী, অমিল-অনল, পর্জাত-পাণ্ডব,
 ধাল-বিল, গহ-বিবিধ সংসলোবে গতি আছে। গ্রহ
 তবা, বুৎকো আদি সকলো স্থিতির।

নীতির ফালে চাণেও ‘গতি’হেই সলোবর বীতি।
 গনতর একোবে স্থিতি নাই। পৃথিবীত একোটা জাতি
 একো সময়ত উন্নতির উচ্চ পিনথত উঠিছে, তার পাঠত
 আকো অধোগতির গভীর সমিলত বুর বিছে। এই
 নীলা শ্লেয়াত পবিহেই এতিহাস পৃথিবীর অনেক বেশ
 পুত্রিমান সঙ্গায়ার উজ্জনতম সমার মনিব হৈ আছে।
 মাতৃহর কীৰ্তনকো সুরব পাঠত গ্রহ, সম্পদর পাঠত
 বিপদ আক স্থিতির পাঠত অশান্তি হেবা বেশা যায়;
 মাল্লহ লাবণ্যর জনে তেভা, আক কোব পাঠত
 বুড়া হব, তার পাঠত সকলোবে দুহু পণ্যক শব্দ

কবে। উপাধিবরণা অধোপাতিগৈ জাতিব গতি, সুধবরণা দুখগৈ অধবরণা গতি, লগা বাসবরণা বুঢ়া কপৌগৈ জন্মে মাহুহৰ জীৱনৰ গতি,—সকলোৱে কেবল গতি! গতি!!

“গতি” প্ৰকৃতিস্বৈৰীৰ বিধৱৰ্ত্তাও বাপী চিন্তন-নীতি। গতিৰ পাকত পৰি প্ৰকৃত অক্ষুণ্ণ হৈছে, অক্ষুণ্ণও প্ৰকৃত হৈছে,—তাক কোনেও বাধা হি বাধিব নোৱাৰে। এই অক্ষুণ্ণ “গতি” য়ে অক্ষুণ্ণ ভাবে সগাই চলিছে, ইয়াৰ স্মৃত্ত জানো কোনো মহীচয়ী শক্তিৰ হাত নাই?

এই মহীচয়ী শক্তিৰ অস্থলজ্ঞানতেই মহত্ব বৈজ্ঞানিক, মহত্ব দাৰ্শনিক আৰু মহত্ব কবিত্বে জীৱন অতিপাৰি কৰিছে। ‘অহা’, ‘বোহা’, ‘লবা’ ‘চৰা’ আদি গতি-মূলক শব্দ আদি যিনে-বাতিয়ে ব্যৱহাৰ কৰে; এই গৌৰ শব্দ কৰ্ত্তৰ বা ভাৰ্গৱেতে সেই অমন্ত গতিৰ কথা মনত কৰি তাৰ লগত অহিত থকা অমন্ত-গতিৰ বিষয়ে যদি দিনৰ ভিতংত এবাৰকৈও চিন্তা কৰা, তেনেকিলে জীৱনটো বহুত বিনি উপভোগৰ বস্তু যেন লাগিব, জীৱন স্বত্ব হৰ, পুত হব।

শ্ৰীভৈত্ৰ নাথ ৱাস

মহাপুৰুষ শ্ৰীমাধৱদেৱৰ ধৰ্ম্মমত

(আধাৰ সংখ্যাৰ শিছবৰণা)

জাল পোহাত বেতিয়া এটা লক্ষ্য থাকে, তেতিয়া স্বভাৱতে সেই লক্ষ্য আৰু জাল পোহা পাত্ৰৰ ভিতৰ দি আশুনি বিচকু হৈ পৰে; গতিকে সেই জাল পোহা অশুশুৰ আৰু কটনমূলক হয়। সাধাৰণ এটা উদাহৰণ বিলে কথাতো বুঝিবল সম্ভৱ হয়। “যাকে চায় মুঠে, তিকতাই চায় হাতল।” হাতলৈ চাওঁতে বুথলৈ চাবলৈ সময় নহয় আৰু কেতিয়াবা মুঠে একেৰাৰে চোৱা হৈ মুঠিবও পাৰে; কিন্তু হাজৰো হওক মাকৰ পেট লগালৈ মুঠবি নোৱাৰে আৰু সকলো প্ৰতিফুল অৱস্থাৰ ভিতৰেদি মাতৃমেহ ছুঁত পোণৰ হৰে উজলতৰে হৈ উঠে।

এয়ে সকাম আৰু নিদাম সেৱাৰ চানেকি। সকামৰ অৱস্থত এটা সীমা বা শেৰ আছে, নিছাৰৰ সীমা বা শেৰ নাই; ই কমে বাঢ়িবে যাৱ। বৈকৰ ধৰ্ম্মৰ “বস-ময়ী তক্তি”ও এনে অহৈকুচী।

কোনোৱে তৰ্ক কৰে, শ্ৰীমাধৱদেৱে ইন্ধৰৰ ওচৰত সাংঘাতিক ভোগ-বাসনা একো নিবিচাৰিলে, আনকি, স্মৃতিও মোমাণে বুলি কলে, কিন্তু তেওঁ তক্তি বিচা-ৰিলে; তক্তি তেওঁৰ কামনা হ’ল, গতিকে তেওঁৰ ধৰ্ম্মৰ নিছামতা হল সত ?

এই তৰ্কমতে তক্তি এটা উদ্ভেদ হল স্মৃতা, কিন্তু এই উদ্ভেদৰ এটা সীমা বেণা নাযায়। তক্তিও এবাৰ মজিলে আন ফালে মূৰ বুৰাবৰ সায় নাই, আৰু ইয়াত ক্ৰমাৎ সেৱী সেৱা আৰু সেৱ্য একে ৰেখাৰ ফালে ঢাল লয়। গতিকে তক্তি তেওঁৰ লক্ষ্য হব পাৰে, কিন্তু এই তক্তিৰ উদ্ভেদ নাই; এতেকেই নিদাম নহৈ কি হব? আৰু, এই তক্তি ৰমনময়ী; কিয়নো এই তক্তিৰ বস নিছৰাৰ হ’বে আশোনাৰ ভিতৰৰ খাৰি আশুনি নিকাৰি ওলাই থাকে আৰু পুণ্ডৰীৰ হৰেই আনলৈ বাট নাচায়।

শ্ৰীমাধৱদেৱে আধৰ্ন সৰ্গবাণী নিৰাৰকৰ নিৰ্ণয় কৰে, যি “অৰাত বনদগোচৰঃ—

“অব্যক্ত ঈশ্বৰ হৰি কিমন্ত পুৰিৰ তাৰ, ব্যাপকত কিবা বিলঙ্কন।
এতন্তৰ স্মৃতিশূণ্য কেমন্তৰে চিত্তিবাধা,
বাস মূলি শুভ কৰা মন।” ৫; ১৫; ৫১

কিন্তু এনে অধ্যক্ত অৱস্থাৰ ত্ৰিগোপাতীত ভগাৱত আৰাধনাৰ অযোগ্য, অৰ্থাৎ তত্ত্বৰ ভগৱান সদাৰ সত্তা; সেইদেখি ভক্ত শ্ৰীমাধৱদেৱৰ নিত্য সেৱাৰ ধৰ্ম্ম ভগাৱত

শ্ৰীক্ৰম সেই পৰমপুৰুষ বাৰু তক্তি বেণাগত স্মৃতি। ব্ৰহ্মোপদীসকলে সগোনে সচিত্তে অৰ্জনা কৰিছিল; সেই পৰমপুৰুষ পূৰ্ণ আনন্দৰ মহা সমুদ্র স্বৰূপ বহু, ৱাক্ষৰ কৰিহ, বৈশ্বত, পুত্ৰ আদি চাৰি হাৰিৰ বিচাৰ নাই; ব্ৰহ্মচৰ্য্য, পাৰ্হাৰ্য্য, বানপ্ৰস্থ, বতী আদি চাৰি প্ৰাশ্ৰমৰ ভেগাভেৰ নাই, আৰু ধৰ্ম্ম কৰ্মকাৰীৰ লগত কৰিব বিধেৰ বৃত্তি নাই, কিন্তু যত সকলোৰে তক্তিৰ সাধৰণটা চৰনাওগোৱাৰ অক্ষুৰ্ণ মিলন হুহি! কি হিলাগা তক্তিৰ অনুভৱসেৱে জুকলি জুখুৰি এই যোগ্য হাৰি—

“নোহো জানা আদি চাৰি হাৰি, চাৰিও আশৰী
নোহো আৰি,
নোহো ধৰ্ম্মশীল হানৱত তীৰ্ণগামী।
কিন্তু পুৰাণলৈ সমুদ্র, গোপীভৰ্ত্তী পৰকমল
হাসৰ হাসৰ জান হাস হৈলো আদি।”

—৩৬৯; না: ৫০:
“বিহৰ সখৰ হুখ সনত যোনিত পাৰ
ইয়াৰ কাৰণে শ্ৰীমাধৱদেৱৰ তক্তি অৰ্থাৰ অনাত্মত
যান “সৰ্গভগৱাক” শ্ৰীশঙ্কৰৰ চৰণ ছাট; কিয়নো এই
পৰম বৈকল্যেই তেওঁক আৰু লগতক নিৰ্মল তক্তি-
বৃত্ত পান কৰাইছে।
“হৰিনাম বসে বৈকুণ্ঠ প্ৰকাশে,
প্ৰেৰ-অমৃতৰ নৌ
শ্ৰীমত সৰবে পাৰ তাকি দিলা
বহে ব্ৰহ্মাত্তক ভেৰি।” ৩৭১; না: ৫০:
আৰ্য্যাত্মিকৰ ব্যাত্ত কৰ্ণাৰ শুভবেশিযৰ হিহাত
কি ঠাই অধিকাৰ কৰে তাক নিৰ্ণয় কৰা সম্ভৱ নহয়;
তথাপি শ্ৰীশঙ্কৰ আৰু শ্ৰীমাধৱ য়ে অভিন্ন আছা
আছিল, অনেক কাৰণবৰণা এই কথা কব পাৰি।
সেই দেখিয়েই বৈকল্যমানে পাইছে—
“শুৰ স্বৰূপে আদি নিম অংগ অতত্ত্বি
তক্তি-প্ৰদীপ লগাই বৈশা।
যাৰ স্বৰূপে আদি তৈতে তৈল বিয়া বাকি
অজান আছাৰ দুব কৈলা।” “নামবাৰ্য্য।
শ্ৰীশঙ্কৰদেৱে নিজে শ্ৰীমাধৱদেৱক “বান্ধৰ মাধৱ”

বুলিয়েই মাতিছিল, আৰু বৈকুণ্ঠগামী হোৱাৰ কালতো শ্ৰীশঙ্কৰদেৱে নিজে “তল, মালা, শক্তি, তক্তি, বল, বীৰ্য্য, পৰাক্ৰম সকলোকে” শ্ৰীমাধৱদেৱত সমৰ্পন কৰা বুলি জানিব পাৰি।

এদিন “মাধৱদেৱে শুকৰ চৰণত পৰি প্ৰাৰ্ণন কৰি কলে, “বাপ, আমাকো আশুনি যেন আশোনাৰ পুত্ৰকলৰ ভিতৰৰে এখন বুলি মানিব।” এই কথা শুনি শঙ্কৰদেৱে প্ৰেমাফুল হৈ কলে “তনা বঢ়াৰ পে, কাৰ্য্য-পুৰ, ধন-জন সকলো অনিত্য, সকলো কালে হৰি নিয়ে। অনিত্যৰ মহান তুমি কিয় হৰা? তুমি আমাৰ প্ৰাৰ্শনা কাৰ্য্যকৰ বুলি জানিবা। এই বুলি তেওঁ মাধৱদেৱক আশিষন কৰি, তেওঁৰ মূৰ তক্তি প্ৰেমাফুল হৈ বিয়াৰ বি নাও মেলি বিলে।” (বেদবন্ধা, ১৪: ১০)

ইয়াৰ কাৰণে শ্ৰীমাধৱদেৱৰ তক্তি অৰ্থাৰ অনাত্মত
যান “সৰ্গভগৱাক” শ্ৰীশঙ্কৰৰ চৰণ ছাট; কিয়নো এই
পৰম বৈকল্যেই তেওঁক আৰু লগতক নিৰ্মল তক্তি-
বৃত্ত পান কৰাইছে।
“হৰিনাম বসে বৈকুণ্ঠ প্ৰকাশে,
প্ৰেৰ-অমৃতৰ নৌ
শ্ৰীমত সৰবে পাৰ তাকি দিলা
বহে ব্ৰহ্মাত্তক ভেৰি।” ৩৭১; না: ৫০:
আৰ্য্যাত্মিকৰ ব্যাত্ত কৰ্ণাৰ শুভবেশিযৰ হিহাত
কি ঠাই অধিকাৰ কৰে তাক নিৰ্ণয় কৰা সম্ভৱ নহয়;
তথাপি শ্ৰীশঙ্কৰ আৰু শ্ৰীমাধৱ য়ে অভিন্ন আছা
আছিল, অনেক কাৰণবৰণা এই কথা কব পাৰি।
সেই দেখিয়েই বৈকল্যমানে পাইছে—
“শুৰ স্বৰূপে আদি নিম অংগ অতত্ত্বি
তক্তি-প্ৰদীপ লগাই বৈশা।
যাৰ স্বৰূপে আদি তৈতে তৈল বিয়া বাকি
অজান আছাৰ দুব কৈলা।” “নামবাৰ্য্য।
শ্ৰীশঙ্কৰদেৱে নিজে শ্ৰীমাধৱদেৱক “বান্ধৰ মাধৱ”

ইয়াৰ কাৰণে শ্ৰীমাধৱদেৱৰ তক্তি অৰ্থাৰ অনাত্মত
যান “সৰ্গভগৱাক” শ্ৰীশঙ্কৰৰ চৰণ ছাট; কিয়নো এই
পৰম বৈকল্যেই তেওঁক আৰু লগতক নিৰ্মল তক্তি-
বৃত্ত পান কৰাইছে।
“হৰিনাম বসে বৈকুণ্ঠ প্ৰকাশে,
প্ৰেৰ-অমৃতৰ নৌ
শ্ৰীমত সৰবে পাৰ তাকি দিলা
বহে ব্ৰহ্মাত্তক ভেৰি।” ৩৭১; না: ৫০:
আৰ্য্যাত্মিকৰ ব্যাত্ত কৰ্ণাৰ শুভবেশিযৰ হিহাত
কি ঠাই অধিকাৰ কৰে তাক নিৰ্ণয় কৰা সম্ভৱ নহয়;
তথাপি শ্ৰীশঙ্কৰ আৰু শ্ৰীমাধৱ য়ে অভিন্ন আছা
আছিল, অনেক কাৰণবৰণা এই কথা কব পাৰি।
সেই দেখিয়েই বৈকল্যমানে পাইছে—
“শুৰ স্বৰূপে আদি নিম অংগ অতত্ত্বি
তক্তি-প্ৰদীপ লগাই বৈশা।
যাৰ স্বৰূপে আদি তৈতে তৈল বিয়া বাকি
অজান আছাৰ দুব কৈলা।” “নামবাৰ্য্য।
শ্ৰীশঙ্কৰদেৱে নিজে শ্ৰীমাধৱদেৱক “বান্ধৰ মাধৱ”

শ্রীশঙ্কর realised the ideal, শাক শ্রীশঙ্করে idealised the real; শ্রীশঙ্কর জীবে—

"Type of the wise who soar but never roam True to the kindred points of heaven and home." (Words.)

শাক শ্রীশঙ্করদের আদর্শ—

Singing still doth soar and soaring ever singest." (Shelley) দুইটাৰ মূলত পার্থক্য এৰা নাই।

দুইবোৰ কৰ্ম জীৱনৰ গতি-বিধি আগোচনা কৰি চালে কৰ পাৰি, শ্রীশঙ্কৰ তেজোময় স্বৰ্গ, শ্রীশঙ্কৰ তাৰ কিংবদন্তী; শ্রীশঙ্কৰ মূৰ্ত শক্তি (energy) শ্রীশঙ্কৰ তাৰ গতি (motion)। শ্রীশ্রীশঙ্কৰে শ্রীশঙ্কৰ কোনো উপায়েই বিদ্যা কৰাবলৈ সৈমান কৰাৰ নোহোৱাি এৰাৰ এই মৰ্শে কৈছিল—'বঢ়াৰ পো, বৃদ্ধ বিকিবলৈ হলেও নিজ ঠাইৰ কেউদালৈ গুৰ মাৰি বেৰি লৰ লাগে, গৰ্ভিক তুমি বিদ্যা কৰোবা।' শ্রীশঙ্কৰে তেও কলে, 'বাগ, গুৰ মাৰি বৃদ্ধ কৰি যি কিলে তেওঁ বৰা; কিন্তু গুৰু সন্মতিকৈ বৃদ্ধ কৰি যি কিলে তেওঁ মহানবী।' শ্রীশঙ্কৰেয়ে এই উত্তৰত অলপ অগ্ৰ-স্বত হোৱাৰ দৰে হৈ পৰম ভাও জুৰি কলে, 'বঢ়াৰ পো, কি সাধুত তুমি এনে উত্তৰ দিব পাৰিবা?' শ্রীশঙ্কৰেয়ে অশ্রাম ভনাই হাঁহি হৰে কলে, 'যোৰ গুৰু শ্রীশঙ্কৰৰ দ্ৰষ্টা গাৰু' সাহেব।

প্ৰকৃততে শ্রীশঙ্কৰেয়ে এজন পৰম আৰ্ণৱ বৈষ্ণৱ; বৈষ্ণৱ-ধৰ্মৰ পৰ্বত জেউতি তেওঁৰ জীৱন্ত সকলো ভাৱে প্ৰতিভাৰ হাৰা বোকা যায়। "সুভাৱণি স্মৃতিয়ে, তৰোৱিব মুহুৰ্শ্বা" আৰি বৈষ্ণৱৰ সকলো লগপ স্তেওৰ আহিণ। তেওঁৰ জীৱনতোয়েই ত্যাগ আৰু দাত্য তাৰৰ এটি অতি অলস্ৰ চানেকি। কৈয়ম বৰ্খৰ বাহিৰেও বৃষ্টান আৰু হুহান আৰি বধ্বতো এই দাত্য তক্তিব অধ্যাদৰ্শৰণৰ আৰ্হি পোৱা যায়। শ্রীশঙ্কৰৰ জীৱন সকলো প্ৰকাৰে এট একলগ আৰু ঐকান্তিক তক্তিব মূৰ্তি স্বৰূপ। তেওঁ পোনতে

বেনেটক যোৰ শাক, পাছতো লৌধৰে অতি লৈকৈ কৈয়। তেওঁৰ শিৱাত বদি তেওঁৰ মতত শীকিত নোহোৱাৰকলৰ প্ৰতি কঠোৰ বাস্তৱাণ মিলণ

কৰা কৰাবাত ধোবা যায়, তেনে হলে তাৰ কাণ তেওঁ অস্তায় ঐকান্তিকতাই। তেওঁ আৰিছিল, বি বৰ্খ ম সত্য এগুণ কৰি সন্মানৰ এশৰ ভিতৰত এখনৰ উপগ্ৰহ হৈ ৰহ, সেই বৰ্খ বা সত্যকে সাৰ্হি বাকী ৯৯ জনে উপগ্ৰহত নহয় কিয়? শ্রীশঙ্কৰেয়ে নিম্নৰ সপৰ্ণকলৈ নকহাটলৈকে কোনো সত্য এগুণ নকৰিছিল, শাক এৰাৰ তাত ভাল বিখাল হাবিলে অকণটভাৱে সেই বিখাল তেওঁ সকলোৰে মাজত প্ৰচাৰ কৰিবলৈ প্ৰাণপণে ব্যৱ কৰিছিল।

এই লগলগা পুৰুষকলে মাহুৰৰ মাজত সাক ঘৰি মাহুৰ বৰকলে বিচৰণ কৰিলেও, সন্মানৰ সোকাবহঁক এওঁলোকৰ শক্তি আৰু বুদ্ধিবলৈ ইমান বঢ়া যে আৰি তেওঁলোকৰ কাৰ চাপিৰ বুদ্ধিলেই নিল্লক সকলো প্ৰকাৰে বাটমা আৰু বিধিবা লগা (dwarfish and stunted) বুলি অস্বত্ব কৰে; সেই বেৰিয়ে অৰি তেওঁলোকৰবণা সদায় স্মাৰিত থাকিবলৈ ইয়াই আৰি তেওঁলোকক ষ্টম্ব-অস্তায়, অতিশাৰ, মলমালৰ, মা-পুৰুষ আৰি নামে অভিহিত কৰে; কিয়নো, সেয়ে নহলে তেওঁলোকক মাহুৰে মাহুৰ 'বুলি' আৰাৰ 'মাহুৰ' নাম কোনো মতে জাৰিস্তত (justified) বুলি আৰি নোহোৱাৰ। মহাপুৰুষ শ্রীশঙ্কৰেৰে মন আৰু ধৰ্মৰ প্ৰশাস্তমহাপ্ৰাণৰৰ বৰে গভীৰ, আনৰ সাধাৰণ বিদ্যা বুদ্ধিৰ তাৰ পৰিমাণ লবলৈ যোৱা, বাহৰ কাঠি এডাৰেৰে মালৰ জুৰিবলৈ যোৱাৰ দৰেই হাঁহি উঠা হৰ পাৰে, তথাপি সেই চেঙা বোধকৰো মিলনীয় নহৰ, কিহলো সাত জাৰ বুদ্ধিৰ বীনতা থাকিব পাৰে, কিন্তু প্ৰাক্তিকলৈ বীনৰ নাই। আৰ, অকণট তক্তি ধাৰিলে নিম্নৰ নিৰি কাম সিহে তাক মহাপুৰুষকলে নিম্নৰ জীৱন আৰ্ণৱ আৰু শিকনিৰে আনক শিকাই গৈছে। সেই মহাপুৰুষৰ ত্ৰিচৰণত আৰি এই দীন বীন বেৰকা শতকোটি নন্যৰ।

শ্রীশঙ্কৰৰ বেলা

পুথিৰ সমালোচনা

১। বেতাগ পঞ্চবিংশতি— সমালোচক শ্ৰীযুত আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা—এইদিন শ্ৰীযুত মহেশ্বৰ শৰ্মা কটকীৰ চৰ্চাৰ এৰ। "ভোপনী" লেখিয়েই কটকীৰে 'সসীমা পাঠক-প্ৰীক মৌৰিত কৰিছিল। "পঞ্চ-সুততা"ৰ জন্মই তেখেতৰ প্ৰতি আৰু বেছি প্ৰভাৱ বহুতা উপাৰ্জন কৰিলে। নিউনিছিয়েলৰ অক্টিৱৰ কেবাশীঘৰ ভিতৰত যে ইমানবিনি কথাৰ সাধৰ দুখাই থাকিল সি অসমীয়াৰ কৰ সৌভাগ্যৰ কথা নহয়। কটকীৰেৰ কথা আগোচনা কৰি হঠাৎ মনত পৰে চাৰ্ছ'ল্বেৰ জীৱনটল। সেই স্বৰ্ধৰল 'The South Sea House' আৰু 'India House' লৰ কেবাটাৰ টোলেৰণৰা আৰি বি জন মনীষিয়ে সাক্তিতাৰ প্ৰশৰ বাগাওত প্ৰবেশ কৰিয়েই স্মৃত' বীৰৰ এই পাঠ্যছিল, তেওঁৰে নিচিনাকৈ কটকীৰেৰৰ কাৰ্যতো অসীম সাধৰৰ পৰিচৰ পোৱা হৈছে।

বেতাগ-পঞ্চবিংশতিৰ সাধুশিৱিৰ বিঘয়ে কৰ সীয়া বিশেষ একো নাই। সকলোৰেই অলপ অচৰণ জানে। পাঠনিষ্ঠ তেখেতে কৈছে—'বিদ্যা বুদ্ধিৰ অভাৱত গৰু-কেইটা যে নিয়াৰিকৈ সকাৰ পৰা নাই সেই কথাই ধৰ লগকৈ বুজিহে। সেই কাৰণে এই পুথিখন পৰা এৰাৰ এটা অস্পষ্ট হাঁহি মাজ।' কিন্তু আৰি ইমানক কও যে, বিখ্যাতসাধাৰৰ ভিত্তি নাই বুলি তেখেতে আশেপ কৰিছে যদি সি বুকীয়া কথা, কিন্তু তেখেতৰ বুদ্ধিৰ অভাৱ যে নাই সি ঐয় সত্য। নিউনিছিয়েলিটাৰ একাউটত কাৰাণিনা তুল লৈ যোগ কৰি সাক্ত মন্য বৰহাই তেখেতে সন্তৰ কৰিছে জানো? পঞ্চবিংশতিৰ পৰিচৰণত বহুত দিন হেনো প্ৰকাশকৰ অভাৱত কিতা আছিল। এইটো সঠাকৈয়ে দ্ৰৱৰ বিঘৰ পুথি প্ৰকাশৰ উকৰাৰিৰ বকা এটা সন্মানৰ ব্যৱস্থাৰ আৰ্হিও আশামত ভালকৈ হৈ উঠা নাই। স্থল-পাঠ্য কিতাপ

প্ৰকাশ কৰিলে বেছি দাত হয় বুলি প্ৰকাশককলে আন আন সাহিত্যবিখ্যাকলে আগবেলা কৰাত অসমীয়া সাহিত্যক চৰ্চণ কৰাৰ বাহিৰে একো ভাগ তুল যোৱা নাই। উন্নত দেশৰ একো একোজন প্ৰকাশকক the learned publisher' আকাৰিয়া হৈছে।

কটকীৰেৰ বচনাত বি এটি আতীহতাৰ স্মৃতি এলাৰ সেইবিনি প্ৰশংসাৰ বক্ত। কথাৰোৰ কোনোবা অসমীয়া মগুৰে কপে কপে কৰো যেন মাথে। ৩৭ গু: অৰে শৰীত—'আৰু কথা হেনে'—ইত্যাদি কাৰাণিনি তেনে তুলনা আৰু কিনিম বকতা। উধাৰেৰ দি পেটাই আশ্ৰয়। আৰিৰণৰা অৰ্ণলৈকে উৰাহৰণৰ অস্ত নাই। অৰ্ণলত আৰি ইমানকৈ কৰ খেৰোৰে যে, টেয়াই বুক কৰ্মিয়ে অলপ বহু কৰি চালে পুগত ভাগ কিতাপৰ প্ৰচলন হৰ পাৰে। স্থল পাঠ্য অসমীয়া কিতাপৰ বানান প্ৰণালী বেখিয়ে বৰ জ্বম মাগে। তেনেৰে 'কিচিন' কলোনেৰে 'ক'মিহন' কোনোৰো ক'মিহনক লেৰি বৰ্ণনাগাত বিছাটি দ্বাইছে। দ্ৰৱৰ বিঘৰ কটকীৰেৰে 'হেমকোণ' অসু-সৰণ কৰি এই বিছাটৰণৰা বকা পাইছে।

জামাৰ মনৰে টেগেট বুক কৰ্মিয়ে কাৰো বাটৰ বকা নকৰি দাত বুক পুথিৰ প্ৰচলন হয় তাগৈ চকু দিয়া নিতান্ত কৰ্তব্য। বেতাগ পঞ্চ-বিংশতি হাঁহিহুগ আৰু ছাৰ্বগুৰি ব্ৰহ্মৰ পাঠ্য শ্ৰেণীত ভক্তি হলে সঠাকৈয়ে এখন ভাল পুথি বাছিয়ে। বুলি কৰ্মিয়ে পোৱাৰ কৰিব পাৰিব।

২। পঞ্চকল্কল্যা (সমালোচক শ্ৰী'ক')— লিখক শ্ৰীযুত দেবেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তী, যোৰহাট; বেচ ছয় জনা মাজ। সমালোচনা কাৰ্যটো আনন্দৰ নহয়। এই কাৰ্যত মন বহিলে মন কলে কঠোৰ আৰু শুকান হৈ যায়, আৰু 'কি'ৰ এই প্ৰশ্নটো সকলো কৰ্মাণতে নিৰ্ভৰ কৰি নাই। আৰুবেৰেৰেইক সঠাকৈৰ সমালোচক আনক হাই। উটে ক'ইট বন ধাঁই মকটমিৰ

সমালোচনা করে। তাত সি কি বল পা, সি জানে। 'পলককড়া'র লেখক এই লেখককে তেঁওর প্রীতি পুথিবন সমালোচনা কবিলেদি যে তেনেকুয়া বিপদেতে পোলে। 'কির' কাইট-পুপি চোবাঁহি সি এতিয়া নিম্নর কোথাবি বড়া কবিৰ আক তাঁর বাবে যদি এই আলোচনা সম নইহে বিবন হয় তাহা সোহ জাত নেখাকে। অতঃ এইটো কথা টিক যে সু নাইকিয়া কহক কেতিয়াও কেঁটা আক বগলিহ তাহা সমালোচক হব নোহাবে।

পলককড়ার ভাষাই অসমীয়া পুথ্যা শ্ৰেণিতত্ত্ব বপা কবিহে; আক বিবোর বিবনর ভাত অহতাৎপা কবা হইহে তাহা ভাল-বেয়াৰ বিবনে তর্ক নহক। জ্ঞান-মহলক প্রকাশ কবি কত কবিহে কত গীত গাই গৈছে কিন্তু তাকমহলক বিজ্ঞপ কবিৰ পৰা সাহিহাগ কবি কোন আছে? বামাচন, মহাত্মাভট আক অসম-বৃত্তীৰ মৰা-মুহুৰ মছন কবি পলককড়া-লেখকে কেহল পাঁচনন তিক্ততা কহা বুলি বন কবি আনিলে। কিন্তু এই পলককড়া হিন্দু প্রোতঃসমবীয়া সেই অহশ্যা, সৌন্দর্য, কৃতী, তাপা, নন্দোবনী নহে, বা বহুপাত নিৰাবিধি সেই চতৌ, চকৌকে শ্ৰেণি কবি পলকহা কড়াও নহে। এই পলককড়াৰ শ্ৰেণি-কৃষ্টি সাবিত্ৰী, মমহতী, সীতা, সৌন্দর্যী আক জয়মতীহে। সৌন্দর্যী অহচে প্রথম আক দ্বিতীয় উভয় সৌন্দর্যে পবিহে। সৌন্দর্যীক সী বুলি বি কব বেহেতৰ সেই কথাত ভয় আছে বানপ যদি তেখেত পুৰহে তেনে তেখেতৰ মৰে আক চাবি-মদে যদি বেহেতৰ পত্নী-সদাইহে যবৰ বহু সম্ভাতিৰ ঘাৰি কবে তেনে বিপদ।

সৌন্দর্যী কিয় সতী? সৌন্দর্যীৰ জীৱনত কি বহুতৌ আমাৰ চকুত প্ৰধানকৈ পৰে? তেঁওৰ ক্লম তজি। হুঃশাসনে তেঁওক বিবহ কৰ্মেই তেঁওৰ জুটিত কৰণ, হুঃশাসনৰ জ্বৰ বাতিখাত তেঁওৰ অসহায় অহা; আকৌ হিমালয়ৰ বনু বাঁহিত পোক কাঁচিৰ সোনাৰি চৈৰেচা শাসিলত পলকপতিহে তেঁওক এনিদৈ বোহা আক তেঁওৰ বেতিয়া তহুত্যাগ আক ঈশ্বৰ ক্লমত আশ্রয়দৰ্পণ। এই ঘটনা তিসতি অনবহ।

সেহেবা বেহতা তহ পাঁচোচন পতি বহুকাল বাহ্য-কুপি পাশি প্ৰোঃগণ; আত্মাৰ সলপতি হেতু বখানমহত সপ্ন-বে স্বৰ্গলই কবিলে গমন।

বলা আক ধনী মাহেব যব ছয়াৰ ধবাৰ অনবাহতী। তাৰ সুন্দরী গৰাণেহে সেই কবেতৰ বাতাৰে বহু কবি হি তেঁওৰ নিম্নর চিতাব বোঁহী বহু কবিৰ পানিবনে। সৌন্দর্যীহে জানে যে সেইটো তেঁও নোহাবে। সেই-সেবি বাণী হৈহে তেঁও বাহিবৰ চৌড়া বহাৰ আ পিল মাটিৰ শোহা পাটত পবি মৰণ লভিলে। তেঁওৰ এই অহুহুটিটো বিশেষ তহসামীৰ আক সি দিঃ। সৌন্দর্যীৰ সতীহৰ বাবে আকৌ 'কির' প্ৰেৰ উৰয় হে।

জীৱনে মৰণে পুঁজি একমাত্র গতি —

সৌন্দর্যীৰ মৰণত পলকপতিৰ পতিহেই কিমান গতি দিলে? হিন্দু তিক্ততাৰ সতীহেই এটা গোলমাল আছে। প্ৰেয়ক বেছি অনিৰ্গতীহৰ বা পবিহ কবিবহকে এই সতী-পদৰ অহতাৎপা। সতীৰ অৰ্থ সংগতী, সংগৃহীতী, সংবাননী। এই অৰ্থৰ দ্বাৰা এইটো হুঃগাৰ যে এনে-কুয়া সংস্কারাগণা মহিলাৰ স্বাধীহেই সৰ্ব্বৰ বা বানীহেই একমাত্র গতি। এই তুল কহাৰোহন কোনো সাহিহাগ মহিলাই বিচিত্ৰ শোবিবনে? যদি নেমেহে এই বিয়ত জগতত এই 'কির' কাইট পুসিটা উশ্বৰ হুঃহে। সি ঠাল-চৈঃপুলি বেগি কমে বিৰাট হৈহে বা।

বাৰ, পতিহেই যদি তিক্ততাৰ পথম গতি সৌন্দর্যীৰ ভাগ্য ভাল। কীৰ্তনত আমি পাওঁ:—
সৌন্দর্যী শেবিল এড়িলয় পলকপতি।
ক্লম চপনে পাছে ছিব কবি হতি।
ক্লমকলে হুবে ক্লমক কবে ধ্যান।
হা ক্লম বহু বুলি ছাবিলয় প্ৰাণ।

পতিসকলে এবি যাওঁতে সৌন্দর্যীহে তেঁওঁবিলাকে আক তেঁওঁৰ গতি বুলি হি নলে। তেঁওঁ জানিলে এই হিমালি, এই অটবি, এই জয়ম-ঈত আক এজন আছে বি মাথোন একমাত্র গতি। তেঁওঁক ভাবি সৌন্দর্যীহে প্ৰাণ এছিলে, পলকপতিৰ হেটৌ। তবি

ভাবি নহয়। কিন্তু তেঁওঁবিলাকেও সেই বিজ্ঞক আনি হে গুলিলে।

হিন্দুৰ ধ্যানত পৰে আন গতি নাই।
পাইলত পথম গতি পাছে পাকোভাই।

অকল পাকোভাইৰ নহয় এইটোহেই সকলে। মাহেবে ঈশ্বৰ গতি। পুৰষ হওক, তিক্ততা হওক, এইটো গতিহেই তেঁওৰ আদৰ্শ। ঈশ্বৰত আশ্রয়দৰ্পণ জীৱৰ একমাত্র আক পথম গতি। এহেবোৰ বখা হইক কবলৈ গলে হিঃপাশ্বৰ গতি-পতীৰ বিধিৰ জেট বনকৈ লবি যাৱ বুলি ভয় হয়। কিন্তু এনে দিন আহিব লাগিছে বি দিনত এই বহুত নিটিক। পুৰুষ শাস্ত্ৰকাবসকলৰ আৰ্থ-পৰমাৰ্থৰ তেঁওঁত গণা সেই বিবি বহুবিবিধৰ দ্বাই দিগা এদিন ছিগিব আক তাহ কবি গৰাও এদিন উত্ৰাল খাই যাৰ। আশ্বিৰ মুঃ-মানহে তদুপৰ হাতত বিপ্ৰোহৰ বড়া নিহান তুলি দিহে। এই নিহানেই আশ্বিৰ আকাশত যনে যনে উৰিব আক তাহ উৰায়েই আশ্বি মঙ্গল।

পলককড়া জয়মতীহেও শাবী পাতি বহিলত মাহ-চাটনৰ বহাৰি চুৰা গোলাৰ তহত কোনেহাৰি বাক-বন পহাৰে কবি কলোৰ ফেহত জিকিব পানিলেও তেঁওৰ আভিলাভাই এটা কথাত ঘাটি বাই যা—

ক্লম কথা

এদিন ব্ৰহ্মাই চিত্ত ছিব কবি, যব নিম্নর আচবি, ক্লম চপন চিহ্ন, প্ৰোঃব কুশল কামনা কবি শুভ কামত বহি আছে, এনেতে তেঁওঁৰ পুত্র নামৰ ভাত এলাগিল। নামহে ব্ৰহ্মাক সেহা তজি কবি আতি বিয়ত ভায়ে হুছিলে,—হে পিতৃ! মোক জান বিয়া। এই জগতখন কোনে প্ৰোঃপ কবে, আক জগতে কাক আমা কবি থাকে? কোনে ব্ৰহ্মকে, কোনে পালে, আক ই কাৰ অধীন? আক এটা কথা তোমাৰ

বাৰ নাম-ত্যাগ। এই ত্যাগেই হে জয়মতীক বসীয়া কবিলে, তেঁওঁৰ আবেগগত পতি-প্ৰেমে নহয়। নামেগোৰ অলপ্ৰপাতৰ মৰে হৃদয় পতি-প্ৰেম বহুতো মান-দেব আছে কিন্তু জয়মতীৰ ত্যাগৰ মৰে ত্যাগ বিল। এই কাৰণেই জয়মতী শ্ৰেষ্ঠা সতী, পুৰুষো এনে হলে তেঁওঁ হব শ্ৰেষ্ঠ সং। পলককড়াৰ লেখকে জয়মতীক বন কবি তুল কৰা নাই—গোবৰহে কবিলে; কিন্তু প্ৰেয়ৰ ভালবগণা চালে জয়মতীৰ আৰ্থি মিহা। এই আৰ্থি বহুতো ভেলেটী শবৰ মিচনা আকবী তিক্ততা হৈ লব পাৰে, কিন্তু গৰাণমি নোলাত, কল্পনিক নোশোহে। পহিহা সাবিত্ৰা কোনেবা থাকিলেও সত্যত সত্যমান হুঃহি। আশ্বি তিক্ততা বহি নিৰ্মল হোল, পুৰুষ নিৰ্মল নইহে পছিল হলে,—এইটোহেই সতী হোৱা হুঃকৰ্ণ।

গুঃগাৰ এই পলকসতীৰ জীৱনবোৰ আদৰ্শ কবিৰ খোজে; পাৰে যদি কবক, তাত আমাৰ হতাৎপা নাই। কিন্তু মোহামদীচাই যদি আশ্বি বসি কটা ছাগলিৰ ফেট বহলে অস্বীকাৰ কবে, বাধা কল্পিতীৰ হুঃ আক নহেট।

সতীহৰ সাধনৰ আক প্ৰচলিত সংজ্ঞা নিওঁতে আক পলককড়াৰ জীৱন-কাহিনী কওঁতে জীৱত বেহেহে নাম চক্ৰবৰ্তীহেও নিশ্চয় কৃতকাৰি হৈহে।

পত্র আশ্রয় করি, সেথা করিবে মই এই গুণ লাভ
 করিহো। আচরণে মোর হৈবর কৃষ্ণমেঘে আঁধ
 তেওঁহে মোর ইষ্টেরহুতা। কৃষ্ণর বাহিরে এই জগতত
 কোনো সেবা মাই। তেওঁহেতে এই সমস্ত অগণ
 লক্ষ্যশিত হৈ আছে। তেমাগোকে মাগাত মুক্ত হৈহে
 মোকেই উপর আঁধ অগণওক বুলি মানিত। এই বিখ-
 মোকো-পোটেইখন কৃষ্ণকম। চারিবেস চৌব-শাক্তই
 কৃষ্ণবেসে বহ। পোটেইখন অগণওক অণ বিসম্ব।
 সন্নীসকলে জান পথেরে কৃষ্ণকহে সেবা করে। সেই
 কৃষ্ণইহে মোবো সেবা। তেওঁহেই লীলা করি পূর্ণে
 প্রস্তুতক লক্ষন করিলে, আঁধ মাগো গুণর বাহির এই
 অজ্ঞাত করিলে। তার ভিতরেতে তেওঁব বিবাহট শরীর
 আঁধ সপ্তমোকেত আঁধি করি উর্ধ্বত মঙ্গলোকা
 অধত, অতল, বিতলকে আঁধি করি সাত লোক। চারি
 বর্ষের উৎপত্তি কৃষ্ণর বেহের পরাই। মাগার হাস্যটি
 বসিত এই ব্রহ্মওসিনানী। কৃষ্ণর স্থানে সৈবুর্ধত
 অজ্ঞাতব বাক্ত আঁধি স্ববিনাশী। ভক্তর নিমিত্তে
 সেই স্থান বিখ্যিত। জ্ঞান, কর্ণ, বোধ, শক্তি, শুভগায়া,
 আভ্যর্থকামিগায়ন সেই স্থানটর দাব মোপে।
 কিন্তু বৈষ্ণব ভক্তই শব্দে স্বীকর্ত করি অনাচারে সেই
 স্থানটর দাব। এই বুলি অজ্ঞাট বেদক মাগোব উর্ধ্বত
 করি তার আচার্য মাগতক বৃষ্ণাই মিলে। অজ্ঞাব কথা
 তনি মাগে আকৌ হৃদিলে,—হে পিতৃ, পুত্র সকলো
 কৃষ্ণবহ, তেহেত খঙরে হুদি তেওঁক পূজা কর।
 কাবন বহুযোগো যে কৃষ্ণায়। আঁধ যদি গোবিন্দক
 লীলাচরিতর অক্ষক কোনেও নাগায়, তেহে অজ্ঞানী
 জনে এই সপ্তমার নিতারা জ্ঞেইকৈ তবির। এই
 প্রেমর উত্তরত অজ্ঞাই কলে। বহির সকলো বহু কৃষ্ণায়,
 গুণাণি সেই বহুবেই অজ্ঞিগণর চিত্তে মই কৃষ্ণক
 পূজা করে, তাহেই কৃষ্ণায় ভগবত তুই হয়।
 কৃষ্ণইহেই আচল বহু। কৃষ্ণর রূপত সকলো স্থানী হয়,
 যদি সাধু মঙ্গলে, রূপট এবি কৃষ্ণত মাগুহে শব্দ লৈ
 জক্তি করে। জেনে বহিলেই মাগেব মাগা বহু হয়।
 মহোয়র মিলে, আঁধ অধেবে সি সপ্তমার তবি দায়।

মাগা গুণিলে নিজব বেহেত অতিনান গুণে; জাণি
 পুত্র ধন বহুত আঁধ তেওঁ মোব নোবোলে। এই
 উপায়েবে অনেক মাগার হাত সাবি ভগ্নগোবর তবি
 গৈছে। যেনে কল্লার, চারিদিগ, শতকগা-আকুটী
 প্রেমতী, দেহহটী, স্বতস্থুর মত, প্রিয়ব্রত নচা, উজ্জনাগার
 প্রাচীনবর্ষি, কৃষ্ণত, জব, ইন্দ্রাকু, সপন, গারি, সুকৃষ্ণ,
 বসু, গর, বটাল, ভবক, অম্বরীষ, পুষ্কববা, মাগাত,
 বাণ্ডিত, অলঙ্ক, সর্জাত, শতধর, কথিয়েব, জীম, বহি,
 বিলীপ, সৌভবি, উত্তক, বশিট, শুক গাশর, বৈহের,
 অগতি, শরাণব, পৌতম, ভূগ, উত্তর, জীম, বহুমান,
 জায়বান, বিজীমণ, অর্জুণ, বিহর, জগদ, জজুব, জত-
 মোক, উগ্রকণে, ইত্যাদি।
 বি শ্রুগণে কীর্তন ভক্তির আশ্রয় কর, অতি
 কালব তিতরতে ভক্তবংসল ভগহেস্ত তাব জন্যত প্রকাশিত
 হয়।
 ধোমাত কৈছে—
 একান্ত ভক্তত যবে নিরুপম রক্ষার অণ
 পায়ে সধা বসিত। বধ্যত।
 বৈকুণ্ঠকো পূরিবহি বোধীকো জয়র এদি
 থাক। চরি সাফাতে তখাত ॥
 উপরে ভক্তব মনস্ত বসি-করি শ্রাব সকলো বহর
 লল করি তাক অতি নির্মল করি পেলায়।
 ভক্তব হিয়াত পারিয়া সাফাত
 হবস্ত মনস্তে মল।
 যেনে জগদর শব্দত কবর
 নির্মল অতি উজ্জল ॥ (শব্দবহর)
 কর্ণপথে ভক্ততর হিয়াত প্রবেশি হরি
 তর্পাসনা হবে সমস্তর।
 জলর দন্তক মল যেনে শব্দত কালো
 স্বভাবহে নির্মল কবর ॥ (মহাবহর)
 ভক্তব মন শুদ্ধ করি কৃষ্ণর গায়পদ আশ্রয় করিলে
 আঁধ কেতিয়াও তাক পরিভ্রাণ্য করি নাগায়।
 কৃষ্ণ মোহা হরি মন শুদ্ধ করি
 সেবে কৃষ্ণপদ আঁধ

যেব পরবাসী বৈল গৃহে আদি সকলে সম্পূর্ণ নিজগৃহে পৃথিক সকলে পাঠা পুত্র
 এড়ায়া ছাপ নিকার ॥" (শব্দবহর)
 "কৃষ্ণ যশে খেত চিত হ্যা সমস্ত রূপক তবি পুত্র
 কৃষ্ণবাসে কৃষ্ণতবন মূল নেতর।
 শ্রীশ্রীনাথ বৈষ্ণবকবা

বাণিত্যর বিশ্ব

উঁবার সুবুদী কপে জগত উলল,
 কামিনী ভোমোরা উবে গুণ গুণ করি।
 সবিয়ার বহু বেলে আকাশ বোলাই
 বনবীরে কঁপা বহু আনন্দ অধীর।
 চিকিৎসিকি মনোহর দি চিত্র সাশট
 বজরীর জ্বিকিৎসিকি মুকুতা চাটনী,
 মূলীল আকাশ ভিনি জলে তিনিমিলি।
 জোনে চলা সুবিলল কপহ জোনাক,
 বিবিধর পাতেমুলে তিববির করে।
 উমাল সুবীনা কটিক জগত
 প্রণবত কুবুদীনা হাঁহি উঠে হীবে,
 মিনর বিশ্ববিনা মুগ্ধ বিমোনে
 বহু মুগ্ধ সন্নীবে শীতল হুগৌ।
 শবতর আকাশর শুভুলা ডাওব,
 শোণীবে দি তিরুণ জড়া বহুধা;
 পবস্তর দুসবন মূলে জকমক
 পোহিত আশোণমোলা বেহতা বনিয়া,
 মলয়াত লরগালে নচা হাকিছুদি
 কত পায়ে আভরণে সজ্জিতা প্রেকৃতি,

চকুট চহক লগা জেইতি কপার
 স্মনব দি—একো মোব নেলাগিল জাল,
 চাই মাথো বহু জালি চকুগো লবিল।
 বিধ জোবা মনু গীতি উঁয়ার উৎসব,
 বিবহঃ মাগে মোর সেই সতলোকে।
 কতনা পথীবে গালে মোহনে বসীত
 লবহত বিপ্রাণ কবা মতমীয়া,
 জোনে মোব হিলনানো মোলাবে অমিয়া।
 ত্রাণে দি পাঠেগে ভাল কেতেকী সেই—
 "অ" ধন কেতেকী।" বোলা বিননি মাথোনে।
 হুলা শান্তি ভাত্তেত নিজবি আহিল
 সুধা মলয়বপলা কাথিলে তার;
 বুজিলো বুজিলো মই যাব চিব দিন
 ব্যথিত অস্তব, ছুর বীণাও মাগে
 সুর মলকণ তালই সকলো তিত্তা;
 ছদিছুর মিঠা মিট বিননিহে সিট;
 হাঁসে আনন্দ হীন চকুগোত হীন,
 বাণিত্যর মনুবিব চিব বিবহর।
 বেণু



পরিণাম

মাছকে স্বৰ্ণ ভোগ করা সমাধিবিনে যেন নিজে স্বর্ণ
 কর্তা হৈ যে খাণদা করিছে এনে বিবেচনা করে। ধন
 অন্ন ঐশ্বর্য সুখত খিতোল গৈা ভাবে যেন তেজেরই হৈ
 কর্ণব পবাকী আক ভেঙে নিজৰ ক্ষমতাবে সি ইচ্ছা
 তাকে করিব পাৰে। কিন্তু এনেটো নেভাবে যে ইচ্ছা
 শক্তিতে গতির এটী সীমা আছে, সেই সীমা খুটীটিত ঠেকা
 খাই অক্ষয় তা ভাণ্য ওপৰবণ্ডা তলটল নামে যে তার
 ভুল নাই। এই অস্বাভাবিকই হর্শনে পরিণাম বোলে।
 সন্তান অন্ন হলে যেনেইক নতুন মাছকে সঞ্চিত দেখা দিয়া
 বাবে আনন্দ হয় যেনেইক মাছটী সৃষ্টিবণ্য অস্বর্গীয়
 হলে ছুৰ উপস্থিত হয়, এই কথাকে বোলে বিবর্তন আক
 পরিণাম। এই যেহেতু ছুৰ পিছত সুখ, অধব পিছত
 ছুৰ প্রকৃতির বিপ্লব লবচন নাই। কালৰ ভাগ যে
 কৰা হয় ক্রম বিকাশ আক পরিণাম বহুতঃই হইছে
 কৰা হয়। বেশিটী পুৰে ফাট নি তোলানাপনা নোযেতা
 পর্যন্ত বিকর্তন বহুলাস্তব, যেতিয়া মার গৈা বাতি হল
 পুনৰ বাতি ছুপুয়ালেকে সেইখিনি সময় পরিণাম। সময়ে
 বা কালে এইধৰে সৰ্বস্ৰষ্টিকাল মুকাতৃকি বেগি থাকে
 আক এনে কর্ণব ধাবাই সৃষ্টি ভাঙ্গি থাকে পাতি থাকে।
 তন্না পতা প্রাকৃতিক কাৰ্য্যবৰ্ত্তন নাই। ক্রমবৃত্তিক
 কবিনকলে জী সৃষ্টি কল্পনা করে, তাকেই চিত্র বা মুষ্টি-
 কানক কবিয়ে চিত্র বা মুষ্টি পট্ট দেখনিগাহকৈ কবির
 তার প্রকাশ করে। গর্ভদামিনী মাতৃকে যেনেইক গর্ভ-বয়ুধা
 দুগি সন্তান প্রসব করে তেনেইক ইচ্ছাশক্তিকল্প পত্রুত্ব-
 রেও কোনো এটী ভাষ্টি বৈশ্ব জ্ঞান যুগ প্রসব কবি
 স্বাধীন কবিরইলৈ ম্বোতে বি কোনো এটী ভাষ্টিব জ্ঞান-
 নতা শুচ্যবৰ বেদিকা মুগ ছুধৰ বেশি যেসিভ পেলায়।
 পিছে যে সুধৰ উদ্বৰ হয়। সুধৰ অস্ত হব ধ্বংসাত্তেও
 বি কোনো ভাষ্টি প্রকৃতির আধর্ষন ভিত্তবত পোমো
 অস্বাভাবিক আক অজানতাব ধোয়ত বল-বীণ্যায়ীমতা বোলে

অতিথব ছুধ দিয়ে আক হয়তো একেধাবে পূর্ণব প্রাচীন
 সত্য জাতিগিক নিদুল কবি পেলায়, কিন্তু বেধিব,
 জানিব, মিছব, গীতা, বেধ ইত্যাদি। বেধ ভাষায়
 হিন্দু আর্গ্য ভাষ্টি যে এই পর্যন্ত লোপ পোহা নাই এই
 আচবিত কথা। ইচ্ছাব মূল ভাষণ বিচারি চালে ই-
 কেইহে পোহা যায় সি ভাষ্টি আধিক হর্শন জ্ঞানত পৈনব
 ভাষ্টি তার জ্ঞান লোপ তেতিয়াও নহয়। বি কেইট
 আদি হর্শন বিজ্ঞানব শকত ভাষ্টি নিহীত কেতিয়া
 গৃহিবীপৰা লোপ পাব নোহাবে বিজ্ঞান সত্য যেন
 অমব জানো তেনে অমব। হিন্দু আর্গ্য ভাষ্টিব অধি
 প্রাচীন ধর্ম শাস্ত্রবিলাক যেনে ওপ জ্ঞানব সাহিত্য তার
 লোপ কেতিয়াও হব নোহাবে। এই হিন্দু আর্গ্য ভাষ্টি
 অস্তব শিলব খুটীব দবে। জ্ঞানব লোপ কেতিয়া
 হব নোহাবে বর্ত্তমান ইউরোপ যে বৃত্তিক মের ভা
 পৃথিবীত এটী নতুন ভাষ্টি হৈ উঠিছে তার গীতব প্রাচীন
 ধর্শনে, সোবব বাজা দাসন নীতি আক ইহুদিব একেধা-
 বার ধর্শবে সৈতে গুণা হৈ উপার আধর্শবে যে জ্ঞানী
 ভাষ্টি কবি তুলিতে। এতেক সত্য আধর্শক কোনো
 ভাষ্টিতেই দিকিরাই পেলাব নোহাবে। এসময়ত কোনো
 ভাষ্টিব পরিণাম চাকনিয়ৈ বহি তাক অজান এছাধিব
 পেলাই চিন ছাপ মানিব ধোয়ে কেতিয়াও নোহাবে কাণ
 ছাট-এছাধিব ভলত পবি থকা হুই, বতাহে উপাই তার
 ধেব পাত পেলালেই যেনেইক ভয়ক কবি মানি উট
 তেনেহেবে কোনো এটী ভাষ্টিব আধর্শনে চাঙ্কি বা
 প্রাচীন জ্ঞানব লগত কালে নতুন জ্ঞানব হর্শন লগাই
 জলাই তালে। এনে ঘটনাকেই ধবা যা য় ক্রম বিলাপ
 সৃষ্টি উঠা অস্বস্তা। বর্ত্তমান ভাবতলৈ ক্রমে সত্য জ্ঞান
 পোহব পবি আহিবলৈ ধখিছে, এই ভাবতত যে উঠি
 শাক কবিব পাবিব তার ভুল নাই। হিন্দু ভাষ্টি
 ছুর্ঘ্যেব পত্তন হৈ গেল আক পত্তন হবব কাল নাই, এখি

উঠাব যে সময় আধিছে। এই সময়ত ভাবত সন্তানসকলে
 যেনে লগি চকলতা হর্শন কবি অর্থাৎ উত্তারল প্রকৃতি
 এবি ধৈৰ্যে সৈতে সময়ব সৃষ্টি চিনি কানত দুটকৈ লগি
 পবে আক সমক উপব বপ্তি বুলি ব্যহাণব করে।
 আক বাইটক লগা হৈছে একতা। এই একতা দেবী
 ভাষ্টি তেওঁক অর্চনা কবি পূজা কবোতে আনাক

বাইটক ধর্ম ভেদ, ভাট-কুল ভেদ, সম্প্রদায় ভেদ আক
 জাতি ভেদ আদি বলি দিব নাগিব তার লগে লগে হিলা
 খিতাল আদি মনব বিকাববিলাক একেধাবে এবি পেলায়া
 সাননা কবিব নাগিব। ভাংতব বোপাইসকল, আই-
 সকল, ভাইসকল, ভনীসকল, মাযধান হৈ মন বিব কবি
 নীতীক মনবে কাণ্ডিত প্রবৃত্ত হোয়া।

শ্রীকৃষ্ণাকান্ত ভট্টাচার্য

বঙ্গীয়ত সম্বন্ধে একেবার

আক এটা গীত

মুগাধক ভাণ্ডারীয়া!

বর্ত্তমান যিখন বঙ্গীয়ত কিতাপ ছপা হৈ ওয়াইছে
 তার ভিতবত হুদনা মূগাপুকে বচনা করা আটাইবিলাক
 গীত সংগ্রহ হোতা নাই। ইয়াব বাহিরেও ভালেমান
 গীত মাছহর মুখে মুখে শুনা যায়। তদুপরি ৩০পালাদের
 হুদনিবের আক শ্রীষাধাধারে বচনা করা গীত কোনো
 কোনো লোক মুখে শুনা যায়। এই গীতবিলাকো সংগ্রহ
 কবি কিতাপব আকারে কোনো সদাশয়লোকে চপা
 ববি উদ্দেশ্যে অস্বীকার সাহিত্যব সম্বল অগণ বাঢ়িব,
 আক বেশবে উপকার করা হব। সম্প্রতি যোব
 বহুত থকা তটা গীত বণীত ঠাই পাবব কাণে পঠাণো।
 অগতইহো এনে হববব প্রকাশ নোহোয়া গীত কাকতলৈ
 পঠাবব মন থাকিল।

লালে লালে কাচে পায় চড়ি পবে বেলা।
 আন্নি ছাটে দবি নাই চাবিকবা মোল।
 দবি নাই ছুট নাই ভাও সাবি সাবি।
 হুদা ভাও লালে চাবে কিসব পশাবি।
 মগুবা ছাটক পাই সেলিগা পশাব।
 দধি ছুট হুত মধু বেগিগা অশাব।
 কানাই বেচে দধি ছুট বলাই লেবে কবি।
 এক করা খাটি উভলে শবব মাবে বাবি।
 কহর মাধব নাই কিনো তপসাইগা।
 জিগগতব পতি রুকাক ভাবক বোয়াইগা।

২। গীত—বাগ বসন্ত

হবি হবি কিনো তেল হুদিন হামাব।
 হামো পাণ্ডিব বহু, নিয়াজিগা পাণ গিয়,
 তাবিলা শবব অস্বর্তাব।
 তিনি মুগ উল পেগ, উভল কপি পববেধ,
 লোকক পীড়িলে যোব পাণে।
 ভবি নিলে আয়তব, উভল লোক উননত,
 পুবি মবে সদাযব তাণে।
 ভকতি বাবিগা গুহু, লোকব কুশল হেহু,
 মিলিল শববলগে হবি।

১। গীত—বাগ শ্যাম

লগোবে দবিব তার মগুধাক বাও।
 নারো দবিব তার আনক বোবাও।
 সোণব শিকিরাগকি কপব বাওক।
 কাপাইব কানত তার দিয়া শলিবা বাদিকা।
 তার বওতে তার বওতে কাছ পৈগা সৃষ্টি।
 পাছে পাছে বলাইবেবে কবি বাধ স্ততি।

মাধব গভীর মেঘ,
 হবিনাম দগবোগ ভবি ।
 ভক্তসকলে হত,
 হবিনাম বসের প্রভাব ।
 জান শোক হযী ডেল,
 কহয় গোপালে হবি পায় ।

গরুল চানিয়া শিঙা শংব বেহু বাজে ।
 যেন ভুঞ্জাপতি বিপ্লবিকরক সাজে ॥
 ভাল যোগ ভাল যোগী ভাল গরুপাই ।
 ভালবে ছপেটা ভাই বগাই কানাই ।
 যশোদা বোহাশী ভাল, ভাল যোগনন্দ ।
 ভালবে গরুল ভাল, মিলিছে আনন্দ ॥
 ভাল মরু ভাল ধরু ভাল হাঁসে নাচে ।
 কোটা নটবর জিন ভাল কাছে কাছে ॥
 ভাল লুবা ভাল চুড়া ভাল বদধব মাল ।
 ভালবে গরুল ভাল কহিছে গোপাল ॥

শ্রীকৃষ্ণবান বকরা

৩। গীত—বাগ ভাটগায়ী

ভাল ভাল ভাল,
 ভালবে বিহার সাজে মদন গোপাল

জনম ভূখিনী আই
 (গীত)

জনম ভূখিনী আই মোব আই ঐ
 জনম ভূখিনী আই,
 তোব চকু-শোবে মৈ বই গায়
 সনাতানব চেতনা সাই,
 মোব আই ঐ সনাতানব চেতনা নাই ।
 তাহানি আহিলি শাবরী'র ইন্দু
 শিতল চন্দ্রিকা'বে বাণী, (মোব আই ঐ)
 তোব জেউতিবে ভাবত উজলিল
 —গালে যীব পূজব বাণী ।

আয় কহহত এবে অচেতন
 বরুপ পাহরি গুল, (মোব আই ঐ)
 বর্গপতি অধিক চেতনৌ জননী'র
 অকটিছে মাখো ব'ল —
 অতীত নাপুত্রী অধিব হুয়াই
 চিনিলে নিজবে আই, (মোব আই ঐ)
 বচনো বাইঁক সঞ্জীবনী হুব
 সকারি প্রাণ মরা দেহনগ —
 শ্রীশ্রীধামচন্দ্র পাদ

—২০১—

কছ-দেশীয় যোজ্ঞোন।

(ইংবানীবপরা)

মাহুচে নিছব শ্রেষ্ঠ তিতবত আক পতবে বাছিবত
 খৈণী বঝাই অঁটালে বেরত আঁবি থব পথা এট
 ধাবন কবে ।
 যবে কথা কলে সতাই মনে মনে থাকে ।
 আলতীয়ে দিবিহঁতক ধনাবাব দিব নালাগে, দিবি-
 ইতেছে আলহীক যতাবাব দিব লাগে ।
 সি গাতক বারী বিয়া কবোরা নাই, তেওঁ দুর্ভাগা
 কি তাক বুঝা নাই ।
 প্রতি শিয়ালেই নেত্রভালব বহু লয় ।
 মাতর মবনে সাগবর তলিবপথা আকর্ষণ কবে ।
 ঈশবত বিবাস কবিবা, কিন্তু নিজা কামত খন
 দিবা।
 বি বারী'র ঘব ছাবটৈ কাঠ-বাহ একোডোখব হলেও
 বশিয়াই বিবে, তেওঁক পবমেববে বন্ধা কবে ।
 বি বেছক সপত্তি। উত্তবাবিকারী পাতে সি সূর্ণ ।
 জন্নত বি অমিলাশ, কাণিত সি ইছবী ।
 তিবোত্তাব চুলি বীখল, কিন্তু আন চুট ।
 জমিয়ার মবন নিয়বর নিচিনা জগযাতী ।
 জ্ঞায়েবে সৈতে ঈশবর ওচবটৈ, ধন লগত লৈ
 বিচাবকব ওচবটৈ দাখা ।
 চহা জমিয়ার হলে চহাববে ছাল ববশিয়াব ।
 তোব হাতবপথা আয়বকা কবিবটৈ লাগী আক
 'ককিন'ত (১) হুসুহুগৈলেকে জমিযাবক বিবাস
 চক্কানী বিযচার হাতবপথা বন্ধা পাবটৈ 'কবল' (২)
 নকবিথা ।
 লগে ।
 সন্বে তোমাব জববত হুব নোদোবাব, তুমিছে তাব
 কোরা কথা গিলিব নোবাৰি ।
 ওবত হুব বৌধাব লাগে ।
 চহা পেতিয়কক 'ককাই' বুলিলে সি 'বোপাই' বোলাব
 মাহুহক জিতাত আক ভববাক শিতত থবিব পাৰি।
 গুঞ্জিব ।

(১) কবর দিবর নিমিত্তে মরা ল বন্ধ কবা পথা ।
 (২) এবিধ কছ-দেশী মূলা

তোমার কাপোর দহ বেশি কোথা, কিন্তু এবারহে
মাথোন কাটির পানিবা।

যদি মতা কুকুর হোবা, ভাক দিরাই; যদি মাইকী
কুকুরা হোবা, কটি পাৰী।

ডাওৰ (সম্ভাও) আলদা সবার শিবিহিতৰ শ্রিয়
হয়।

জাৰকালি নোমৰ 'বনটি' কাপোর নথকা মাহুহ
বেনে, ষেটি নথকা সুনিচে তোনে।

ডাওৰ মূৰ বেছি যত লাগে।

আনকি পানীত ছুবিবলৈ বাওঁতেও অকলশবে
যোহাটো বোহা বধা।

মননিয়াল কথা এটি পিঠা এডোখৰতকৈও ভাল।

সম্ভাওলাকৰ ওপৰত খেতিহকে মোকৰ্ছনা কবিলে
সম্ভাওলাকৰ কথাকে সিঁচা হয়।

কৌয়লোকৰ পক্ষে গছৰ সবি পৰা পাতৰ শব্দ
এটিও কুচুচুই কোহা কথার দবে।

সুভা পোনপটীয়া, কিন্তু বিচাৰকনকলহে আওপকীয়া।

কৈকোবা মাহুৰ ভিতৰত মাহু নহয়; বাহুলি
চবাইৰ ভিতৰত চবাই নহয়; তিক্তাসেকহা মাহুহৰ
ভিতৰত মাহুহ নহয়।

যি দখ-চিৰিকালৈ ভয় কবে, সি বেঁহুধান কেতিয়াও
সিঁচি নোহাবে।

শিত্তৰ আনিৰ্জাৰ পানীত ডুবাৰ নোবাৰি, ছুইবে
পুবিৰ নোহাৰি।

হৈ যোবা কথা বি মনত বাখে তাৰ চকু কাঢ়িবা।

বুঢ়া কাউকীয়ে মিছাতে কা কা নকবে।

ষেণীয়ে নিজৰ গিৰীয়েকক নামাৰি 'মেছাও'ৰে
শাসন কবে।

ভয় বোহা কবাচায়ে আনকি মাইকী ছাগলী বেবি-
হেই পলায়।

গাৰুই পাতল বোহা বৈ নিলে ভব খোকে।

ভাল ঘৰৰ বৈটি আঁক কপহ বড়াকবিৰ চুহুয়া
থাকিলে আন একো নিবিচাৰিবা।

চুৰ কৰাতকৈ মাগি বোহা ভাল; মাগি বোহাতকৈ
কাম কৰি বোহা আঁক ভাল।

লোকৰ কাছৰ জাবন পাতল যেন লাগে।

সন্ন বিবেক পংমেধৰৰ চকু।

খাপ ভাগিলে আমি আঁক ভবোৱাল পুহুৰাই ঘৈ
নোহাৰে।

ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰা, কিন্তু পাবলৈকে নাৰৰ যা
মাৰি থৈ থাকী।

বেমত মদ খাবা, শুভৰ আঁৰত নহয়।

ঊপহাৰ সস্তা, কিন্তু প্ৰেম মহত্বা।

ছুকুবে কুকিলে বতাহে উঠাই নিয়ে।

ঈশ্বৰৰ লগত সাপুৰলৈও যাবা; ঈশ্বৰ লগত নহলে
ছয়-ভলিও পাৰ হৈ নাহাৰা।

সাতে একটল কেতিয়াও বাট নাচায়।

যি বাট চাব জানে তেওঁহে ভবিষ্যতৰ পৰকা।

ডেকাৰ চাবুকৰ তলত থকাতকৈ বুঢ়াৰ ডাঙিৰ
তলত থকা বং ভাল।

পুৰোহিতৰ জীয়াৰী বিয়া নকৰিবা।

ভূমি মৰিলে তোমাৰ বহ-কৰীতাকো কবৰ দিয়া
হয়।

যি আছৰিকভায়ে উঁচুপি কালে তাৰ শুভৰ আনকি
কণা মাহুৰেও চকু-লো টোকে।

মৰিলে তোমাৰ সমাধিয়েই আৰামদায়ক হয়।

আইনলৈ ভয় নকৰি বিচাৰকলৈ ভয় কৰিবা।

মেল বোহা মুখ কেতিয়াও কুৰাতুৰ হৈ নাথাকে।

বেলিয়ে ব'শ দি থাকিলে জোনক কোবেও নিবি-
চাবে।

মাহুহে যি পাৰে তাকে কবে, ঈশ্বৰে যি কৰে
তোলে তাকে কবে।

পনীকা নকৰা বহু নকটা বাহানৰ ঘবে।

শিগলে টোপনিচো কুকুৰাৰ সমাজিক বেখে।

বিয়া প্ৰেমৰ সমাদি-শুভ।

কুকুৰ নেটোৰা বাথলৈ ভয় কৰা যদি হাবিলৈ নাথোবা।

চোবা-বাউকীয়ে ইটোবে সিটোৰ চকু নাচাকে।

ছিৰ হতৰত (পুণ্ডা আদি মাহুশে) আনকি তিৰো-
তৰো নাও চলাৰ পাৰে।

বাং কুকুৰ খোবাৰ লগৰীয়া নহয়।

প্ৰতিজন পুৰোহিতে নিজ নিৰ ধৰণে পান পাৰ।

কণাৰ (হুহুলা) বাগত ওচকু-বপাই বজা।

নিজৰ আইনমতে আচহুয়া সন্নাদীৰ আশ্রমলৈ
নাথোবা।

তোমাৰ ষৈদী চকুৰে বহুতকৈ বৰা কাপেবে
বাছিৰা।

চাকংক পাটৰ কাপোৰ কানি শিগলে শিবিহিতৰ
খব লাগে।

খালি পেটৰ কান নাই।

ভাল কুকুৰে বতৰ চাই ছুকুকে।

অল্পৰ য'ত আছে তাত হিংসা নাই।

ধাৰ-খণ আঁক ছুৰ-হুৰ্গতি ওচকুচুৰীয়া।

ঈশ্বর মূৰ্খলোকের অভিভাবক ।

ধনুয়া তেজা-পোষাণি এটা বিশেষী গাই-গক এজনী-
তকৈ ভাল ।

বেতিয়া ইচ্ছা করা তেতিয়াই পুতেরা বিয়া পাতিয়া
আক বেতিয়া পাৰা তেতিয়াই জীয়েবাঁক বিয়া দিবা ।

তিমোস্তাই বেতিয়া পাবে তেতিয়াই হাঁহে আক
কাম্বিন পুলিলেই (ইচ্ছা করিলেই) কাম্বে ।

আগেয়ে নেবেশা ঘোৰা কেতিয়াও নিকিনিয়া ।

সাপর হাত সাবির পাৰা, কিন্তু নিকা-পরিষেবা
হাত সাবির নোবাৰা ।

ছুবানী মদহ তেবর লগীয়া ।

বুড়শ বেতা যদি প্রার্থনা করিবা; সড়হ-মাত্রা
কহিলে ছুবানী প্রার্থনা করিবা, কিন্তু বিয়া করা
মহিলে তিনিগার প্রার্থনা করিবা ।

বা-কুহুক বিমান পাৰা সিমান মুহাশেও সদায়
হাবিশেহে তার চকু বাব ।

বি কাঁটা বাব লগা আছে সি পানীত কুহুবে ।

বেঁকা কাঠো পোন হৈ কুইত অলে ।

নিগনির তোক নাগাশিলে আটাওড়িত তিতা লাগে ।

এটা ডোমে আনটোক দূরবণা চিনে ।

মাইকী কুহুবাই মতা কুহুবাব হবে ডাকির নাগাশে ।

বুড়র গাভক ঘৈনী ছোবানীও নহয়, ঘৈনীও নহয়
আক বাবীও নহয় ।

পড়া মাগেবা কথা গ্রাহক আছে ।

একেটা গলালতে আটাইবোর বস্ত আঁরি খব নোরাবা ।

যেই সেই বস্ত লবিলেই (জোকাব খালেই) নগবে ।

যব নিকিনি ওচব-চুবীয়া কিনা ।

নামত হুথুগা—তার পানী খাব লগাত পবির
পাৰা

ক্রীতমানক বকরা

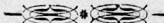
আমার বর্তমান ছাত্রসমাজ এনে লক্ষ্যভ্রষ্ট কিয় ?

(আগর সংখ্যার পাছপত্র)

বিজ্ঞাতীয় শিক্ষা—বিদময় কল

শিক্ষার সুর বে আমার দেশত এনে বিহুবীরা হৈ
মাধিহে, তার মূলত বুলিব পাৰি—বিজ্ঞাতীয় শিক্ষা ।
বিজ্ঞাতীয় শিক্ষার দুট ভাগ; প্রথমট হৈছে বিদেশী
ভাষা, দ্বিতীয়ট বিদেশী আদর্শ । বিজ্ঞাতীয় শিক্ষার এই
দুট ভাগর দুটটিকেই দুট উত্তর অভিধাণ হুথুগি
নোয়াবি । উদ্ভিবতর অহুশবিও এই কথা সঁচা, যি
উদ্ভিব বি পাবিপাশিক অহুশ, বস্তা-পানী, সাব আবৎত
বহাতে উত্তর দীঘল হয়, সেই উদ্ভিব সেই পাবিপাশিক
অহুশ সলাই আন ঠাইত কলে সেই নতুন ঠাইব গুণ
সকলে গ্রহণ করিব নোবাৰা গতিকে সেই উদ্ভিব সাবা-
বৎত নিজ বস্তাৰ আক জী এবে । শিক্ষার বিয়ও
প্রায় সেই একে কথাই কব পাৰি । শবা-ছোবানীৰ
সোমগ হুহুত শিক্ষার আলমুহা পুলি কই জানিব পবিত্র
হুণ কুলাবৈল নিজ মাতৃভাষাৰ হবে স্বাভাবিক বস্ত একো
নাই । কিন্তু তাকে নকরি, শবা-ছোবানীৰ নিজ মাতৃ-
ভাষাত ভবা আক তার প্রকাশ করা শক্তি পুহই
হইল নোপাঠতেই প্রায় ৭৮ বছর বয়সপৰা আবার
শবা-ছোবানীক বিদেশী ভাষাইহি ডাবিব আক তাব-
প্রকাশ করিবলৈ বাধ্য করা হয় । ইহাটকৈ হুথব
কথা কি হব পাৰে । তার ফলত সিহঁতর স্বাভাবিক
ভবা আক কোবা শক্তিত অম্বা বাধা পৰি সেয়ে তেওঁ-
গোক সূহ মন গঠনৰ বাটত ঠিয় হই আক তেওঁগোক
মানসিক বিকাৰৰ সৃষ্টি কৰে ।

কারণ তারা আর্জনতকৈ জান-আর্জন প্রকৃতপক্ষে শত-
গুণে শ্রেষ্ঠ হলেও আমরা শিক্ষাত জানক পাছনে গেলি
তাহার কাহাে আশংকা স্বাভাবিক । গতিকে আমরা
পাঠ্যপুথি স্বরূপে বিযোব কিতাপ বচা হয় তাত জীবনব
শাপতিয়া বিযবোবতকৈ আবকবা সাদু আক উপন্যাসব
প্রাধান্যই সদায় চকুত পৰি অহা কথা । ইহাটকৈ
আক 'অমাহুহ' করা শিক্ষা কি আছে !
ইফালে মাতৃভাষা আক নিজৰ জাতীয় সাহিত্যতকৈ
বিদেশী ভাষা আক বিদেশী সাহিত্যৰ লগত আমাৰ ঘনিষ্ঠতা
বহাতে সবহ পাৰিব লগা হোবাৰ লগে লগে নিজৰ
ভাষা আক সাহিত্যৰ অজ্ঞতা বাড়ি যায় । আকৌ
জাতীয় সাহিত্য জাতীয় চরিত্রৰ হাব-ভাব, আশা-আকাঙ্ক্ষা
আক আদর্শ অভিযান্ত্রিক স্বরূপ; ইংৰাজী সাহিত্যত
ইংৰাজ জাতিব এই সকলো ভাব আক আদর্শ কুট
উঠিছে । তুলনামূলক-ভাৱে আমি এই সাহিত্য ভাৱকৈ
মধি ইংৰাজ জাতিব জাতীয় চরিত্র আক সভ্যতাৰ
আদর্শ, ধর্ম আদি সকলো বিষয় আমি লোয়া উচিত ।
ইহাৰ কাণ হৈছে, তেওঁলোক বিদেশী আক উন্নত ;
তেওঁলোকৰ বহুত স্বভাব আক আদর্শ আমাৰ লগত
নিমিলে আক মিলিব নোবাৰে, অথচ এনে কিছুমান
কথা আছে বিযোব আমি তেওঁলোকৰ শিকিব
লাগিব । কিন্তু ই কেমল বয়সীয়া সাহুহৰ কাৰণে
অকল অলম্বদেই নহয়, ভগবত্ব কপেই ঠিয় হয় । আবার
ভোবোব ছেজাব বহুৰ ধৰি বি শিক্ষা, যি সাধনা পুষ্-
যাহুক্রমে চলি আহিছে আমি তাক এদিনতে এবি বি
নতুন ক্রিা এটা লব নোবাৰো, শোবাটো অহুচিত
বুলিহে বোধ্য হয় । কিন্তু বিদেশী সাহিত্য আক বিদেশী
আদর্শৰ সংঘর্ষত পৰি কুমলীয়া মন স্বভাৱতে সেইফালে
চাল লয় আক তাৰ পৰিণাম সাধাৰণতে হব যোৱাই
হয় । অসমত ইংৰাজ আৰোণ সাধন বোবা কালত



ইংরাজী পড়িলে তার বুলি বহুতর ধারণা আছিল যেমি অনেক বর্তমানের পণ্যমান্য অসমীয়া শোকে স্তম্ভী-হে ইংরাজী পড়িছিল। এনে আশঙ্কা তেনেই অসুখক নাছিল; কিহনে ইংরাজী ছাত্রাবর ভাষা, চাচাভাষকনে প্রায়ে কটিকা সেহন করে। গতিকে ইংরাজী শিকিলে কটিকা সেহন করিব নায়ে বুলি অনেক ইংরাজী ভাষার ছাত্রই হুবাবেনৌক পুত্রি আবার "গোড়া" সমাজক প্রেরুততে কর গুহাইছিল। হব পায়ে, ই কর্শনায় অসুখত এটি "কেশাধি" বা কুতর্ক, তথাপি সংসারত অনেকেই এনে সুকর্কবে অসুখকর কবে। বর্তমানো আমার অত্যা ইহাতর্ক বর বিশেষ উন্নত হৈছে বুলি কব নোবাৰি।

এইসকল লোকক স্বভাৱতে নিজ ধর্ম, সমাজ পদ্ধতি নকটোকে বিখাণ-হেবার, আক ইংকালে সন্থ ধর্ম আক সমাজপদ্ধতিবো ধর্ম গ্রহণ করিব নোবাৰি ইকুল সিকুল চুকোকুল হেঙ্কহার।

ইফালে আমার প্রেরুত নিজর চাতীয়ে বৃহকীবো অত্যা; নিজ জাতিব প্রাণব ল্পকন বৃজি আক অধন-প্রেমব প্রেণবা লৈ সিবা বৃহকী আমার নাই বুলিব পাৰি। আমার চাতার ব্যাধি অসুখগন সংগার হব করপবা? আমি পঢ়ো বিশেষর বৃহকী, আমি পঢ়ো বিশেষীয়ে নিরা বা বিদেশী ভাষাপণ হৈ সিবা স্বদেশক নিদাধুর্প বৃহকী; গতিকে তাবপবা আমার নিজ জাতিব প্রক্তি হেয় আক অস্বভাব তাব নৈহ হব কি? নিজর চাতীয়ে বীহসকলন পূণা করা দুব ককা; তেওঁলোকক নামকেইটা জানিলেও তেওঁলোক কবে। বিশেষী বীহ-সকলন নাম সম্পূর্ণ কৰ্ত্তহ; কিন্তু হলে হব কি? যি নিজ স্নাতক তিনি মেগায়, যি নিজ স্নাতক সেয়া কবির বেজনে, সেই চতুর্গীয়া বিশেষর বীহসকলন যোগ কি বৃজিব? স্নাতক কি সেয়া কববি?

পূর্ণাঙ্গনীৰপণা ছোবাণীয়ে শাবীৰিক ব্যায়াম নিম্নিত-কলে কবিব নায়ে, কিন্তু তাব আশ্ব কি?—বিলাতত লমাই জিক্কেট, কটবল, বেডমিন্টন সেয়ে; গতিকে আমার লমাতো তাকে নকবিলে শিকা অসম্পূর্ণ বব। গতিকে কোবদবা, ধবিকলা আদি কবিলে ব্যায়াম

কবা নহে, ই হজুগা কবা। গতিকে পূর্ণাঙ্গনিৰপণ আদি কিতাপ-চিঠিট পেপাৰেই মাৰা চোপ খেদিব। লব; নায়ে সিফালে এডাল ববি ফালিবর কায়ে এটা চাপ মাৰিব বা এখন জেওবা দিবর কাৰনে বহত আই যোগাই ভাই-ককায়ে হামমাণ কাঢ়িয়ে ময়। এনেবোবেই বিকাতীৰ শিক্ষার পৰিণাম। ইয়াকে বে কি কবর বন যাত, প্রক্ৰ, এনে শিক্ষাবপবা আমাক বক্য কবা।

পৰীক্ষাব প্রকোপ—“ভূতব ওপবতে দানন”

এফালে ছাত্রব মনবপবা প্রকৃত জ্ঞান সাধনার জা নিৰ্মাসিত হৈছে, আক জানমায়ে পৰীক্ষাত চু বক্য ছাত্রব সংখ্যা বেগপত বেগে বাড়ি গৈ বৃহৎসভা হব ব পৰীক্ষা পঠিত পঠিছে গৈ। ইয়াৰ কারণ কাৰন নৈহে এই শিক্ষাৰ অসাধর বৃজিবলৈ প্রাণে বাকী নাই; গতিকে এই পৰীক্ষা কল আপনর হাত সাবিবর বাবে নানা উপায়র উদ্যমান। কিন্তু এই কাৰণর শিক্ত জান ছট শকত কাৰণ গিয় হৈ আছে; সেয়ে হৈছে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়র বর্তমান উৎকর্ষ পৰীক্ষা-প্রণালী আক প্রতিযোগিতামূলক বৈটা বা জলপানি বিহা-প্রণালী

অজ্ঞতেতে আমি এহাটা সৈ লকই মাৰিব, জানে পৰিবি ব্যাধর কাৰনে পূণা আক পৰীক্ষাত উর্জীহয় কাৰনে পূণা, ছটী তেনেই স্বকীয়া কবা; ইটোব মার্ত সিটোব সজ্ঞ নিচেই তাকব। তাব লগতে আমি এইটোতে সৈমান নৈহ নোবাৰো, পৰীক্ষাত উর্জীহয় হলে বা ঠটী বা জলপানি ধবিকলে পঢ়াটো জানাটো উৎকর্ষর তুলনাত কোনো জ্ঞানচর্চাই নহয়। এই বিবস্ত ইংগণ আক জাৰ্জাণিব বিশ্ববিদ্যালয়র এটি সাধন তুলনা আঁকি দেখুয়ালেই বধেই হব। ইংগণর বি-বিদ্যালয়ত সাধাবণতে পৰীক্ষা আক উপাধিব জাকবহর আক প্রাধিক্ত সহর; কিন্তু জাৰ্জাণিব বিশ্ববিদ্যালয়ত জ্ঞানর চর্চা আক সাধনা বেছি। জাৰ্জাণীতে পৰীক্ষা আক উপাধিব বিহা আছে, কিন্তু তাব ওপবতে নিজেই কন ভিব দিয়া হব, গতিকে সেই বিবস্ত কুসংঘর্ষটা লাভ কবা যেনে উচ্ছ কবা, তেনে মুশারীনে।

বিদ্যাতর অল্পকর্ষ আক কেবুিচ, এই প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় চট্টক কিন্তু নানা বিধর পৰীক্ষা বা উপাধিব বনে কাককক নাই। আজিকালি অনেক আধুণি প্রকৃতি বেশপণা "ভক্তব" উপাধি লৈ আবে গৈ। ইংগণে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়বোবর এই উপাধি বিহা বেবি, এই প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় চট্টকে আদিকালি ভক্তব বন, ফীলজুর্জী আক ভক্তব অব, চ্যাকেক উপাধি বিহা বিহা কবিহে। কিন্তু এই চট্ট উপাধিব মৌলিক গবেষণার বাবেহে বিহা হব, মাগুণী পৰীক্ষার কল স্বকণ নহয়। গতিকে প্রেরুত জ্ঞান চর্চা আক পৰীক্ষা উপাধি লাভ কবা কিমান স্বকীয়া কবা তাক মজ্ঞে বুগা বব।

ইংগণর সাধনর বিশ্ববিদ্যালয়বোবর হবে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়র অধীনর শিক্ষাটো জানসুখার এনে উৎকর্ষ ভভাবর বাবে বে বিশ্ববিদ্যালয়টোই দাতী, তাত সনেহ নাই। তেনেহলে জ্ঞানসুখার কথা একেবোবে বাদ দি কলে পৰীক্ষাত কুতকাণ্ড হোয়াটোবেই বেতিয়া আমাৰ শিক্ষা একমাত্র সখা হৈ পবিছে, এনে অস্বহৃত পৰীক্ষাত ভুবকবা প্রথাই প্রেশ্র গোবা অস্বাভাবিক নহ বুলিব পাৰি। অনেকে কব পাবে, লমাই নিম্নবিকলে পঢ়ি গলে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় পঢ়াশালি বোমায়ে; কিন্তু স্বভাচলতে ইয়াব সত্যতা দেখা নোযার। বিশ্ববিদ্যালয়র নির্দ্ধাবিত পৰীক্ষার উপাধি, কিছুমান কলেজ আক স্কুলত পৰীক্ষার পুন দেখি ভয় লাগে। এটা পৰীক্ষার ফলাফল জানাবলৈ মেগাওঁতেই আকৌ পৰীক্ষা আছিল। এনে অস্বহৃত লমাবলিটেক পঢ়িব লগা যোবা বাবে লমাব কোনো বিবস্ত পড়ীৰ জ্ঞান হব নোবাৰে; গতিকেই পৰীক্ষা জানচর্চাব পথত বাধাকণ দি বিহে।

বিটীয়েতে, জলপানি বা বটীও চণীয়া তাণ জ্ঞান-পিপাছ ছাত্রব কাৰণেই বোবা উচিত; কিন্তু পৰীক্ষার কল ওপবতে সম্পূর্ণ নির্ভর কবি দিয়া এই জলপানি আক বটী আমাৰ বেশত প্রায়ে তেলীৰ মূত হেল

চণাব লমাই হব; যকবা শিক্ষক বাবি পূণা বা আন কোনো ধনী লমাহেব লমাই হে সাধাবণতে এই জলপানি লাভ কবে। মুঠতে এই উৎকর্ষ পৰীক্ষা-প্রণালীত শিক্ষার আন এটা অভিজ্ঞাপ; পৰীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়র মদার শিছ কবা হোবা উচিত।

ধর্ম আক নীতি বিবর্জিত শিক্ষা—শোকলগা পৰিণাম

আমার বর্তমান শিক্ষাত ধর্ম আক নীতিব সত্যবোই বব শোকলগা। ধর্মই ধরার ধবণী; ধর্ম বিখ্যার অবিনয়ে নাহহব পাতি হব নোবাৰে, সনাজ পতনসুবা হব। অথচ এই ধর্মর বিয়র এই শিক্ষাবপবা নানা তর্কর অস্বতাণাব কবি সাধানে বাদ দিয়া হৈছে। সংসারত এটি সাধাবণ মধব কথা লকলোবে দেখিছে, অথচ অতি কম গোকেইহে হঠতে মন কবিহে—ঈশ্বর সৃষ্টিত আক সনাজত মাহহর মূল্য ধন সম্পত্তি, বৃষ্টি-পড়ি বা শাবীৰিক বল আদি একোতেই নহে, মাহহর মূল্য কেহন, থাকে ববি, তেওঁর নৈতিক বলত। এয়ে পত আক নব-সনাজব স্কুল প্রভেদ। এই নৈতিক শিক্ষার কথাও আমাৰ শিক্ষাবপবা নিৰ্মাসিত। তেনে-হলে এই শিক্ষা শিক্ষাব এটা কুমান নহয় নো কি?

ইংরাজী পাঠ্য শিক্ষাবোবত সাধাবণতে আমি নীতি-মূলক পাঠ্য পাবর ভয় করিবই নোমাগে; তাব ঠাই নানা সূচুবি সাধু আক উপকথাই ভবাই হৈছে। কলাইল, হাইলজ, আদি ইংরাজী মনসীলসকলর বৃত্তা ভূত্বতহে ববি কেতিয়াবা পাঠ্য তালিকাৰ ভিতরত নির্দ্ধিত হব। ভাষা শিক্ষার কাৰনে বাইবল, পুণিব কেইটোমান সাধু বিশ্ব-বিদ্যালয়র ওপবর ছটাসাম মফালাত পঢ়ুবা হব; অজ্ঞে সি নীতি শিক্ষার কাৰনে নহয়। দেশীয পাঠ্য পুথিও ক্রমে এই দাঁচত ঢগা হবলৈ ধবিছে বদিগ, কিছুমান তলব দেশীয পাঠ্য পুথিও ছই এটি নীতিমূলক কথা শোহা হব। কিন্তু হলে হব হই সেই নীতি শিক্ষার বাবে অলপ কাণ ধবিলে শিক্ষার "সুস্থত" ক'ত? লমাই পড়িলে,—নিছা কবা

নকরা।' শিক্ষকে হৃদয়ে—'বিছা' কোন 'ছ'। কিন্তু লম্বাই দি পঢ়িলে তার মর্ষ বুদ্ধিলেনে হুগুিলে তার বিচার লয় কোনে ? আকে, লম্বাই বৃথক মতিলে "স্বৰ্গমৰ সন্মান ধৰম নাই।" শিক্ষকে ভাল বা বেয়া তুলিলে; কিন্তু লম্বাই তার কিবা আণ্ডণি গালে নে নাই তাক একমাত্র ভগবন্ত বক্তবেহে জানে। ইয়াকৈ বোলে—"ভালে বেয়াই গায় গীত। পোণীয়ে বোলে মোৰে হিত।"

আধিপেপৰা অহুগৈকে আবার শিক্ষার নট নবিনত এই একে ভেঙা ভাষা। ফলত, আমার লম্বা-ছোটা-দীৰ্ঘ মূৰ কেবল এখি বৃত্তির পরিচালনা হয় আৰু তাৰে বলতে জাটোই ধৰে শিক্ষার পাঠ আওড়াই শিক্ষিত নামধারী হয়, কিন্তু শিক্ষিত নহয়। তেওঁলোকৰ ধৰ্ম, নীতি আৰু সাংসারিক জ্ঞান বেহেই ফোপোলা। এওঁলোকৰ অন্তৰত কোনো ধৰ্মবিহাঙ্গ শিণাবংশে হুচল নেগায়, গতিকে তেওঁলোক অলপ বিশ্ব আৰু নিরাপাতে অৰ্হৈণ্য হৈ পৰে। এই শিক্ষাবণা গলোৱা লোকৰ মাজতে আত্মহতাৰা পৰাণ প্রচলন সবধ বেয়া পায়। এওঁলোকেই অন্ধৰ ব্যক্তিত্বাতি আচণ কৰি সমাজৰ বাদ শিথিল কৰিব খোজে, নিজে বসাতলৰ কালে আপগড়ে। শিক্ষার উদ্দেশ্য মিলন আৰু বিবেচনা ভজন; কিন্তু বৰ্তমান শিক্ষার বল বিচ্ছেদ আৰু বিবেচনা হে দেখা গৈছে। জনকীয়ন আৰু কৰ্ম কৌশল তথা মৰ্য্য সূচ; আমাৰ এই শিক্ষিতসকলে পরিচাল্য, সমাজ আৰু দেশৰ উন্নতি কৰাৰ কথা বাওক পৰি; তেওঁ-লোকৰ নিম্ন অথবা পুঠো কৰিবলগীয়া, সম্ভাৰ তেওঁ-লোকৰ বাবে বিঘৰ।

শিক্ষকৰ আসন ইমান নামত কিয়

আগৰ সমাজত শিক্ষকৰ আসন কিমান ওপৰত আছিল, ছাত্রৰ কি আদৰ্শ গুৰু ভক্তি; তাৰ উল্লেখ কৰিবৰ আৰম্ভক নাই। আৰ্জিকামিও ইলভ আদি উন্নত বোত শিক্ষকৰ আসন সমাজৰ বহুত আণ্ডত। একমাত্র আমাৰ ইয়াতেই তেনে শিক্ষকৰ আসনৰ এই

লাহান, ছাত্রৰ গুৰু-ভক্তিৰ এনে উৎকট অজা; ইয়াৰ কাৰণ কি ?

প্রথমতে ইয়া যায়, আমাৰ দেশৰ শিক্ষাই স্ন সন্মান আৰু ইয়াৰ বিৰল মৌল আছে তাৰো অসাধাৰণে হুগুজে। তাৰ পিছত যাবা যায়, আমাৰ সমাজ কুন্ন বার্থত ইমান অন্ধ, সমাজৰ সন্মান তেওঁ-লোকে ধন আৰু ক্ষমতাৰ তুলনাতনিৰ বাহিৰে অন্যত কুৰিব নোহাৰে; গতিকে গুৰুৱাৰ কোণত গৰা শিক্ষা-সকলৰ সমাজত বোগ্য সন্মান নাই। ইয়াৰ বাহিৰেও বৰ্তমান শিক্ষক চৰ্কাৰৰ বেতনভোগী; চৰ্কাৰৰ নিৰ্দ্ধাৰিত নিয়ম অধুগৰি কাম কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে দি কা শিক্ষাবলৈ হয় তাৰ ওপৰকি বিশেষ কথা শিক্ষাৰ অধিকাৰ তেওঁলোকৰ নাই। তাৰ উপৰি, শিক্ষক আৰু ছাত্রৰ আণ্ডণ সেই সম্বন্ধ নাই। বছৰ বা মাহৰ ভিত্তৰত সাধাৰণতে ইংৰাজী পঢ়াশালিগোৰৰ তিনি মাহ আৰু কলেজৰ চমাহ পঢ়া বহি; বাকী ন মাহ বা চমাহৰ ভিতৰৰ ২৫২৬ দিনীয়া মাহ, আৰু এই দিনবোৰো ৫৫ বা ২৫৫ বস্টাৰ। এইদিন সময় বাহিৰে বাকী সময় গুৰুৰ লগত ছাত্রৰ সম্বন্ধ প্ৰায়ে নেবাৰে। বৰ্তমান ছাত্রাবাস প্ৰাণীতো ছাত্র গুৰুৰ বেনে বসিঠ সম্বন্ধ কমেই। এনে নানা কাৰণ আৰু শিক্ষাৰ বোমত ছাত্র আৰু গুৰুৰ আণ্ডণ সম্বন্ধ হাই হৈ গৈছে।

ইয়াৰ বাহিৰেও, শিক্ষা-বিভাগত আধাৰণা গনিগৈকে একুত উপযুক্ত লোক বাচি সোথা নহয়। শিক্ষা-বিভাগৰ কাৰনে বেই সেই লোকেই উপযুক্ত, এৰে কৰ্তৃক্ষম মাংগ্য বুদ্ধি লগা হয়। শিক্ষা-বিভাগৰ আৰু-পেটীয়া ভাত, এয়ে সাধাৰণ মাত। এনে অৰহাত চহু মৌই ইয়াত কম উপযুক্ত লোকেই হে ভবি ৰিবলৈ বাহিৰ। গতিকে বাচোৰা বাচ স্বকলে থকা বাকী লোককৰমকৰে এই বিভাগে উদ্ধাৰ কৰে; তেওঁলোকে পুৰি এই বিভাগক উদ্ধাৰ কৰিব কেনেইক ?

এইটো খুৰপ কথা, আমাৰ শিক্ষা-পদ্ধতি বিদানেই হুই হওক উপযুক্ত শিক্ষকে তাৰ অলপ নহয় অলপ

কতিপুৰ কৰিব পাৰে, আৰু শিক্ষাপদ্ধতি বিদানেই স্পষ্ট হওক, অহুগুৰু শিক্ষকে তাক অলপ নহয় অলপ হুই কৰি তুলিব। গতিকে এই বিষয়ত-শিক্ষাৰ আৰ্হণ থকা স্বৰূপ-হিটতীৰী লোক আৰম্ভক, আৰু এই শিক্ষক-সকলৰ বৰ্তমানজটৈক অনেকগুণে স্বাধীনতা থকা প্ৰয়োজন। সেই অহাৰে বিখৰিভাগ্যে হে-ছৰকাৰী হোৱা উচিত; শিক্ষাৰ বিঘৰ প্ৰেছাৰ বা জ্ঞানসাধাৰণৰ নিম্বৰ সম্বন্ধক মাৰ ঠৈ উঠলেহে শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যই স্বাধীনতা লাভ কৰিব পাৰিব।

"ঃ পছা"— গঠনমূলক উপায়

হেবেলে পৰ্বত্বতে মনত পুনিয়ায়—নানা ধোঁবত হুই এই চাহ সমাজক নিজ লক্ষ্যলৈ আনিবৰ একো উপায় নাঠে নে?—নিশ্চয় আছে। বহুভাষতে শিক্ষাৰ লক্ষ্য আৰু পছা সং হলেই ছাত্রসমাজো সং লক্ষ্যৰ অধুগনী হওলে বাধ্য।

পোণতে আমাৰ শিক্ষা সকলো প্ৰকাৰে সং হওগৈ এই শিক্ষাৰ অৰ্হাটনবিলাক আধিপেপা স্বাধীন হয় লাগিব আৰু চৰকাৰপৰা তাত কোনো বাধ্য-বাৰততা বোমাৰ নেলাগিব। উন্নত দেশৰ আধুনিক সকলো বিদ্যালয়গৰে প্ৰাণ হৈছে এই—স্বাধীনতা। স্বাধীনতা-গীৰ শিক্ষাৰ অৰ্হাটন প্ৰাণগীৰ, সি স্কাৰিত বা চেতন প্ৰাণী পঢ়ি তুলিব নোহাৰে। অগতঃ সকলো শিক্ষাৰ উদ্দিগালগে এই বিষয়ত একে মত।

বিভায় কথা মাত্ৰ ভাষাই শিক্ষাৰ প্ৰধান পছা হোৱা উচিত; বিশেষ্য ভাষাইৰি শিক্ষা গ্ৰাণ কৰিব পৰা হোৱাটো আমাৰ কাৰণে বৰ পুঠো কৰিবলগা অথবা আৰু দিওঁতাসকলৰো বৰ শোকলগা জুন। মাত্ৰ ভাষাই হি আৰাৰ মনৰ যথেষ্ট বিকাশ সাধন হোৱাৰ পিছত হে আৰুগুৰীৰ বিবেচনী ভাষা আৰু সাহিত্য আমাৰ অহুত-পাঠ্য হৰ পাৰে। ই ছাত্রৰ মানসিক ব্যাঘ আৰু হাটায় সাহিত্য, উভভৰ পৰেই উপকাৰী।

তৃতীয় কথা, শিক্ষাৰ কালে সৰ্গ-সাধাৰণৰ আৰু হৰ্কাৰ সমন সাতী-আইব মনম নঠে প্ৰেক্ত মাতৃ-সেহ

হোৱা উচিত। তাৰ বাবে শিক্ষা-বিভাগত নিজেই তুলব পৰা একেবাৰে ওপৰ পাৰলৈকে উপযুক্ত শিক্ষক উপ-যুক্ত বসেতত বাবিলে লাগিব। শিক্ষাৰ আৰ্হণ থকা উপযুক্ত লোকক পোণতে ভালৰূপে শিক্ষা দি আৰু পৰীক্ষা কৰিহে এই বিভাগত সোমাৰলৈ অনা উচিত।

বিভাগত আদিব হৰে, আধাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা অৰ্হেবিতক আৰু বাধ্যতামূলক কৰিব লাগে। কিন্তু এই বোমৰ শিক্ষাৰ পৰিবি বৰ্তমানজটৈক অলপ বহুই লম্বা ছোৱালীৰ বাৰ বছৰমান বসত সাং হোৱাৰ খোঁধাৰে কৰা উচিত। এই অৰহাত লম্বা-ছোৱালীয়ে সম্ভাৰ সাধাৰণ আৰ্হেতীৰ কথাবোমৰ পঠী ভাষাৰে পাৰ লাগে, যাতে অনেক অঠ অৰহাত শিক্ষা সাং কৰিলেও হসংসত ভালৰূপে চলিব পৰা হয়, আৰু শিক্ষিত বুলিও সাধাৰণ ভিণাবত গৰা হৰ পাৰে। এইমতে প্ৰাথমিক শিক্ষা বৰ্তমানৰ প্ৰায় মৰ্য্য ছাত্রবৃত্তি আণ্ডণ হব।

ইয়াৰ পিছত উচ্চ বিভাগলৈ; অৰ্থাৎ প্ৰায় তেৰ বছৰমান বয়সপৰা ইংৰাজী শিক্ষা আৰম্ভ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ লগতে মাত্ৰত আৰু ফাজী, উৰ্দু, ভাষাবো শিক্ষা আৰম্ভ হব লাগে। কিন্তু এই অৰহাত নিম্ন মাত্ৰ ভাষাই শিক্ষা গ্ৰাণেৰ সূনা তথা পাৰিব আৰু ইংৰাজী তথা সংস্কৃত আদিৰ স্থানীয় হব। সি সকল ছাত্র বিখৰিভাগলত পঢ়িব খোজে তেওঁলোকে ইয়াক ওপৰকি বিঘৰ স্বকলে লব পাৰিব। এই অৰহাত দৰ্জি, বাট্টেৰ কাম আদি আৰু বিজ্ঞান বিষয়ৰ কিছু-মান কথাও ভালৰূপে শিক্ষা বিয়া হব, যাতে এই উচ্চ বিভাগলৰ শিগাই সাধাৰণ কাৰনে যথেষ্ট ওপৰ শিক্ষা হব।

তাৰ পিছত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষা। ইয়াতে ইংৰাজী ভাষা শিক্ষাগ্ৰাণেৰ বাধ্যতামূলক ভাষা নহব, কিন্তু বাৰ ইচ্ছা সি ইংৰাজী সাহিত্য বিশেষভাৱে শিক্ষা কৰিব লাগিব। বিশেষ নীলপন্ন ছাত্রইহে যাতে এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা পাবলৈ উংসাৰ পাৰ, তাৰ বিয়াও আৰম্ভক। এইসকল ছাত্রৰ ভিত্তবলো বিশলগাৰো

হাতে কোনো বিষয়ত গবেষণা কবিত্বগৈ চল পাত, তাহা চেষ্টাৰ প্ৰয়োজন।

উচ্চ বিদ্যালয়ৰ আৰু কলেজৰ ছাত্ৰৰ কামে ছাত্ৰা-বাস থকা বেহিডেন্সিয়েল প্ৰথা অতি আবেগীয়। শূন্যশাসিৰ বাহিৰে ই শিক্ষাৰ অন্ততম প্ৰধান কেঞ্চ। বৰ্তমান অনেক ছাত্ৰ উপযুক্ত অধিত্যাকৰ শাসনৰ অভাৱত আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিক চুই অংহাৰৰ দোহাত শাসন-ৰ অতীত হৈ পৰে, আৰু সিহঁতৰ বেহাৱতে তেনে অনেক ছাত্ৰ আকৌ নষ্ট হয়। ইয়াৰ প্ৰতিবিধান স্বৰূপে এই বেহিডেন্সিয়েল প্ৰথা অতি কাৰণকায়। বহুতৰ মনত গুৰুত্বি হব পাৰে, অনেক অধিত্যাকক ল'বায় ছাত্ৰাৱাসত গৰাকৰ খৰচ বোণাৰ মোহাৰিৰ। কিন্তু এই পৰহা অতি কষ্ট কৰ, আৰু পঢ়াৰ বাহিৰে আন সময়ত ল'বায় শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম বাবে কোনো অৰ্গণী লাভত লগায় পাৰি তালৈ চাব লাগিব।

ৰঞ্জি আৰু বাটৰ কাম, কোমৰা, ৰবিকলা, বকৰাৰ, শাক-পাচনি কৰা আদি কাম এখেত-বেনেটক লাগতিয়াল সাংঘাতিক বিষয়ৰ শিলা হ'ব, আনহাতে ভাৱপৰা অৰ্থহীন সত্যো হ'ব; এই দুইটাৰ কৰ্মস্বৰূপে ল'বায় আয়-নিৰ্ভৰ আৰু কামৰ অধ্যাৰৰ জ্ঞান লাগিব। লাগতিয়াল সকলোশিলা কাম কৰি লৈ নিজে বন্ধা-বন্ধা কৰি পোৱা আদিও এই চুই বিষয়তে উপকাৰী।

ইয়াৰ বাহিৰেও, দাঁতচিৰা, গছত উঠা, নাওগোৱা, সৰীত শিকা আদি বিষয় সিহঁতৰ বৈনিক কাৰ্য্যগোচৰী ভিত্তত পৰিব লাগিব। তাৰ উপৰি, সভা-সমিতি আদি পাত নিৰ্ভৰ মতামত আৰু বৃত্তি-বৃত্তিৰ পৰিপূৰ্তি সাধন কৰিবলৈ আৰু "বয়ৰ ষ্টাউট" আন্দোলনৰ দৰে সমাজ সেৱা শিক্ষা কৰিবলৈ ল'বাই সুচল পাব লাগিব। সাময়িক অগতৰ সত্যো বিষয় সুকলিতাবে আলোচনা কৰিবলৈ শিক্ষক আৰু ছাত্ৰসকলৰ স্বাধীনতা থাকিব লাগিব; কিন্তু কৰ্ত্তব্যৰ ক্ষেত্ৰ আৰু ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা থাকিলে বাস্তবীকৃত ক্ষেত্ৰত বিবেচনাপূৰ্ণে নাবিবলৈ দিয়া নহ'ব পাৰে।

ধৰ্ম আৰু নীতিশিক্ষাস্বৰূপে বেলেগ বেলেগ ধৰ্ম, ধৰ্ম-পুথিৰ আৰু মনোবাসকলৰ সাৰ কথা আৰু উপদেশ পিনি পাঠ্য পুথিৰ ভিতৰত ক'বায় লাগিব, আৰু সেই পিনি যাতে ছাত্ৰই তাৎপৰ্যে দুৰবলম কৰিব আৰু শদি চৰিব পাৰে, তালৈ চাব লাগিব।

মাছুয়াই শিক্ষা প্ৰেৰণৰ বাহিৰে ছাত্ৰ হলেও অগতৰ সকলো মনোবাস লগত বাবে ছাত্ৰসকলৰ পৰিতৰ থাকে তালৈ বিশেষ লক্ষ্য ৰখা আবশ্যিক। ইয়াৰ বাহিৰেও ছাত্ৰাৱাসৰ নিৰ্ভৰ বৃত্তিত উঠি সদায় গা পা দুই ব্যায়াম উপাদান আদি কৰাও তাৰ কাৰ্য্যগোচৰী ভিত্তত পৰিব লাগিব। 'ব্ৰহ্মচৰ্যা' আৰু তাৰ 'অবশ্যকতা' বিষয় লৈ প্ৰগাঠত অন্তত: ছাৰামান নিদিষ্ট পাঠ থাকিব লাগিব, আৰু ল'বাই বাবে বাহিৰত তাৰ অৰ্গণা আচৰণ কৰে তাইলৈশো বিশেষ চকু-বাৰিৰ লাগিব।

বৰ্ত্তমান আমাৰ স্কুল-কলেজবোৰত নিয়মনিষ্ঠা বা ডিষ্টিগিনৰ প্ৰকৃত অভাৱ! স্কুলটু ক্ৰিকেট আদি খেলে প্ৰকৃততে ইয়াৰ উন্নতি কৰা নাই। ল'বায় নিষ্ঠা অৰ্গণাৰোৰ ভিতৰেই এই বিনয় ভাব স্কুলটাই সুবিধা চাব লাগিব।

"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পৰিব্ৰজিহি বিদ্বতঃ"

সঁচাকৈ, জ্ঞানতকৈ পৰিহৰ বস্তু আৰু এই পৃথিৱীত নাই। জ্ঞানৰ সন্নিহিত হিয়াত নহালিলে ভক্তিৰ উৎকৰ নহয়, কৰ্ম সাৰ্থক হ'ব নোৱাৰে। তেনে পৰিত জ্ঞান-মন্দিৰৰ নিৰ্ভাম উপাসক এই ছাত্ৰসকলী। এওঁলোকেই নিজ প্ৰাণৰ প্ৰবীণেৰে শতক হিয়াৰ জ্ঞানৰ সলিভা স্পৰ্শ কৰি উদ্ভাসিত কৰি তুলিব লাগিব; অগতঃ জ্ঞানৰ বিস্তাৰ হ'ব, অজ্ঞান আন্ধাৰ জাঁতবি পলাব। জ্ঞান আৰাধনা একশৰ্ম ধৰ্ম, প্ৰতিকে ছাত্ৰ জীৱনত জ্ঞান সেৱক হৈ আমি সকলো ধৰ্ম পৰিত্যাগ কৰি অকল এই ধৰ্মতেই শৰণ ল'ব লাগিব; তেহে তেওঁলোকৰ এই সানো পূৰ্ণ হ'ব।

শিক্ষাৰ অন্ততম লক্ষ্য শান্তি, মিলন, সুখ। শিক্ষাই সমাজত নতুন প্ৰাণ, নতুন প্ৰেৰণা, নতুন জীৱনেৰে তৰা, হৃদয় আৰু হৃদ পৰীৰ এট ওলা

হাতিৰ স্তম্ভ কৰিব লাগিব। শিক্ষিত সমাজৰ নামে জীৰ্ণ মন জীৰ্ণ ভাৱৰ বিতৰ্কৰূপী ক্ৰিষ্টিয়ান পোক আৰু কাকতী ফৰিড ক্ৰিষ্টিয়ানৰ স্তম্ভ হলেই নহ'ব। শাৰীৰিক আৰু মানসিক উভয় শক্তিৰে বিকাশ সাধন শিক্ষাৰ লগ হ'ব লাগিব; তাতোকৈ শিক্ষাৰ বাই ফল হ'ব লাগিব লোকৰ নৈতিক আৰু আধ্যাতিক শক্তিৰ বিকাশ।

এই জাতিৰ শিক্ষিত লোকৰ সংখ্যা জানিবলৈ হলে সেই জাতিৰ কিমান লোকৰ নামৰ শেহত ইংৰাজী বৰ্ণমালা ক্ৰিষ্টিয়ান বচা বচা আৰুৰ লগেৰে আছে বা কিমান নামৰ অগতৰ বচা ঘৰীয়া উপাধিৰ "ছাইনবচ" আছে, তাৰ শেষ বৃহ কৰিবলৈ নেবাও; সেই জাতিৰ শিক্ষিত লোকৰ সংখ্যা জানিবলৈ হলে সেই জাতিৰ গতি, সম্পৰ, শিক্ষা, উচ্চ আদৰ্শ আৰু অগতৰ কাৰণে মাথোন লক্ষ্য কৰিম। শিক্ষিত সমাজৰ চিন বিনয়, ব্ৰহ্মে প্ৰীতি, মাতৃ-ভক্তি, জ্ঞান স্পৃহা, সত্যস্বাধীনতা। অকল ৰং আৰু দেহৰ উৎকৰ্ষই নহয়, কৰ্ম শক্তিৰ উৎকৰ্ষও শিক্ষা-লাভৰ নিৰ্ভৰ হ'ব লাগিব আমাৰ দিনটোৱা জীৱনতো প্ৰত্যেক শিক্ষিত লোকে আদৰ্শ গৃহীয়া, আৰ্হণ পোক স্বৰূপে সমাজত নিজ প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবই লাগিব। মুঠতে, এহম শিক্ষিত লোক শিক্ষিত জাতীয়েই হ'ব লাগিব, 'শিক্ষিত সূৰ্য' হলে নচমিব।

শিক্ষিত লোকসকলে সমাজত এট ভাৱনামুহূৰ, প্ৰকৃত 'কেণ্টনমেন' শ্ৰেণী গতি তুলিব লাগিব। এওঁ-লোকৰ অংশ খোঁহাত চিকাচন্দা আৰু শিঙাত খোঁহাই খোঁহা হলেই নহয়; ভাব আৰু কাম উভয়তে তেওঁ-লোক এনে চিকাচক আৰু খোঁহাই খোঁহা হ'ব লাগিব। এওঁলোকৰ 'মোলাগাম' মাত 'মোলাগাম' কাকি প্ৰবৰ্ণনা হ'ব নেলাগিব। এওঁলোক বাহিৰ ভিত্তৰ সকলোভাৱে 'মোলাগাম' হ'ব লাগিব; অৰ্থাৎ লোক নামত যেনে জন্ম, কাম, কথা, আচাৰ-ব্যৱহাৰ সকলোতে তেনে হ'ব লাগিব। দিনটোৱা জীৱনেৰে সকলো কৰ্মতে নিজৰ পৰি-স্কৃতি পাছ আৰু আমাৰ পৰিতৃষ্টি অগা কৰি প্ৰকৃত লোক-সেৱক স্বৰূপে চলিলে হে প্ৰকৃত ভয় আৰু শিক্ষিত সূৰ্য পৰা হ'ব।

শুটীয়া বস্তুৰ যি জীৱন-বৃত্ত ব্যক্তিগত, শুটীয়া বা সামাজিকভাৱে সেই জীৱন-বৃত্ত জাতিগত। এই জীৱন-বৃত্তত আমি সংভাৱে কাম কৰি আছৰকা আৰু আশ্ৰয়প্ৰতিষ্ঠাৰ বলবেৰে নিজক বিজয়ী বুলি চিনাকি কৰিব লাগিব; নহলে আমাৰ মনুষ্যৰ অৰ্শপণত বুলি বুলিব লাগিব। কিন্তু এই অয় লাভ সং আৰু নাশ্য উপাৰেৰে হ'ব লাগিব, আনৰ দাৰ্হ আৰু সম্পৰ অশৰণ কৰি অশৰণত কা পৰাৰণ মাথোন। নৈতিক বলেই মনুষ্যৰ একমাত্ৰ স্বীকৃতিত; তাৰ চৌপাশেই সমাজ আৰু অগতৰ শান্তি আৰু পৰমেশ্বৰৰ উদ্ভাৱন বিষয় 'পতাকা উঠাব লাগিব।



বববকরীর ভাবব বুঝবাণি

স্বপ্ন স্বপ্ন যে পলনীয়া তৃতীতৌ বুঝবাণি বাইরহো
 ধরা পলনি। আজি মই পুয়াই ভুট উঠি গোর লেখা-
 পুতা কবা মেঘব কাযত বরিহে। মাথোন এনেত মৌর
 টেকেশাই আনি তাক মোর আগত হালিক কবিলেহি।
 এই বুঝবাণিটো স্ত্রীক আক ভরাহুর। কিন্তু লিতা
 হলে কি হব?—লিতা, হুয়াসির মিতা। মোক দেখি
 ভয়ত সি ঠক্কু কবে কপিবলৈ ধরিলে। ইয়াক কত
 পাসি বুজি মই টেকেলাক ভবিগত, টেকেলাই কলে;—
 দেউতা, আক চুহুধিব; ইয়াক হত পাই ধবি
 আনিহে। সেউতাই ভনিলে হাঁসিছেই মবব। প্রথমতে
 ইয়াক লগীমপুখব খোণাটাট এখনব কাযত এলাক
 মদপীবে গৈতে বহি ময় পাই ভবক মরি থকা দেখিলে।
 অলপ আন হৈ ইইতব কপা ভনি আছিলে। দেউতা।
 হেখিলে। কাতেই মতলীয়া হৈ পকি পবিতে। বেখিলে,
 হুয়াং এটাই উঠি আন এটাৰ গালত টাণেৰ কাব
 চুৰা এটা পালে; আক ওঠিল যে তাব নঠে মবম
 মাথিলে, সেইটো এপাটমান হুহুদি বখালে তাল
 জনালে। সিফালে এটাই কেইবাটাও গীতব একো
 জোখব ভিত্তি আনি জোখাফোলা দিম গীত এটা নাজি
 হৈইটো পালে; আক আন গোটামেকে বা; বাটেক
 তাক শনাগিবলৈ ধরিলে। এটাই ভক্ত ভক্ত হৈইবাণীকে
 কিবাৰিও কৈছিল, আক বাকীকোমে সানি বিধিদি হিন্দু-
 ধানীকে তাব জ্ঞাব দিছিল। এটাই সিহঁতব কাযত
 বীণল সি পবি নাক ঘোঁৰোবাই মগা হুখে ফুত জুবি
 তই আছিল। এটাই কবাববপবা লাখুট এডাল আনি
 আন এটাৰ মুগত তাৰে টাঙোন এটা মাঝিলৈ বাওঁতেই,
 যাক মাঝিলৈ গৈছিল সি তাব হাতববপবা লাখুটিডাল
 পাপ মাঝি ধবি কাড়ি লৈ, হেতব হতবোৰ বেয়া
 মাত আছে, সেইবাবেবে তাক গালি পাৰিছিল।
 এটাই শেখী, বিলাতী সত্ৰকো বিধ নাচেবে সমাবেধ
 কবি দেখুয়াই আশিয়াবিসয়াক নাতিছিল; আক আন

এটাই অন্যহকচে, যোথ কবে তাব পুথি বেয়া
 মনত পেশাই লৈ হুৰাওবাবে কানিছিল। তাব কলা
 দেখি আক এটাই কানি কৈছিল, যে তাব লোক
 বচনীয়া খেপীয়েকে তাক ভাণ নাপায়। দেউতাৰ মন
 এই জাকত-লিকিলা বুঝবাণিটোবে এটাইবে মাজত থি
 বি লপলপ কবে কিবািকিনি বকুতা বিছিল। এখে
 একোখাৰ ই গাৰী মহাৰাজক গালি পৰা কনিছিলো।
 কাবখাটো, মদগা পাছীবে মাহুহক মব খাবলৈ হা
 দিছে। মই ইয়াৰ কাব চাপি গলত, ই যোকে হে
 তাৰপৰা এনে এটা তবানমা জিগা লব দিলে যে মই
 গিছে গিছে বেয়া দি গৈছো তাক ধবি নোহাৰিলো।
 পথকৰ পিছতে হুয়াং ই কৰখাৰ জুবি হুয়াই মারি
 তাব পিছত তিন দিনলৈকে ইয়াৰ ভুহুহ একোকে
 পোতা নাহিলে। দেউতা। কিন্তু পু: মিচাৰি নি, বিসাকি
 নি, আক তিন দিনব মুগত ইয়াক এখন বাতিঘোৰা
 সবাতে ভকত হৈ বহি থকা দেখিলে।। সেই সবাৰে
 বৰনা মই দেউতাৰ আগত সি মোখোৰে।।
 আমাৰ বেধব বব মক ভাণেমান মাহুহ হেই সবাৰে
 বহিছিল। হেটোলাকব প্রোচক কনেই হেনো থকা
 ভকত। হেটোলোকৰ বখা কৰল গলে, মোব গাটেক
 চাপ পবিব;—মই হুয়াৰা মাহুহ খেউতা। ইয়াকে
 মাথোন কওঁ, যে এই পুজাবে তাক বাটীৰে
 ফটকা পি আক হুহুহ “নামহুকী” আক হুয়াই
 “বপুথপী” প্রকৃতিব ভজা আক সিফোৰা বাই, সবাৰে
 নাম লগাই দিছিল। নামহটাৰ প্রেধন ফাকি মো
 মনত পৰিছে দেউতা, গাওঁ শুকক;—
 “দেখাবে ভিতবে আছে পালে যাবে,
 পিহলি পৰিবা চাৰা।”
 মই বাহিববপবা বাবৰ লগহাইদি জুনি চাই আছিলো।
 কিন্তু বাহিবত থকা ইইতব কোনো পহুৰীয়াই গদ পাই
 মোৰ ফালে থোবা মরি অহাত মই বিয়াবলে তাই

পৰা পলাই কতি আছিলে।। তাৰ পিছত শামিন-
 লৈকে ইয়াৰ কোনো কুইক উল্লেখ পৰা নাহিলে।।
 মগা লুগাই চুটকৈ ইয়াক প্রাণপণে বিখি কনিছিল।।
 হুয়াৰ দিনব সিনা ইয়াক পালে। কিন্তু ভুহুহা গোট-
 চেবেকব লগত। বেখিলে ভুহুহা কেইজন আমা
 যেনব ছাল মাহুহৰ শাৰী। সেই বেখি হেটোলোক
 নাম কেইটা বেউতাক নৈক অপ্রকাশিত বখিলে।
 কবাত দাৰ-জগৰ লাগিলে মই হুয়াৰা বিপাতে মদি
 কেইটা উৰবা; ভাঙব ভকত কেইজনে চিহ্নিমত ভা
 নাইৰি খাই মুখেবে কথাব সাতহাল মাঝি আছিল।
 ই বেখোন হুয়াং তাব মাজতে উঠি চাপি বকাই
 এৰাৰ নাম লগাই দিলে, আক এটাই কেইজন ভুহুহাই
 কিনি নি মাঝি উঠি হাত চাপি বাই নামখাৰ গাবলৈ
 ধরিলে। নামখাৰ মোব মনত আছে কেইটা;
 “জং পাই পপনা হগা মহাৰেউ,
 জাং পাই পপনা হগা।
 বৈবুতঃ পবা গম্বাক নমাগা,
 জটাতৈ হুহুহাই থগা।”
 মই আঁতববপবা আনেগলবৰ চাই শাকি তাবপৰা
 সউত কবে গুচি গালে কাৰণ ভুহুহা কেইজন বেউত;
 ভাঙীয়াৰ শাৰী বংলাক।
 তাৰ পিছত আক তিন দিন গল; ইয়াক কানি-
 যাব মেলা খেবত দেখা পালে। ডিবুৰ ফালব
 বংলাজান বখিগাৰ সীয়াৰ বাহিবত থকা ফালু
 জুনি এবেত। সেই মেলাত বাখিগাৰ জুদি আক ভা
 বৰ গাৰ্ঘৰ কেইবাটাও হেলত আক আৰীয়া মাহু
 আছিল। ই সিহঁতব মাজত বহি কেইটা টিকি
 পুথিলে, তাব লেব পাৰিছিলে দেউতা। ইইতব ভিত
 বত আলচ চলিছিল, গাৰী মহাৰাজ আক হেট
 কলীক ভলটিয়াবাবেক বব কবিলে। কাব, হেট
 ফোৰ কনি পোতা বহু কনিবলৈ গৈতে দেখি।
 ইইতব মনত এটা ধাৰবা ঠেছে, সেইটা কুলাই নে
 কি কব মোখোকা, সত্ৰকত কুলা, যে গাবলৈটে কানি
 কলীয়া আক গাৰী মহাৰাজব মোব বিপক। সেই

দেখি ইইতে ইইতব মেলাত কথাব কথাব গাবলৈটে
 একোছোলাকো আখীলীয়া দিছিল, আক গাৰী কলীয়া
 বোৰক পৰা দিছিল। সিহঁতব মেলাব জবপক
 উঠোতেই মই সিহঁতব মাজত গা দেখা দিলোঁগৈ।
 হেটদিন মই মেলাত নাহি, ইছা কনিবটে মুগত
 বগা পাখী মাঝি আক কঁকালত হেটোয়াৰ নাম থকা
 চাপাৰাখন লগাই গৈছিলো। মোক দেখি সিহঁত
 এটাইকেইটা ভয়তে চেপেটা গালিল, আক জুলা হৈ
 মুগটো খোঁৰাই বল। মই হুয়াৰ কি এয়াৰ ডিহাৰাই
 কথা কলত, এটাই মুগটো নগঠাইক বেমে আছিল
 হেটেকৈ থাকিছেই কলে,—“টেকেলা দেউতা, মোক
 নধবিবা। কেবম মই ইয়াত বই। মই মাহুহ নহওঁ
 টেকেলা সাথত। মই তলা বুঝাৰ এটা হে।
 কোনবাই এই বুঝবাণিটো ইয়াতে পোয়াই গল বুজি
 লৈ বাবেপ পাৰিলে।” আন এটায়ে সেই ভায়েই থাকি
 মাত লগালে,—“মহো মাই, টেকেলা হুহুৰ। মই
 কুইয়াৰ এতকলাহে, এইবিনিতে “বেয়াবিছ মাম” হৈ
 পবি আছোঁ।” চুৰকপণা এটাই মাত লগালে “মই
 হলে আন একো নঠে টেকেলা ককাই। তোমা
 কথো কথাবাৰেক কৈ দিলো। মই থকা কইকি
 ধানি ই হব হোকটোৰে, ইয়াতে কতি হৈ পবি
 আছোঁ। সিহঁতে কৈছে, মোব উঠিব শকতি নহি-
 লগা ককাই।” আন এটাই আনফালবপৰা মাত
 লগালে,—“মোখো তেনেমুগা অহুয়াই টেকেলা ককাই।
 মই আন কোনো নঠে এগামোত শুভক মাথোন।
 হুখেভাপুৰে ইয়াতে পবি আছোঁ, এতিয়াই মই মনস্তি
 যান।”
 ইয়াৰ ফালে চাই মই ভকব মা দি ইয়াক
 হুথিলো;—তই ইয়াত কিয়? ই কলে, “মই টিকি
 বাৰেগোহে। ইয়াত কোনেবাকৈ উবি কলালেহি।
 মই মুঝিবলৈ আছিলিহো। জুদি মোব জববপবা
 আঁতবি খোঁৰী। তাবোৰ নাকত মুগত মই পোখা
 লাগিলে, জুদি কাহতে তুমত এখিবা। তোমা
 কথো নিমিত্তে হে মই কথাবাৰ কলা।” ইয়াৰ কথা

ভনি যদিও মৌর ববটই হাঁকি উঠছিল, তথাপি হাঁকিটো 'বদাঁড় কবি' ইয়াক স্বেচ্ছা বাস্তবের কল্যাণ— 'মৌরীকো ধবি লৈ যাব পূৰ্বা কসমতা মৌর আছে। উঠ, এতিয়াই মৌর লগত বক, টেঙাবানি নকবিবি। মই তোছক ধবি চোচোবাই নিব লাগিলেও নিব।' মৌর টান কথা ভনি ই উঠি অৰুধ কবে মৌর

লগত শুচি আছিল। এয়ে ইয়াৰ ইতিহাস খেউজ। মই হাঁকি টেঙেকাক কল্যাণ, ই যদি সঁচায়ের মৌরীকো, তেজো ইয়াক এতিয়া লৈ গৈ মৌর সৌ মৌরীকাতত্ত ভুনি থৈ বে গৈ। তোছক ইয়াৰ বিয়া হ'ব।

কপাৰ।

মৌর মাভূমুখ দর্শন

আমি ভিক্ৰপড় পোহাৰ নিমাই, বাতিবেপনা তাত বনপুৰণ ভবা পাতিলে। বনপুৰ চেলেপেটেট বিধৰ নহয়; ভালকৈও গা নাশি বোহা। সেই ক্লেপেপে নহয়গু পোন্ধৰ দিন মানটেকে চগি সি আমাৰ স্বেচ্ছ-মতঃ হাড় বগছ সোপাকে সেঙটা লগাই পলাইছিল। বনপুৰণ মৌমাছাত আদি কলৈকো ছুটচিত্তেৰে ছুবিবলৈ ওলাই যাব বোহাবিছিলো। ফলত আমি বাজ্ঞনৈতিক বকী হ'বে একে ঠাইতে বকীহে বলাইক—অঃশ্রু A-class বা B-class Prisoner নহয়, অৰ্থাৎ আক্লি-কালি চৰ্কাৰ বাহাছৰে শ্ৰেণীবিন্যাস কৰা হ'বে এ-শ্ৰেণাৰ বা বি-শ্ৰেণীৰ বকী নহয়, detinu অৰ্থাৎ বাজ্ঞ-বকীহে। কাৰণ চাৰি বেৰৰ ভিতৰতে আমাৰ আধাৰ বিহাৰ আৰু নিস্ফাৰু নিৰ্ম্মিতঃ সম্পাদিত হৈছিল, এই নিমিত্তে, যে সেইবোৰ বিয়ৰ অষ্টকট্ৰুপাবিষ্টেওক্ট অৰ্থাৎ মুটীয়া তৰাংধাৰিক আছিল আমাৰ কো-বোহাই। বেটীয়ে বাচনীৰ ওপৰত থং সূৰাদি, যিনেও আমাৰ সুবৰ ওপৰত পানী বৰবা মেঘৰ ওপৰত আদি শাও ববিদি আমাৰ থং সাৰিছিলে। কাইলৈ অ'ঙ ছুবিবলৈ যাম, পৰভট্টলৈ ত'ঙ চিকাৰ কৰিবলৈ যাম, তাৰ পিছদিনা নাহত উঠি গৈ ত্ৰুঙ্গপুহঃ বাসিত বাসিতাত থাং, ইত্যাদি কৰাৰ সাহস্ৰল বাতি যাবি থাকি কটাইছিলে; কিন্তু পূৰ্বা বনপুৰে বিধিপথাৰি কৰি আমাক এগলোয়া মূৰিব লৈ নিদিছিল। সূৰ্গৰ থবৰ অঃশ্রুত নাহানো।

ভনিহে, তাত হেনো এজন বশা আছে, তেওঁৰ নাৰ ইয়ক। তেওঁকবা পূৰ্বীখনো হেনো বশৰ; আৰু তাৰ নাৰ অম্বাৰতঃ। বশা থাকিলেই বাজ্ঞল পঃকাটো বশৰ। পাৰ, মস্ত্ৰী, সত্ৰাসৰ, আৰু টেকেকাৰ-বেনো এইবোৰো তেওঁৰ থাকিব লগীয়া কথা। আৰু ভনিহে, সূৰ্গৰ বকাই সূৰ্গতো বাজ্ঞক কবে আৰু পূৰ্বীবীৰ নব-মনিচবোৰৰ ওপৰতো তেজেকুৰা কিবা এটাকে কবে; তোমাৰ মন গলে তাক বাজ্ঞশুও বুলিব পাৰা rule বা শাসনো বুলিব পাৰা। শাসিত নব-মনিচ সূৰা ইয়াই এইটো সিৰাই সেইটো। আমাক দিয়া বূদি বাজ্ঞবিধাৰ ইয়ক আমনি কৰি থকাটোও জানো। বোহকৰো নব-মনিচৰ বৰ আননিত তঃ নেপাই বাজ্ঞ-থিৰাৰে এইবোৰ তেওঁৰ সভাসবোৰ পোটাটাই বৰ ডাঙৰকৈ যেন এখন পাতিছিল;—তাত আলোচ্য বিষয় আছিল, পূৰ্বীবীৰ নব-মনিচক তেঙেলোকে কি দিব পাৰিব, কি দিব নোহাবিব, কি থিৰাটো উচিত আৰু কি থিৰাটো অঃশ্রিত। অৰ্থাৎ থিব লগীয়াটোও কি উপায়েৰে থিৰা। হ'ব পাৰে।' তেনে জানে?—জিহানি এইবোৰ সাংস্কাৰে সূৰ্গৰপাৰা প্ৰতিনিধি সামব য়েট্টঃকলক মতি আদি মেধনম ডাঙৰকৈয়ে পাতিছিল। ভনিহে, বনপূৰীৰ সূৰেধৰসলসৰ টেট হুবা আৰু সনক-হুবা নোহোহো শুকতাভন নপৰিলে, তেওঁলোকৰ ভানো চিত্ৰাবোৰক বেলিমেলি লাগি পৰে, বুধ ভালকৈ বেল নাধাৰ, বা

বেল পাতেও জিতা ভাগলৈ বোহোল নাধাৰ। আতৰ জাতৰ পাভত কথা নিমিত্ত; কিন্তু তেওঁলোকৰ ভাতৰ পাতৰে বনকতৰ বনমেশনম সিদ্ধ হ'ব। সেইবেদি ইয়ৰাবাৰে, আমি ভিক্ৰপড় পোহা সৰুতে, বনপূৰীৰ বেট্টঃকলক নিমিত্তে বনভোজৰ আহোজন কৰিছিল মেন পাঠ। আমাৰ ভিক্ৰপূৰণম আৰু ইয়ৰ ভোজৰ আহোজন এই ছটা একে সময়তে পৰাটো কাকতালী সন্ধান বৃশিয়েই ধৰিব পাৰি। সূৰ্গধৰন আয়তন সন্ধান, কব নোহাৰো, আৰু সেই বনভোজৰ কোনে বঃ কত থৈছিল, তাকো কব নোহাবো। আমি জাহানি কসিকতাত থাকোতে দেখিছিলো, ডাঙৰ বিয়া বন্যহত নিমন্ত্ৰিতকলক পূৰ্বাই-বুৰাই মুকলমে কথা মদাৰা কৰিবৰ নিমিত্তে কৰ্মকৰ্ত্তাই আহল বহল ডাঙৰ বৰ চেলাপীঠকৈ উল ডাঙৰ বকা পাতি সূৰা কবে। ভিক্ৰপড়ত বনপুৰণ কোব দেখি অঃশ্রুতে মৌর মনত থোলাইছিল, যে ইয়ৰেবাবো তেওঁৰ ভোজত ব্যৱহাৰী পানীৰ বনককাটো ভিক্ৰপড়তে পাতিছিল। ইয়ৰ কেইবুবি পানীভানী আছে, সন্ত্ৰেৰ নাহানো। কিন্তু কাৰ্য্য মেধি সূৰিব কথাই নাই, নাথঃসেবকৰ ওপৰেৰে থকা মনে লাগে। যদি এই অঃশ্রমান সঁচা তেহেত কি কম, কি শুনিবা!—শুণিকৰাৰ লাগি যেন হৈ সেই ভাবীবোৰ তাৰে তাৰে অৰিধান পানী আনি সেই ভিক্ৰপড়ত বহা কৰাত চাপিছিল। অঃশ্রু এইবোৰ অঃশ্রমানকে লাগে। এনে শাৰীৰ কপাৰ সঁচা-মিছা কোনো বাপৰ কপায়ে প্ৰাণক কৰিব নোহাবো।

মই ভিক্ৰপড় হৰিব থকাৰ পিছতে, শুভাৰাটীত টোপা বাই থকা আৰু এৰি অহা অৰ আকৌ মৌর পতি সন্ত্ৰিল। সি তাৰ কৰ্পটিক মৌর গাত চৰিবলৈ এই থৈ গৈছিল। বুলি মই আপৰ প্ৰবহত লৈ আৰিহো। কোনে জানে—হুৰো, পাপীঠ কৰ্পটীয়ে মৌর গাত চৰি থুবিগা মেধি, শুভাৰাটীতে এৰি থৈ অহা সেই তাৰ বঃথঃকু বিজ্ঞী-বাতৰি দি মাতি আনিলে? থিৰা-গানৰ সিন্ধাৰ চোহাৰ হুৰৰ এই অৰৰ নাই;—তাৰ অঃশ্র-বুলিয়েই হ'ল; আৰু সি লবি আৰি গা ছুবি বহেই।

মৌ-বোহায়ে আমাক তেওঁলোকৰ মাজত পাই আমনব শ্ৰেণোত যিনেও আমাৰে ইহা মাৰি জাত পূৰাবৰ আহোজন কৰিছিল। সলীসকলে তাৰ সদাংহাৰ কৰে, কিন্তু মই স্বেচ্ছাই কোনো মিনা এঃপৰ-আঃপোনা থাওঁ, কোনো মিনা জাতৰ পাতৰ আগত বৰি চোপালি বাওঁ, পেপ চোকী, আৰু তংপত্ৰাং উঠি গৈ শয়ন কৰো। বঃথঃকু, মিত্ৰিক-নুটুংমপাও সততে ভোহা-নব সাঃগে নিময়ণ পাঠ, কিন্তু মৌর থাৰাই নিময়ণ বঃপ হে হঃ, ভঃপ নহঃ, কাংগ মই যে অঃশ্রু অৰ্থাৎ hors de combat থোহোপেবোকে কোনো মিনা তেনে নিময়ণ লৈ বাওঁ, কোনো মিনা নাবাওঁ, আৰু গলেও আহাৰৰ আহোজনকণী মৈৰ পাৰেতে বহি তাৰ কেপ কোংকাৰ চাই থাকোঁ; নহলে কেতিয়াবা তাৰে ছঃসু-এঃসু পানী পান কৰো। নাইবা শিৰাত লঠ; আৰু বিকৰ আগতে সেই এঃশ্রানা মৈয়ে মৌর patro-nage অৰ্থাৎ অঃশ্রহঃ নিগ্ৰহ লৈ care নকৰি অৰ্থাৎ অঃশ্রনা নাৰাবি বেপেৰে এইপাৰ ছাৰি থৈ থৈ থাকে। এনেহুয়া অঃশ্রা হৈছিল মৌর।

চূৰ্গাপূৰাৰ নিমন্ত্ৰেবকৰ আগতে আমি ভিক্ৰ পাইছিলোপোনা। ভিক্ৰপূৰীয়া বাজ্ঞৰ উভাৰ-আননৰ কল্লোলৰ মাজত থিয়েটৰ গান-বাঃনা ইত্যাদিবে পূজা যঃশ্রানুমাৰোহেৰে সম্পাদিত হৈ গল। নৰীয়া গাৰেই ছুনি এদিন মই তেওঁলোকৰ আননৰ ভাগ শৈছিলো; কিন্তু গাত নৰীয়াৰ বাঃে গজালি মৌর যোক বিকল কৰি পেলাইছিল। চৌদিন-উৰি মুৰা আননমৰ নুটুংক পিলাবোৰৰ লগতে নিবানমৰ বৰ কেইটাই মৌর গাত তঃ মুটাই কোনকোনাই ছুছিল। সি হওক হৰ্ণ-বিহাৰৰ সান-বিহঃশিত মৌর ভিক্ৰপূৰীয়া দিন কেইটা এক প্ৰাকবে কাটি গল।

ভঃশ্রমান বঃকৰ মুঃত মই অঃশ্রলৈ গৈছিলোঁ; সেইথিয়েই বোঃকঃ মৌর থঃশ্রদী বঃশ্র-বাঃহৰ মৌলৈ আগ্ৰহ অঃশ্র হৈছিল। তেওঁলোকে সভা-সমিতি পাতি, যোক নৰীয়া-পাটা পথা টানি নি সেই-বুকিয়েই হ'ল; আৰু সি লবি আৰি গা ছুবি বহেই।

মুঠচিত্ৰেৰে সহ কৰিছিলো। হৃদয়ৰ শ্ৰীত প্ৰভাততল
পৰা ডাঙৰে প্ৰায় দিলো আৰি মোক আন্ত মনন কৰি
শিক্সা কৰিছিল, আৰু তেওঁৰ যত্নেত মই পাৰে
পাৰে গা-তঙা উঠিলো। মোৰ ভক্তগতৰ আঁচলিৰ
বাহিৰে এই উঠি অহা মনোভিৰাম জাৰি বন্ধননৈ
আৰু একো নাই।

ভিক্ৰগড়ত গোটাচোৰক কথাই মোক বৰ সন্তোষ
ছিল। তাৰে ছটা-এটাৰ বিষয়ে কওঁ। প্ৰথমে
মই আনন্দ-বিশিষ্ট আচৰিত ৪৫ পৰিছিলো। ভিক্ৰগড়ৰ
অসমীয়া ত্ৰিকালকৰণৰ গঢ়-পতি আৰু কাৰ্যকলাপ দেখি।
তেওঁলোক, মই তাৰানি এৰি থৈ আৰু অসম, মৰা
মৰাত আৰু চেহুৰু, হীতা কৰা চুক-বোহাৰীৰ শাবীত
আৰু নাই। শিখা, সীতা আৰু বাহৰা কাৰ্য্যক্ৰিত
তেওঁলোক অগ্ৰণী। সকলো লোক কাৰ্যতে পুৰুষ সম-
কল হবলৈ তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ প্ৰদীপ্ত। বন্ধননৈ
সমাজে তেওঁলোকৰ ভৱিত পিতামহ শিকসি—তেওঁলোকে
সেই শিকসি সোপোৰে হওক বা গোৰে হওক—তেওঁ-
লোকো ভিতৰৰ অনেক চিত্ৰিত, আৰু বাঁহী-মন্ডলেও
চিত্ৰবলৈ দ্ৰু কৰিছে। বেশৰ সেৱাত তেওঁলোকে
পুৰুষ শাবীত ঠাই লৈছে আৰু অনেক বিহত
শাবুক-খোজীয়া পুৰুষতকও আগ বাঢ়িছে বুলি কলে
বতাই কোৱা নহয়। ভিক্ৰগড়ত সভা-সমিতি প্ৰভাত
তেওঁলোকেই সাধাৰণে হাতত তুলি লৈছে। তেওঁ-
লোক শাবীৰ পুৰুষ চুকত ডেবুবিছে। নাৰুতে
বিহাৰে অস্বাস্থ্য পৰি অসমীয়া ত্ৰিকাল শিখিনী-
সকলে তেওঁলোকৰ অঙ্গৰ তুঘৰ যোগ কটা পৰিহাৰ
কৰিছিল। ভিক্ৰগড়ীয়া নতুন অসমৰ মহিলাসকলে
তাৰু আকৌ সাধাৰণে হাতত তুলি লৈছে। তেওঁ-
লোকৰ বিনকীয়া মূৰ মলিন কৰোতা কাণ্ডাঙানীৰ
পৰ্বত তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰিছে। আৰু কাৰ্ভিবলৈ
গলে ওহৰীৰ সৰ্বগ্ৰাণী-গ্ৰাধৰণৰ বিদূৰ হৈ সন্মাল
দাৰ্শিক গ্ৰাসগ্ৰাস বৰণ কৰিছে। নিমত সমালোচনা
সভা সমালোচনাৰে, সমালোচকৰ আৰু কাৰ্ভি অগা-
হাৰী ক'তক ছোলোৱাত দুখাই ধবলৈ তেওঁলোকে

তেওঁলোকৰ মনৰ বেলেৰে পৰোক্ষভাৱে সমালোচক
অঙ্গুৰা কৰিছে। সভা-সমিতি তেওঁলোকে পুৰুষ
কৰণৰ ওহাৰী এক শাবীত বা সূত্ৰতে বহি হুমা
সাধাৰণৰ মৰগাঙ্গণৰ বিষয়ত শাবীৰ মতামত প্ৰকাশ
কৰিছে,—অৰু তেওঁলোকৰ জীৱন্ত পাৰ্জীয়া আৰু
কমানিত্যৰ ত্ৰুটিব্যাৰোপ হ্ৰাস হবলৈ তেওঁলোকে দিয়া
নাই।—ওহনা-ওহনাই সভাত উঠি এনে সুকবলৈ বক্তা
কৰিছে যে অনেক নামনাৰা বক্তা পুৰুষকো তেওঁলোকে
দেই বিহত চেৰ লোৱাইছে। বামহোৱন বাৰে দুটি
সভাত মোক সভাপতিৰ আসন দিয়া হৈছিল। তাত
কথাগীয়া শ্ৰীমতী যোগেশ্বৰীয়ে বিট বক্তা অৰ্ণণ
কৰা হিলে, মই জনি দিটাকৈয়ে পুৰুষিত হৈ পৰিছিলো;
আৰু মোৰ বেশৰ এজন সখ্যন্ত অৰ্ণাৰ সেই বিহত
নৈশুৰা দেখি নিৰুকে পোহৰাত বিহতৰ সন্মিলন
প্ৰাৰম্ভ পৰি কেকাই আহোঁ; এনেতে বাৰিকচুৰ
শ্ৰীমন্ত শিকসিৱী আহুতী শ্ৰীমতী সৌৰিপ্ৰভা চিত্ৰাই
লগত এৰুবিমান গোলাই ছাত্ৰী আৰু তেওঁৰ সহপাঠী
শিকসিৱী জনচেংক লৈ মোৰ আগত ওলাল গৈ।
তেওঁলোকৰ মোৰ প্ৰতি কি ধৰা আৰু কি আগ্ৰহ।
তেওঁলোকৰ মূৰত অনাবৰকীয়া সংকোত নাই, খোঁতা-
মোহা নাই—তেওঁলোকে তেওঁলোকৰে বেশৰ এই
চিনপ্ৰদৰ্শন সাধাৰু কৰি সদাৰণ কৰি সম্মতি
কৰিবলৈ আহিছে; আৰু পাবিলে তেওঁক তেওঁলোকৰ
কুশল আৰু বি ৪৫ তেওঁৰ মূৰশৰা জ্বাৰ-জাৰিৰা
কথা কবিলে ইচ্ছা কৰিছে। কি দুৰূকৰ বৃত্তা কি
সুন্দৰ শাৰণা; শ্ৰীমতী সৌৰিপ্ৰভা আটোৱক অহত
তেওঁ কদিকতত কলেহত পঢ়াৰেণা মই জানো, আৰু
মোৰ নিজ জীৰ নিচিনাটক তেওঁক চেহে কৰোঁ।
সৌৰিপ্ৰভাক মাৰুত গৈ তেওঁৰ সহপাঠী মনুৱৰুগী
শিকসিৱী আৰু ছাত্ৰীসকল যেতিয়া মোৰ আগত উপস্থিত
হবতি, অৰুত চেপেটা লাগি ধকা মই অৰুৰ অজাৰাৰে
অহতক নিমিত্তে পাৰি বিমল কামিন অহত কৰি-
ছিলো। ইয়াৰ কিছুদিন পিছত তেওঁলোকৰ কুশল

হৰৈ স্নেহ চাই আৰু তেওঁলোকৰ কাৰ্গ দেখি অতি
স্নেহৰ পাৰ্শিলো। স্নেহত তেওঁলোকে বাছকমনীয়া
ৰণৰ বীটা এটাত বি কাকত এত্ৰুৰি মোক দিছিল,
যেই বীটাত আৰু কাকত দুখবিয়ে সদায় মোক সন্তোষ
দি থাকি। ভিক্ৰগড়ৰ সন্মাত মহিলাসকলৰ সভাতে
এই লেখকক বিহন অভিনন্দন পত্ৰ দুখাৰ কাপোৰৰ
প্ৰশত ছপাই দিছিল, সেইবাবে নিশ্চয় এই লেখকৰ
গৰু অতি আৰবৰ সময় হৈ স্নেহ তেওঁৰ হাতত
পাকি।

ভিক্ৰগড়ৰ বিহেটৰ অৰ্থাৎ বৰশাৰৰ বিষয়ে একাধাৰ
ডেকাসকলৰ উত্তৰন মগত বৰশাৰট স্বৰ্ণন
৪৫ পৰি ভিক্ৰগড়ৰ সন্মতি বৃত্তি কৰিছে। সভা-
পতি বিহেটৰ, বাহা, গান, ভাংনা প্ৰভৃতি এই ধৰতে
৪৫। বিহেটৰ চিত্ৰপটবোৰ অসমীয়া চিত্ৰবিদু ডেকা-
৪৫ সকলৰ দ্বাৰাই ঝঁকা হৈছে আৰু সেইবোৰ কলিকতাৰ
ওহাৰী নিশুৰ চিত্ৰবিহেটৰ চিত্ৰতকৈ কোনো ওপে হীন
নহয়। নাটকলাত ভিক্ৰগড়ৰ সন্মাত বৰ ডেকাসকলে
আৰ্জীতভাৱে উন্নতি লাভ কৰিছে দেখি মোৰ মনত
ৰেগুপৰিছিল। পুৰিষ্টি আৰু ফটোগ্ৰাফিক সন্মাপৰ
সুন্মাত বৰশাৰৰ কৃত্যৰ লেখত শৰুগীয়া। বিহেটৰ
গলেন্দ মূৰুপত তেওঁৰ হাতত। তেওঁৰ টুটিয়ালৈকা
ধৰি পৈৰিছিল। তাত তেওঁৰ হাতৰ চিত্ৰবোৰ দেখি
বৰ সন্তোষ পালে। তেওঁ বহি সেই টুটিবোৰ অৰ্থাৎ
চিৰশাৰ আনি কলিকতাত পাতি বহে, তেহে তেওঁক
সেই কাৰ্যতে চেপেপোৱা লোকৰ লেখ সবহ নহয়।
ডেকাসকলে পুখাৰ সময়ত কেইবাখনো নাটক অভিনয়
হৰিছিল। অহতে এটাইবোৰ বেৰা মোৰ কপালত
হুগলৈ। কিন্তু বিকেইটা দেখিলে, তাত মোৰ মনে অৰুৰ
হুগেৰ পৰিছিল। সাধ-সন্মাত, চিত্ৰপট, ভাবপূৰ্ণ অভিনয়,
বৰ সন্মাত আৰু মনোজ নৃত্যত তেওঁলোকৰ বৈদিত্তি
বৰ পৈছিল। কালত তেওঁলোকে যে আৰু উন্নতি
ধৰি তাত শৰণ হীন। চিত্ৰকলাবিদ শ্ৰীমন্ত দুকনাৰ
গলেন্দ সন্মাত "কলিক একটুভাৰে" অৰ্থাৎ হাতকাল
গঠো পৰিষ্টি। ডাকৰ শ্ৰীত প্ৰভাততল দাস আৰু

জনবিহেৰৰ অভিনয় কলিকতাৰ বিহেটবোৰ বিখ্যাত
অভিনেতাৰসকলতকৈয়ো কোনো ওপে কম নহয়। মাথোন
এটি কথা ভিক্ৰগড়ীয়া ডেকা বন্ধৰুগলক জনাই ধৰু,—
মেনে তেওঁলোকেৰ যতন্ত সৌন্দৰ্য অসমীয়া নাটক অভিনয়
সবহ হয়। অহতে তেনে নাটকৰ যে আটক, সেইটো
জানো। বি হওক, ভবিষ্যতলৈ সেই আটক উচিৰ বুলি
আশা কৰিলো। বিহেটী নাটক অসমীয়াৰে ভাৰ্ভি অস-
মীয়া বৰশাৰত অভিনয় কৰাটোত অনেক দায় ধৰে।
ময়ো তেনে কাৰ্যত বৰ সন্তোষ পাওঁ, এনে নহয়। কিন্তু
বিহেটী ভাৰাৰ নাটক একেবাৰেই আমাৰ বৰশাৰৰ
বাৰিৰ কৰি দিয়াটোৰো মই বিবেচনা। অহতে যদি তাৰ
অৰুৰাৰ প্ৰকৃত অসমীয়াৰ অৰুৰাৰ হৈ অসমীয়াৰ পেট
নি জীপ খোৱা হয়। ভাল বিহেটী নাটকৰ উৎকৰ্ত ভাৰ-
সম্পৰ্কে অসমীয়া সাহিত্যৰ সৌন্দৰ্য বহুভাৱে অতি
শোভন তথা,—যদি সেই ভাৰ-সম্পৰক বাবেওঁদুখা
অসমীয়া নকৰি আচল অসমীয়া কৰি দিয়া যায়। ভাৰ-
বৰ নামে বৰশাৰৰ মাহুৰ আৰু অসমত বসতি কৰিছে।
যদি সেইবোৰে অসমক সৰ্বভাৰতে বৰণ কৰি অস-
মীয়া হৈ যাব তাৰ দ্বাৰাই অসমৰ আধাৰ নাৰাচি সম্প-
ৰে বাঢ়িব। এনে গঢ়েৰেই পুৰিকালৰেপৰা অসম
পৰিষ্টি হৈ আহিছেও। কিন্তু অসমীয়াৰ বৰশাৰত
যদি কোনোবাৰই অসমীয়াৰ দৰে চাপৰি বজাই বা তাল
লৈ নাম নাৰাচি, খোম কৰতাল লৈ—

"দৰাশে ধৰাল, দৰাল বলে ডাকৰে সন্ন।
"পাৰে ডাকলে জ্বৰ শাতল,হবে যাবে বন বহুগা।"
এনে ৰকুতা স্বকীৰ্তন মেলি দিলে, তেহে সি অসমীয়াৰ
বৰশাৰত হীৰৰ মাজত কলি হৈ পৰি থেলি দেখিলে
লগাৰ, শোভা নকৰে। Hybrid অৰ্থাৎ একেচেহুখা
সামিহেলি আৰো পেট গোলাই তাত বিহেটৰ হে সন্মি
কৰিব, শান্তি সন্মি কৰে। এই কথা মনত ৰাখি আমাৰ
নাট্যকাৰসকলে বিহেটী নাটক অসমীয়া ভাৰ্ভন কৰিবলৈ
কৰোকে অসমীয়া হাতৰে লগ লাগি ছেয়াপিয়েৰ
Comedy of Errors অসমীয়াৰে ভাৰ্ভি তাৰ নাম

সম্বন্ধ বি অভিন্ন করিছিল। অল্পব্যবসয় লেখত
 যথিত এই লেখক পরা নাছিল, তথাপি তেওঁর হাত যে
 সেই অল্পব্যবসয় ওপরেত হুহুবিহীন এনে নহে। ঘোষ
 বিখ্যাস, ইংবাণী নাটক সেই অল্পব্যব একেবারেই অসমীয়া
 হৈ পৰি অসমীয়া সৰ্ব সাধাৰণৰ মন হরণ কৰিব পৰা

হৈছিল। এতেও নতুনটক উঠি-অহা ডেকাময়ল
 তেনে যতনে বিশদী নাট অসমীয়াসৈল ভাতি তাৰ
 অসমীয়া সাজ-পাৰ পিঠাই অসমীয়া অলপাতত তুনি গিলে,
 আনাব আদোৱাৰ ধৰিবলৈ একো নাথাকিব।
 শ্ৰীশ্ৰীনাথ বৰেহৰকা

জাতীয় উৎসৱ

ভাতিব গাত আভা-পিতা চৈধ্য পুৰুষবৰা শাৰি
 থকা জাতীয় উৎসৱেই জাতিব ৰাই উদান, যেশৰ বাস-
 হাত। আৰু জাতীয় উৎসৱৰ লগত জাতিব আৰু দেশৰ
 ভাৱৰ গগণপীয়া সম্বন্ধ। জাতীয় উৎসৱেই জাতিব ভবি-
 যাত জীৱনৰ সোণৰ মলমলি। সি জাতিব জাতীয়
 উৎসৱসৈল শ্ৰদ্ধা ভক্তি আছে, সি জাতিব মিলন থাকিটো
 দুই পথালি সকলোৰে ভাই ককাইৰ দৰে অকপটে
 পৰম্পৰ মনত চলেহ সহায় সাহায্যভুক্তিৰে সমাজত বস
 ভোজ পাতিবলৈ পালে সাত সাজৰ নুবত এৰা'ছ থোৱা
 যেন খুৰ পাৰ তেনে জাতিবে উন্নতি,—সেই জাতিবেই
 অক্ষয়বনীয়। পৰম্পৰ মনোভাৱ সাল সলনি কৰি
 উন্নতিৰ বাটত যোৱা চলাবলৈ জাতীয় উৎসৱেই জাতিব
 বাই উদান। বাই উদানটো বেলেগ-লেগ নোহোৱাকৈ
 ভালকৈ পুতি লব নোৱাৰিলে, আৰু ভালকৈ বান্ধি-
 কুৰি, হেলি-মুচি নৰখটকৈ বাধিব নোৱাৰিলে সকলোৰে
 বাই উদ্ভেদ এক হলেও মিলনৰ থাকিটো সহজাই লৈ
 চাউল কঠা সিঙোৰা টান হৈ উঠে, বা সিদ্ধাৰ নোবাৰি।
 মিলনৰ থাকিটো বহুহাই লৈ তিনিতিনতমী মৰি সকলোৰে
 দেখা দেখিকৈ টকলিয়াই টকলিয়াই ৰাৱলৈ হলে
 বাই উদানটো আগেরে কপকপীয়াকৈ পুতি লব
 নাথিব, গতে থাকিটো কতি হৈ বাগৰি নগৰে।
 এক কবাতক কবলৈ গলে— উৎসৱেই মাহুৰৰ নসাজ-
 ৰাজনি।

অসমীয়াৰ জাতীয় উৎসৱ তিনিটা। বঙালী, কঙালী

আৰু ভোগালী, প্ৰত্যেকটোৰে গঢ় গতি সুকীয়া সুকীয়া
 এটাৰ লগত ইটোৰ অমিল।
 'চ'ত আৰু বহাগৰ সংজ্ঞাভিৰেই বঙালী বিহু। 'চ'ত
 নেহ দিনৰ দিনাই ই ফাতিফুটি বিবিধি পৰে। এই
 সময়ত প্ৰাকৃতিক বৃষ্টি অতি যেনোৰ। প্ৰকৃতিয়ে বক্ষ-
 জমক ৰাচন কাচি ফুলম ৰিষা-মেঘেলা পিৰি ভয়
 ভয়কি ফুলেৰে বচা হাঁচটিখন হাত্তত লৈ 'জাৰ
 জোৰীয়েকৈ 'বসন্তক' আগ ফাই আনি সনৌয়েকি কুৰি
 কেতেকীৰ লগত বং তামাছা কৰিবলৈ গভাই গিলে
 বহুদহতীৰ আপোন গাৰ নভৰবপৰা ওপৰা নোৰ লক্ষ-
 আৰত ভাৱৰ দীঘল ভয়া কাৰয় গছ গছনিপোন
 কৰাকে নকৰ্ত, মেঘেৰে সুৰুবা মেঘেৰা-সুৰা আৰু
 আৰু-জোৱা উজ্জীত পৰি নৰাৰোৰেও টানি পানি
 জোৰা কুৰি নিজক ভাগটি বোলাবলৈ গাৰ ঘেটুকা
 চুচি মাৰি অক্ষয়কীয়া হৈ গা নুব কঁটাগি লগৰীয়াৰ লগ
 নুব ডাতি থিয় গিলে। তেতিয়া বিপিনে চকু ফুৰ
 দেখিবা, আই বহুদহতীৰ আপোন গাৰ তেজ মৰৰ বা
 কীয়াই থকা সতি-সন্ধান, মৰা-হোৱালী, গছ-জাৰি
 বোৰে নতুন টোলা-চলেগে পাওৰি আৰি পিৰিব উৰিহাই
 পাই, গুণ্ডৰ ডেকা চেতেবোটা এনে হৈ, বাই মা
 প্ৰকৃতিক শলাগি, মন ক্ৰাপ কুৰ পেলাই নিয়া ফেঁ
 হাঁচটিৰ হুহুধীয়া বাত হালি জালি পৰম পিতা পদ-
 ৰধক দেখা কৰা, দেখিব তেচো দেখিবা, নকলো
 বং তামাছা উলাহ আনম। বাওত ৰূপ স্নায়

প্ৰকৃতি দেৱীয়ে কৃতজ্ঞতাৰ চিন স্বৰূপে পৰম পিতাক
 দ্বাৰাগিৰে আৱলিয়ে সৰু ভাওৰ হৰেক বক্ষমৰ বঙা
 বা হাৰাখোঁ ফুল দি হামিমাশি নাচি বাপি আনন্দ
 হৰা, আৰু আনোৰা মনপ্ৰাপ হৰি নিয়া।" প্ৰকৃতি
 ভাৱে কোৱাৰেক বসন্ত-আগমনত টলকা মাৰি থাকিবলৈ
 জাৰ নাপাই চৰাই চিৰিকিৰিবেগেও আনন্দত আপোন-
 পৰো হৈ নানান হুংৰে সকলোকে বসন্ত আগমনৰ
 বাতৰি জনায়। আৰু লগতে প্ৰকৃতিক ধন্যবাদ দি
 নানান মূলতিল গানেৰে আশ্চৰ্যময় অশৌকিক সৃষ্টি
 বৌশলক শলাগি উদ্ভেদত নুব পেলাই সেৱা কৰে।
 এক কবাত কবলৈ গলে এই সময়ত চাৰিবিছালৈ
 পৰেখৰ অশৌকিক সৃষ্টিৰ অন্তুলনীৰ শোভা শৌনৰ্য
 দেখা পোৱা যায়।
 সন্ধ্যাৰ দিনা গৰু-পাইবোৰক মাহ হাশৰি আৰু
 কেল-পুৰ ঘঁৰি ৰীঘলতিৰ এচাৰিবে, "ৰীঘলতি ৰীঘলতি
 ৰীঘল ৰীঘল পাৰ, তোক কোবাওঁ হাত জাত, মাৰ
 আছিল সৰু, বাপেৰ আছিল সৰু তই হ'ব গৰু"
 এই মন্ত্ৰ বা কৰা কাকি মাতি গাওঁৰ সকলোৰে লগ
 দ্বাৰি উকলিত হৈ গা উঠুৱা হয়। সেই দিনা বাতি
 সিঁতক বিহু পৰবে পোহালিত চাকি বতি অশাই
 ইংৰক ভাব কৰি বন্ধা যায়। আৰু মাহুৰেও দিনত
 বিহু-বাৰোও একোখন গাত সোৱা হয়। নতুন বছৰ
 প্ৰথম দিনতে ধুতি হৈ নতুন উলাহ আনন্দত কাপোৰ
 ৰানি শিঙি উৰি আৰু গৰুকে নতুন বিহু পূৰা একো
 ভাগ লগত ঘেৰাই দি পৰবেখেৰে খেদ গৰু মাহুৰ উভয়ক
 নতুন বছৰ কামত উজীৰু কৰাই সকলোকে নিৰ্বিয়ে
 বহুই ইহাৰে তেওঁৰ ওচৰত মিনতি কৰা হয়। মনত
 আনন্দ উৎসাহ আৰু মন পৰিত্ৰ নহলে কোনো কাষেই
 নিদিখে। সেই বেৰি আনান পুৰ্ণ পুৰুষকলে বছৰটো
 লৈ সদায় আনন্দ উৎসাহ আৰু মনৰ পৰিত্ৰতা থাকিব
 লগে বুলিয়েই বোধকৰো বছৰৰ প্ৰথম দিনতে এই
 পাতনিৰ আগলত পাতনিৰ পতাৰ এটা প্ৰথা জাতীয়
 উৎসৱ বা পৰম্পৰেৰে উপাসনাৰ বা একতাৰ পটিক
 দেখুৱাবা কাষেই হওক পটিকটোৰ গৈছে। মাৰ বিহু

হবে এই বিহুত টাংক্ৰট চোপ খেল আৰিব নানা বং
 তামাছা হয়।
 ৪৪০০/অ:
 ইয়াৰ পাছতে কঙালি বিহু। কঙালি যে আনন্দ
 কঙালিয়ে, এই সময়ত বঙ্গ-বাহাৰিৰ অকাল বিহু।
 প্ৰাকৃতিক বৃষ্টিও তেনে চাবলৈ নহক। এই বিহু
 লী প্ৰত্যেকক বহুতে মিঠা তেলৰ চাকি মলোতা হয়।
 আৰু কোনো কোনোৱে মাহ সৰিয়হতনিতো চাকি গিলে।
 বেতিৰ কাৰণে বেহেভঙা পিৰিশৰ পিহত কঙাল স্পী
 পাশাধাৰী মাহুৰে আশাৰ বহিগিছকি জগাই ভবিষ্যতলৈ
 বাটাই থাকে। পুৰ আৰু মাঘৰ সংক্ৰান্তকৈ ভোগালী
 বিহু বোলে। ইয়াৰ আগলৈকে খেতিয়কসকলে
 নুব মৰাছৰ দি ধান মাহ আৰি বেতি কৰা শত কাটি
 ছিতি ঘৰলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰে। বাতৰতে ভোগালী
 বিহু Harvest home এই সময়ত একো এবিধ স্বতৰে
 নাটিন নগৰে। উককা দিনা বাতি গৰনীয়াবিলাকে
 সৰা মেৰি বৰত বাঁহৰ ডেকা ডুৱা সৰা বৃষ্টি সকলোৰে
 তোজ পাৰ। সেই দিনাৰ এনে বিচোন মনৰ মিলন
 বেধিলে সঁচাকৈয়ে মনলৈ পৰিব ভাব আছে, আৰু
 অনিৰ্কটনীয় উলাহ আনন্দই গুনিয়া খুদি কৰেদি।
 শিকা দিবৰ আৰু একটা ব্যত্ৰত মেৰ উঠুৱাৰ কাৰণেই
 বোধকৰো এনে এটা মনৰ মিলনৰ তিনি সন্ধ্যাৰ পাতি
 বোলে। ভাত তোজা মেৰো ভাৱ সৰুপালিলাকৈ কৰে
 বাতিটো টকা পেপা টোল আৰি বজাই নানা তবহৰ বং-
 মেমাশি কৰি থাকে। সেই দিনা বাতৰতে অসমীয়াৰ বং
 আনন্দ পানি। চাৰিফালৰপৰা কেহম গীত মাত,
 পানী হিঠলৰ শৰু টকাপেপাৰ মাতৰে শুনিবলৈ পোৱা
 যায়। বহুত নোহোৱা আন কি বাঁহীচুৰাৰ বনী ত্ৰুশুনীয়েও
 ধুৰি মাগি আনি লেগে, সান্ধৰ পিঠা আদিৰ মেগোৰ
 কৰি আনৰ লগত সন্মানে ফেৰাৰি ভোগালী বিহুৰ
 পোপত উজায়। সুখী-সুখী সকলোৰে ভোগ কৰিব
 লগে বুলিয়ে বোধকৰো এই বিহুটোৰ নামৰক
 ভোগালী বিহু। সংস্কৃতিৰ দিনা পুৰা সকলোৱে মেৰি
 খেদত কুই লগাই দি কুই পুহায়। প্ৰত্যেকক বহুতে
 লকি অহুহাৰে উৰবৰ উপাসনা কৰা হয় বাতিপুৰা

আ-মলপান পাই বৈ ডেকা ভা হাবিলাকে চোপ টাং জট
আদি নানা ভবনং বংগেয়ালি কবে। আগর দিনত
মহুগর সেনমেগা আতিতো বর প্রনা পোটবাই আনন্দ

কবিছিল। সেইদিনা কবো শত্রু ভাব নাগো।
আক সেইদিনাবপবা গধরীয়া বিলাক বানা হিগ
হাতীর ধবা মুকলি হয়।

মায়ামবা সম্প্রদায়

(প্রাচ্য বিশ্বাসদর্শন বা নুগেন্দ্রনাথ বহুলে লেখা ইংরাজী চিত্রির ভাঙনি।)

প্রিয় মহাশয়

আপোনার ২১১৩০ তারিখর আক তার পিছবে
ছখন চিঠি পাইছি। আপুনি যে আচরিত, মহামতি
গেটের বৃদ্ধী, চেহেদ, বিপট, জনশ্রুতি ইত্যাদির গণ-
নত নির্ভব কবি আমার সম্পর্কে তুল আক অশুদ্ধ কৈক
লেখা কথাবিশাক আপোনার "চোচিয়েল হিষ্টরি অব
কামরূপ" ৭ তৃতীয় খণ্ডত প্রত্যাখান কবিন বুলি আমাক
জনাইছে এই বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাসে।।
আপোনার ২য় খণ্ড "চোচিয়েল হিষ্টরি অব কামরূপ"
ব ১৫২ পিঠিত আমার ভাতি আক মহাপুত্রক অনিচ্ছ
বিষয়ে লিখিছে— "তেওঁর বংশধরসকল পিছত তেওঁ-
বিশাকর পিতৃ পিতামহ আদিরসকলর সমাধিবন্দা চ্যুত
হল আক কলিতা ভাতত পবিত্র হৈ কলিতা চ্যুত
জনাকাত বৈছে আক কলিতা ভাতে সৈতে বিবাহাদি
আমান প্রদান কবিছে।" এই কথাত আমার বোঝ
আপাতি।

ধবাজাতো আমি কলিতা নহওঁ, কলিতা বুলি জন-
জাতো নহওঁ, কলিতা ভাতে সৈতে বিবাহাদি সম্বন্ধ
কবা নাই। আমি উন্ননী আসামর যি মলপ সংখ্যক
কাষ বংশ আছে সেইসকলেসৈতেহে বিবাহাদি সম্বন্ধ
কবে।।

আবার মহাপুত্রক অনিচ্ছ দেবর বিষয়ে জনাওঁ—তেওঁ
ঐশ্বর্যস্বরের যুগাক কাম্যে ৬৭৭৭৭৭৭ বোবী মর্জত
আলিভুক্তা গোতাডেকাগিবির ঔষমত উত্তর লন্যনপুত্র
নাভায়গুপু মৌকার বিষ্ণু বালিকুটি গায়ত ১৪৭৬ শরুত

অর্থাৎ ৬শতবছরের কোচবেহারত ১৪৯১ শ'কত বৈষ্ণু
হরর ১৩ বলাব বছরর আগেয়ে জন্ম গ্রহণ কবিছিল।
৬ অনিচ্ছ দেবর বাশ্যবধি ধর্মপরায়ণ আছিল পুত্র
থাকি সকলো শত্রুত পৈপত হৈছিল আক তেওঁ ৪৫
বছর বয়সত মেতিয়া বুদ্ধিলে যে শত্রু নন্দলে আক
ঈশ্বরত ভক্তি কবির নোমানিলে সকলো প্রকার জন্ম,
বিজ্ঞা, বুদ্ধি অস্বার্থক—তেতিয়া তেওঁ বংশটো বহুক্ষয়
ভবানুপরি মৌকার কাগলাবত থকা মহাপুত্রক ৬গোপাল-
সেবর ওঠাল ধর্মশিকা কবিরলৈ নায়েবে ভট্টার
পৈছিল। ৬গোপালসেবর তেওঁক নায়েবে ভট্টারই জ্যা
কবা তুমি (বংশধরী মতে সপোতেজ জানি) তেওঁর
পোষোনা মৈর ঘটপর্গলা তেওঁর ঘরলৈ নিয়াইত
এটা নতুনকৈ আলি বহাইছিল। মহাপুত্রক আনন্দ
সেখক আদিভুক্তা গোতাডেকাগিবির পুত্র আক প্র-
শকসেবর ভাগিনীয়েক বুলি জানি ৬গোপালসেবর তেওঁক
এইদবে ১২৭৭ মেথুবাইল এই আলি বহাইছিল।

পিছত মহাপুত্রক অনিচ্ছসেবে নাধরপবা নামি এই
নিত্য আনিতিক সম্মান কবি আগর পুত্রহি আদিয়োরি
৬গোপালসেবর আশ্রমত উঠিলগৈ। এই ঘটনাটিকপার
৬ অনিচ্ছসেবর শিষ্য সেখসকলর পুত্রভিত্তক নার
হৈছে।

৬গোপালসেবর শুক ইন মহাপুত্রক ৬ অনিচ্ছসেব
বৈষ্ণবধর্মর তথ্যবিলাক ইহাম ভাগলুক নিকা কবিহি
যে শুক গোপালসেবর তেওঁক মনুস্মৃতি নাগক লিখি
কবিরপনা ক্ষমতা হৈছিল বুলি কৈছিল। পিছ

এসমত আগের বঙ্গ চুপাম্বা বা বোবা বজাই মহা-
পুত্রক অনিচ্ছসেবর আলৌকিক ক্ষমতার বিষয়ে তুমি
লেখেনতক আপুনি আপোনার "চোচিয়েল হিষ্টরি অব
কামরূপ" গ্রন্থর ২য় খণ্ডর ১৫১ পিঠিত লেখা পরীকটো
(অর্থাৎ কলহর ভিতববপনা মারা সর্গ উলিয়াই আকো)
সেই মারা সর্গ নোহোঁবা কবা কামটো) কনি—তেওঁক
আশ্রয়অশ্রয় নাম দিয়ে। অনিচ্ছ নামটো তেওঁক
৬গোপালসেবর দিছিল। তেওঁর আগর নামটো আছিল
হরকঠ মিহি। তেওঁর শিষ্যসকল এনেকুবা ধর্মত বিখ্যাতী য়ে,
তেওঁরবিলাকে নিজ শুভত বলে আন কাতো মুর নোহো-
হাই আক ঈশ্বর তেওঁক বলে আন কনো।সেব-বৌত
সেতা নবর। এই কাগে মায়ামবীয়াসকলক মত-
কর্ষ্যং মতেক বলে। পরবর্তী কালত বুদ্ধি সর্গনাধার
বজাক কোবোবাই বল দিলে যে তেওঁর সম্ভলে জা
মায়ামবীয়া পাজ চাবিজননে তেওঁক সেতা কবা নাই।
বজাই এই কথা তুমি পাজ চাবিজনক মোশাত পাজ
চাবিজননে কৈছিল যে "আমি নিজ শুভত বলে কাতো
মুর নোহোতাও।" এই কথাত বজাই আঁতবর ছখন
তবোবাল পথানিতিক পত্যাটোই ছখন পাজক ছটা তেখী
খোঁত উঠি সেই তবোবাল ছখনকৈ সত্যকি যাইল
আশ্রম দিলে। পাজ ছরনে বিষ্ণুলী সজাবে খো
বোবাই তবোবালর কাম পাইও মুর তললৈ নবকাত
উভয়ে মুর ছটা তবোবালত আসি উত্তরি গল।
মায়ামবীয়া পাজর এনেকুবা অসীম সাহ আক অটল
প্রাজ্ঞতা দেখি ই ছরনক আক পরীক্ষা নকুবি এহি
তুমি বছর ৬গোপালসেবরপবা ধর্ম শিকা কবি, তেওঁর
অনিচ্ছ লৈ আক এই ধর্ম এসমত প্রচার কবিরলৈ
আপেন পাই নিমগর বিষ্ণু বালিকুটিগৈল আহি ১৫১৩
শ'কত সত পাচে। পিছত উদ্ভারর বোবায়্যাত তাত
থাকিব নোবাই মায়ামর বাধল আগে, সেই ঐতিহ
চাবিককায়ে নাহর পচ বোবাই নাহেআশ্রয় নাম বি
সত স্থানন কবে। ইহাতে মহাপুত্রক অনিচ্ছ সেখ
অগণনীয় প্রচার হোঁরত সকলো জাতব আহছে আহি

তেওঁর ধর্মত শবণ লয়। ৬গোপালসেবরপবা এখন
শাজ পোতা বাবে আক তেওঁর খোঁবর ক্ষমতা বেবি
তেওঁক আন আন সারীসকলে বিশেষকৈ শত্রুপন্থী
সকলে হিংসা কবি আহোম বজানকলত সবার মিহা-
বিচিত্তক আমায পুত্রপুত্রকসকলর বিষয়ে লগায ধবিলে।
তাৰ সর্গ আমায চতুর্ধ অধিকার ৬নিত্যানন্দ দেবর
দিনবপবা আহোম রাজসকলে আমাক নিগ্রহ কবির
ধবিলে। চুপাম্বা বা ভগাবাকাই চতুর্ধ অধিকার ৬নিত্যা-
নন্দসেবর হত্যা কবালে। ৬পাধায সিংহই আমায ৭ম
অধিকার ৬বৈকুণ্ঠনাথ সেখক হত্যা কবালে। এইজন
বজাই ৬গোপালসেবর পছর সকলো অধিকার আক
ডেকাসকলক ধবাই নি নামরূপত বকী কবি পিছত
প্রত্যেক সজাবে অধিকার আক ডেকাভনক বখ কবালে।
আমায মৌসাইসকলে "প্রতিহিংসা লোবাটো" বৈষ্ণব
সত মহয়র কর্তব্য নাহর বুলি জানি সৈবে সকলো
অস্যাচার সূচি আছিল। কিন্তু মেতিয়া শিবসিংহজাই
মুলেখরী বাগীর উত্তরিত আমায ৮ম অধিকার ৬অজুত
মৌসাইক হত্যা কবিরলৈ দিলে (খবিও পরবর্তী
মৌসাইক অশ্রগ্রহত ৬অজুত দেব বজা পবিল) আক
মেতিয়া ৬কীর্তিক বববকবাই মারবখোবা মরণক
হাতী মৌসাইগেত কুট ধবি আক বাঘ মরণক ধবি
মৌসাইগা বিষয়ত অগর ধবি অজায়ক লণ্ড বিহিলে
তেতিয়াই এই ছরন মবাণ মাতসকলে ৬অজুত মৌসাই
পুত্র ৬শম্ভুক (খাৰ স্তম্ভর নাম পাগিনী বহডেকা)
বহডেকার বাফাল আক নিরসিংহ বজার তৃতীয় বাগীর
গর্ভক বরজন গোহাঁই মোহন নামাহেয়ক লণ্ডত লৈ
বিদ্রোহ তুলিলে। ২য় অধিকার ৬অজুত মৌসাই
এই বিদ্রোহ তুলিবলৈ তৈয়াই তৈয়াই মানা কবিছিল।
মহামতি চাঁর উদ্ভার্জ্য গেইট চাহাবর বৃদ্ধবর ১২২
পিঠিরপবা এসমত আগোম বাজবর লক্ষ্য বিষয়
আধ্যায়টোলৈকে পঢ়িলেই পাৰ কি কি কাগণকনো
এই মায়ামবীয়া বিদ্রোহ হৈছিল। বৃকত বজাযব পাটিল।
৬লখীসিংহ সিংহসন চ্যুত হৈ পলাইছিল আক তাব
পিছত বজা, কীর্তি বববকবাই উভয়ে ৬অজুত মৌসাইক

আশ্রয় লৈছিল, ৩৮৫৪তম গোয়ায়ে বাঘক অত্যাচার
আজ বিদ্রোহ কবিরূপে মানা কবিছিল; কিন্তু
বাঘই ছতনি আন আন সত্বর সকলো গোঁসাইক ধবাই
আনি ৩৮৫৪তম গোঁসাইত শরণ লবগৈ দিছিল। ৩৮৫৪তম
বৌদায়গৈ বাঘক বন্দানগৈ এই গোঁসাইকসকলক এখন
বৈকুণ্ঠনৰ স্তম্ভি বৰ্ণন কৰাই সকলোকে বৰাই বৃদ্ধাই
সন্মান কৰি বিদায় দিছিল। যেতিয়া বাঘই কু-কথা
কৈ লক্ষ্মীসিংহ বজাৰ আৰু কীৰ্ত্তি বৰবৰজাৰ গোঁসাইৰ
আশ্রয়পনৰা বসেৰে ধবাই লৈ গৈছিল, তেতিয়া
৩৮৫৪তম বৌদায়গৈ বাঘক শাপিছিল যে তাৰ বিহতে
বিহু দিগিৰি। পুতেক গাৰ্গিনী বৰডেকাক কৈছিল যে
তেওঁ এই বিদ্রোহৰ বাবে বহুবংশীসকলৰ ধৰে সবংগে
বিদ্বন হব। ৩৮৫৪তম বৌদায়গৈ শাপ কৰিছিল।
৩৮৫৪তমসিঙাই আকৌ বাগশাটত উঠি মাহামবীয়াক
নিৰ্গম কৰিবলৈ আশেপ দিলত বজামবীয়া সকলে আমাৰ
অনেক মাহামবীয়া মাহুৰ মাৰিলে। ৩গোবীনাথ সিংহে
বজা হৈ চেৰে মাহামবীয়া বহিলে, দুইতে দুইটা শিৱঘতে
আমাৰ ১,২০,০০০ মাহুৰ বিনামুহুৰে ধৰি ধৰি মাৰিলে।
কিৰীৰ নোহাবি আৰু এনেদুহা অস্বাভাবিক হত্যাকাণ্ড
সহিব নোহাবি মাহামবীয়াসকলে আকৌ বিদ্রোহ
চলিলে। এই বেগি হবিহৰ উঁতি নামেৰে এখন
৩মাহামবীয়া আহোম সেনাপতিয়ে মুক্ৰ চলাই বজামবীয়া
ধটুৱালে। ভাৰতসিংহ নামেৰে আমাৰ এখন ডেকা
বৌদায়ক বজা পাতিলে। গোবিন্দাৰসিংহ শুভাৰাটীলৈ
পলাই গল; আৰু কাথান যেনেহুক আনিমে মাহা-
মবীয়াৰ ধটুৱাই ভাৰতসিংহক ১২১১ শ'কত বধ কৰোৱাই
গোবিন্দাৰসিংহ আকৌ বজা পাটত উঠিছিল। ইয়াৰ
শিহুত যেতিয়া শক্তি স্থাপিত হল, তেতিয়া আন আন
সত্বৰ বৌদায়ই সকলে ৩পূৰ্ণানন্দ কৃষ্ণাণৌহাইত গোচৰ
দিলে যে মাহামবীয়াসকলে বাৰুবিদ্রোহ কৰাৰ বাবে
মাহুৰ মৰাৰ বাবে, পৰাচিত হৰ লগে। আমাৰ পণ্ডিত
বৰুৱাই জনাইছিল যে বহি মাহামবীয়াৰে পৰাচিত হৰ
লগতে তেনেহলে বাৰুপক্ষ সকলো পৰাচিত হৰ লগে।
কিন্তু মাহামবীয়াই বি বাৰিছিল সি সত্বৰ দুইভাঙে

বাৰিছিল। কিন্তু বজামবীয়াসকলে বিনামুহুৰে ১,২০,০০০
আৰু তাতেটকৈ সত্বৰ মাহামবীয়া মতা, মাৰ্কী, নাৰান্দ
শিত, জাঁমিত বজা ১২০ ঘৰ ত্ৰাণৰ আৰু অস্ত্ৰাধাৰণী
অনেক ত্ৰাণৰ বধ কৰিছিল। এই তৰ্ক শেষত ৩চক্ৰ-
কাৰ্ত্তসিংহ বজাৰ গোচৰ হোৱাত বজাই মাহামবীয়া-
সকলৰ ফালেই বাৰ গিলে। ফলত উভয় পক্ষই বেলেগ
বেলেগ পৰাচিত হল; আৰু তেতিয়াবেপৰা উত্তৰপক্ষ
ফাটি বল।

মাহামবীয়াসকল আছিল বীৰ-বীৰ-সতিসম্ভৱ,
তেওঁবিলাকে তল পুছৰিয়া কথা নেমাৰিছিল। কিন্তু
বজাৰ প্ৰিয়পাত্ৰ হবলৈ আৰু মাহামবীয়াসকলক চিন-
কালমতে কলঙ্কিত কৰিবলৈ কোনোবা সত্বৰ কোনোবা
ভৰাই বা নবাই কৰিয়ে সেই আৰ্চিচিত নামৰ পুখি-
খন ৩মাহুৰে মাহাপুত্ৰৰ নামত জ্বল কৰি দিগিলে।
এই আৰ্চিচিতখন বেলেবেপা আৰু জনশ্ৰুতিতে মাহামতি
গেইট, আগুনি আৰু আন আন নতুন পুৰণি সকলো
লেখকেই মাহামবীয়াসকলৰ বিবেকে অবিলাক অস্বপন
কথা বেনে—“মাহামবীয়া গোঁসাই জাতত কলিত,
অনিকঙ্কয়ে ৩শক্ৰবেহৰ ধাতু ত্ৰাণাক্ৰবী হুৰ কৰি
৩শক্ৰবেহে সৈতে কামিয়া কৰি ফাটি আছে; মাহা-
মবীয়াৰ শিৱদলকে জোমত বাজে আন সকলো জাতিয়ে
কাহৰ, কোচ, কলিতাকেওঁ (বাগুশো নে প) পৰশৰ
বিবাহাৰি আহান-প্ৰদান কৰে” ইত্যাদি নাচুত নাচুত
কথা দেখিছে। এই আৰ্চিচিতখন যে জাপশুৰি এইটো
কেৰে ভাবি নেচোৱা, কিন্তু আমি আপোনাক ভাটী কওঁ
যে এই আৰ্চিচিতখন মহাপুত্ৰ মাহুৰেহৰ নামত কৰা
জাপশুৰি। ইয়াৰ ভাষ্য, ছন্দ, পদ সকলো কৃষ্টিং।
বৈকুণ্ঠনপৰা সত্ৰীতে বোত্ৰাৰ পৰা পদ গিৰৌতা, মহা-
পণ্ডিত, মহাপুত্ৰ মাহুৰেহৰ হাতত এই পুখি হৰই
নোহাবে। ছন্দৰ, পদৰ মিল নাই, ভাষাৰ লাগিত্য
নাই এনেখন আশু পুখি মাহুৰেহেৰে লেখা!! ধৰ
শাস্ত্ৰাস্বীকৃত বিবেচ। আমাৰ মহাপুত্ৰ অনিকঙ্কয়েৰ
বিষয়ে লেখা গোটেইবিলাক কথা কাল্পনিক ঘটনা-
বিলাকৰ কোনো শ'ক ভাবি নাই। যদি বসেবোহাও

বাৰুতেই ৩শক্ৰবেহৰ নামেৰে উজ্জীৱৈণে আহিছিল তেনে-
হলে প্ৰভুৰে কোচবেহাৰত ১৪২১ শ'কত বৈকুণ্ঠী হৰ
কেৱল মানৰ আগেৰে আহিছিল। মহাপুত্ৰক অনিকঙ্ক-
য়েৰে জন্ম শ'ক ১৪৭৫। তেনেহলে শ্ৰীশ্ৰীশক্ৰবেহৰ
নামেৰে উজাই অহা কালত ৩অনিকঙ্কয়েহে হতেও জন্মই
এখন কথা নাছিল, নতুবা জন্ম গ্ৰহণ কৰিলেও নিজেই
চেহুৱা আছিল। এনেহলত তেওঁ সেই সময়ত কেনেদৰে
বৰ্ণ নাই মহতঃ হল আৰু প্ৰভু শক্ৰবেহৰ ধাতু ত্ৰাণাক্ৰ-
বী কলতক বোগশাৰ হুৰ কৰি ৩শক্ৰবেহৰ অভিশপাত
লৈ বিচ্ছেদ হল আৰু জাতিও হৰুৱালে। প্ৰভু শক্ৰ-
বেহৰ চাৰিখন চৰিত পুৰিৰ ভিতৰৰ এখনতো এই
‘হটনাৰ বিন্দু বিৰ্গণও নাই। ৩অনিকপাট সত্ৰ ৩বনমালী-
য়েৰে পিতৃ বুলি সকলোহে জানে। ৩বনমালীয়েৰে
আছিল বেহাৰৰ ৩বনমালীয়েৰেৰ শিষ্য। ৩বনমালীয়েৰে
আছিল ৩মাহোৰেহেৰেৰ শিষ্য। বিহিঙৰ ৩বহুদিনয়ে
আছিল ৩গোশাপুত্ৰেৰেৰ শিষ্য আৰু আমাৰ ৩অনিকঙ্ক-
য়েৰে হৰিতকত। এনেহলতো এই পুখি কৰিয়ে
লেখে শ্ৰীশক্ৰবেহেৰে ৩মাহোৰেহেৰেৰ লগতে লৈ আৰু
৩অনিকপাট সত্ৰ পাতিত ৰাশে আৰু ৩বহুদিনয়েৰে
বিহিঙত ৰাশে। ধৰ গহত গৰু উঠা কথা। ইয়াৰ

উপৰিত বিবিলাক ঠাইৰ বিষয়ৰ দিছে সেইবিলাকে
জমিল।

হুৰৰ বিষয় আমাৰ কোনো মাহুৰেই কি মাহামতি
গেইট, কি দিটাৰ বি-শি-এলেন, কি আপোনাৰ কাৰ
চাপিব পৰা নাছিল সেই কাৰণেই আমি ইমান দিনে
ইমান মিন্দনীয়, বৃথণিৰ হৈ আছে। আমি ইমান
নিৰ্দায়িত্যন গৰি আছোঁ।

বি কি মহতঃ আপোনালৈ আমাৰ বংশাধীন্যৰ
পৰা পুত্ৰ-নামাৰ নকল এটা পঢ়িৱালে। আমাৰ
বুৰঞ্জী পুথিখন আমি বিদ্যান শীৰে পাবো অসমৰ প্ৰথম
ঔপন্যাসিক আৰু সাহিত্যিক শ্ৰেণক প্ৰাপ্ত ই-এ-চি
শ্ৰীযুত বৰুৱীকান্ত বৰলৈগেৰেৰে এখন পাতনিৰে সৈতে
আৰু পাবিলে এটা সমালোচনাৰে সৈতে ছপোৱাৰলৈ
মন কৰিছোঁ। আশা কৰো আপোনাৰ ৩৪ খণ্ড পুথিত
আমাৰ বিষয়ৰ হুল ধাৰণাবিলাক সঁজুতৰ। ইতি

বিনীত—
শ্ৰীধৰানন্দজ্ঞান গোশাধী
দিনজৰ মাহামবা সজাৰ্চিকাৰ।
চাহুৰা গো: আ:
ভিক্ৰপত।
১৭-২-০৩

দীন

কেহেৰে জনান ঐ, মোৰ ই প্ৰাণৰ বেথা—
সাদৰী তোকা!
কতদিন দুই গালে চকুলো বাৰে—
কত উজাগৰে বাতিটো পুছাল।
—হুহুটল পৰাণৰ
সলিলৰ
প্ৰাণৰ বাসনা।

কি বেথা সানিা বেৰ।
মোৰ ই প্ৰাণৰ
মৰমৰ
পূজীৰ তলিত।
বেথ হৈ পৰাণৰ অছৰণ প্ৰেয়—
উচুপি উচুপি মোৰ—
প্ৰাণবায়ু বেথ হৈ যাৰ।

কেনেকেনো বিকাশিত।

কোমলমণ্ডে অতি হুকোমল

মানসের প্রিয় পরিমল ?—

খোঁশ মোর হৃদয়ের দুকলি ছায়া ;

আজ হের এই জগতর

বহনমানে অভাগী হুখীয়া ।—

কোনো কয় তোব হকে চৌকা নাই

এটুপী চকুশো,

কোনো কয় তই হের চিব চুড়গীয়া ?

—কতদিন উদ্ভাগরে কটালি বহনী—

পাম মুলি প্রেম-বস এই জগতত,

কত তই কাশিদি সোণাই—

অকলশরীয়া হৈ এই মরতত।

অ মোর হুখীয়া,

তয়ে যদি অকলশরীয়া,

তয়ে যদি কান্দ দিনে বাতি,

অহা নাই অহা নাই প্রিয়

শান্তি মই অকলে লাভিব।

তোব সি বেখাব গমনে,

খও খও কবি নিয়ে

হুংপিও মোর,—

হই মই উতলা বলীয়া।

তয়ে যদি অকলশরীয়া,

কিয়নো আহিলে মই এই মকলৈ—

কিয় বেদ দিলা মোক

মানবর হিয়া ?

যদিহে দুখলে বেহা। হুখীয়ার হকে মোর

পরাণর প্রাণ হকোমল,—

যদিহে নিরিলা দেহ, নয়নত ছুট বিদু জল,

মছি নিরা মানবর হুকোমল হিয়া—

নুহুংতে করা মোক

অকলশিলা।

সোঁয়া যে সখুত-মোর,

কান্দে মোর মানবর প্রাণ ;—

সেই ধনী নিতে বাজি

কবিলে আকুল মোক,

সেই বেধা মানি লৈ

পরাণত মোর,

আজি মই এক ভগা প্রাণ ॥

নেলাগে নেলাগে প্রেত,

নিখিচায়ো একো মহাদান—

বিয়া মোক সেই প্রেম সেই প্রাণ,—

—সেই বেধা সেই গান,

—বি বেধাত আকুল মোর

পরাণর প্রাণ প্রিয়তম।

মানি ল'ম মানবর বেধা,

সেয়ে মোর শ্রেষ্ঠ আভবন ;—

জীবনর সুহৃদি অকুল,

পরাণর অতি প্রিয়তম ;

সেয়ে মোর জব সত্য অসীম অপার।

অসীম কাগরে পরা

সেই বেধা মানি লৈ

হৃদয়ত মোর

আজি মই আকুল বিতোব ॥

হে বেহা। বিয়া মোক এটো মাথোঁ দান,

পাখোঁ যেন লাখর কবির হুখ

মোর অতি প্রেয় হুখীয়ার,

—পাখোঁ যেন

প্রাণ শীতলার ;

যায় যদি যাক হৈ খও খও মোর

জীবনর হুখ শান্তিবোর,

নেলাগে একোকে মোক

শান্তি মই পাম ক'ত বেহা।

আজি মোর সখুত বুকুর পোনাটি,

চকু-পানী মছি হই গলে

আকি লয় বিধার ছবিটি।—

কেনেকো জনাম ঐ !

পরা হলে পরাণর প্রতি বিদু

খও খও কবি,

ধলি কথা কলে

উক্কালো হেতো মই,

যদিহে লাখর হুখ

তোব হুখ,

হে পরাণ প্রিয়।

হে পিতা!

মছি নিরা তোমার নিশ্চাঁদ।

নিরিলা যদিহে মোক

সেই শক্তি হুখার হকে,

সখুত চাই মই—

অকলশ বিধা—

তুচ্ছ হৈ হাই হৈ

যায় যায় তোমার নিশ্চাঁদ।

দায়বী দায়বী মোর,

যদিহে দুখছে তোব

হুখর বোঝাটি,

যদিহে টুকিবি তই চকু—পানী নিতে,

বার্ঘ মোর মানব পরাণ।—

বার্ঘ মোর জীবন ধারণ।

লক্ষ লক্ষ বর্ষ ধরি

জগতর বহনমানে শোক হোমানল,

আকি লায় অসীম বিধা।

—অকলশরীয়া হৈ

জগতর শান্তি ভোগ

আজি মোর তীর হলাহল।

বাজ হের বাজ হের জগতর করণ সঙ্গীত,

গছ-লতা-পল-পাত সকলোরে তোলা সমস্বর—

স্বর্ণ হোনা মানি আছা,

আজি এই মানবর হিয়ার বেধাত

তোলা সবে বেধার বোদান।

কান্দোতে কান্দোতে মোর

চকু যেন অন্ধ হৈ যায়,

আবেগে আবেগে যেন

প্রাণ মোর বোদ হয় প্রায়

মানবর হিয়ার বেধাত

চকুলোরে নদী বৈ যায় ॥

ঐকনকচক্র চাংকাক্তী

পবনশ্রবণ পবাজয়

অতি গুণি কালত কাণিত এজন বজাই বাজর
কবিছিল। তেওঁর অধা, অধিকা আক অধালিকা
নামেবে তিনিল্লনী বিপলিণ কল্পা আছিল। অধা
ভাঙর, অধিকা মাছু আক অধালিকা সঙ্ক। আগর
কালত আজিকালির নিচিনাকৈ বিয়া বিয়া প্রথা প্রায়
নাছিল। ছোবালীয়ে নিল ইজামতে প্রাক্তো বাজ-
সভাপরবা বাজকাইব এজনক নিছর জীবন সপিদি ববি
গৈছিল। এনেকৈ ছোবালীয়ে নিল ইজামতে নিছর
পতি বাচি পোয়াকে সখর পতা বৃশিছিল।

বসুর কাণত মূলনিত মূল মুলি হুকমকাই থকার
দবে বজার মূলনিত অধা, অধিকা আক অধালিকান্দনী
তিনি পাছি মূল মুলি ভোমোং কণী অনেক বাজকাইবর
মন মতলীয়া কবি হুশিছিল।

এনেতে এদিন হঠাৎ তেওঁলোকর সখরব বিন
আই উপহিত হল। সখরব কথা তুনি অনেক বেশ-
পরা বাজকাইবর মানি মগা পকহার দবে আজি নয়নত
পরাণর পরিবেশি। আজি কাশী বচাব নয়ন
লোকে লোকবাণা। সকলোবে মহা আছিল।

কুমারীসকলর কিঙ্ক আদি জীবন পরীক্ষার দিন উপস্থিত। কাকনো তেওঁলোকে নিজর জীবন সপি দিব কি বা গলত মালা দিলেনো তেওঁলোক চিরস্বামী হব এই ভাষতে বিজোব। এই সময়ত পবি বাজুকুমারীসকল সূর্যমান হৈ আছ। অথবা কিঙ্ক সেই ভাব নাই। তেওঁ শাখ-বাজক মনে মনে পতি বরণ কবি তেওঁর দ্বয়র আদন পাতি সম্বন সচাশন বাবৈল অপেক্ষা কবি আছ। যথা সময়ত সম্বনর বেশা বাকি উট্টিল কুমারী-সকলর গাত মাহ হাশগি বহি নোয়াই দুবাই বাস-সভালৈ অনা হল। ইতিমধ্যে উপস্থিত বাজুকুমারীসকল পতি জীমই টির বি সকলোকে তনটিক কবৈল দবিলে। “মই কুকুলর জীম। সকলোকে সাকান্তে এই বাজ-কুমারীসকলক মই বলগে ধবি নি মোর ভাই সত্যায়ী পুত্র বিচিহ্নার্থীর লগত বিয়া দিম। কাব মাধ্য যোক ইয়াবলা বিবত কলে। এই বুলি কৈলে তেওঁ বাজ-কুমারীসকলক ধবি আনি নিজর বখত ভূদি ললে আক দুগুণ বেগেগে তেওঁর বখত যোনা হস্তিনাভিমুখে চলাশনৈল দবিলে। হঠাৎ মহা উৎসবর ঠাইত ১৬ দিনানৈ আকাশ গগন ভেদি উট্টিল। সাকলোশিক বলাই নিজ কচর আক অপ্রাণন কবি জীমই সন্দুবান হল। হলেই বা কি হব জীমর শবর কোবত সকলো-বিলাক বলা বলা সংকট হৈ চেবেশী চেবেশী হৈ পলাল। জীমই নিজ বাহুদয়েনৈ বন সিনি হস্তিনা পালেগৈ।

কালিনৈ হস্তিনা বিচিহ্নার্থীর বিয়া কলেনে আনন। এই আনন্দর বিনত হস্তিনাধারী সকলোকে মহা উৎসব। কিন্তু হায়! কি আচরিত! এই আনন্দতো এখনর নিধানক দেব! গল। সেইজন্য হৈছে নয়াগত কালী বাজকলা অথ। তেওঁ য়ে আগেগে শাখক মনে মনে জ্বর আসনত বহুহাই পৈছে। এতিয়া বিচিহ্ন-ার্থীর লগত তেওঁ কেনেকৈবা সহবাস কবিব। কবিলেও তেওঁ য়ে বি-চামণি হব। মহাপাশে তেওঁর মন কল-মিত কবিব। এইবিলাক চিন্তাতে তেওঁর আঙ্গি মনত শান্তি নাই। কাব আগত তেওঁ তেওঁর মনর হুব ভাটি-পাতি কব? কলেও তেওঁ মহাপাশত পবিব।

ইত্যাদিবিলাক ভাবি-চিন্তি শাখ, তর, মান সকলো জলাঞ্জলি দি জীমর আগত আই হৈ লবযাগে তেওঁর মনর অভিপ্রায় অনলে। আক শাখবাজক তেওঁক সমর্থন কবিবনৈ সকাতে প্রার্থনা নাহল।

কুকুলজ জীমই অথবা কথা শুনি ততালিকে এখন বাণুব লগত তেওঁক শাখবাজক ওচনৈল পাঠাই দিলে। কিন্তু কি পবিত্যপর বিয়র। যাক অছাই জ্বরাসনত বহুহাই জ্বরদেবর পাতিছিল, বাব শুগ-পবিনাত দুবুই মহামানী, মহা প্রতাপী, হস্তিনাবিপতি বিচিহ্নার্থীকো পবিত্যাগ কবিছিল সেই শাখর ব্যস্তার দেখি আদি অথবা জ্বরাসনগত শান্তি বাকি ঢালি অলপ শান্তি পাওক চাবি হুয়াবনৈল ধবা ছুই পুনর বরণ কবি কলিগে উট্টিল। কাবন শাখই তেওঁক গ্রহণ কবিবনৈ অস্বীকার কবিলে। তেওঁ কলে “হে অস্বামী মই এতিয়া তোমাক গ্রহণ কবির নোয়াবিম। কিয়নো যেতিয়াই তোমার জীমই বাসসভাত সকলোকে সাকান্তে হাতত ধবি বলগে লৈ পৈছে আক বহুত চেষ্টা কবিত তোমাক জীম হাতবন্যা সূক্ত কবিব নোয়াবিলো তেতিয়াই মই তোমার আশা পবিত্যাগ কবিছো। এতিয়া তোমাক গ্রহণ কবিলে মোর কলম হব আক কজির সমাজেও বোক হাঁহিব। গতিকে ভূদি মোর আশা পবিত্যাগ করা। জীমর ওচনৈল পুনর উভতি গৈ তেওঁকে তোমার ভবিষ্যত জীমর লগথীয়া কবি লোভা গৈ। মোর ওচনত থাকি হুস্তা ছুই পুনর নজদায়া।”

শাখর এই কথা শুনি অথা মহা বিপদত পবিল। তেওঁর শোক আক চিন্তা তপ্পে বাব্বিবল দবিলে। এবার বি অছাই বিচিহ্নার্থীক বিয়া নকবাও বুলি আবিহে সেই অছাই পুনর কেনেকৈ গৈ জীমক বিয়া কবাবনৈল কব গৈ। জীমগো য়ে তেওঁক বিয়া কবাব তাও তেওঁ বসন্তো ভাবিব নোয়াবে। কিয়নো জীমই বিয়া নকবাও বুলি প্রতিজ্ঞা কবিছে। তেনেকোনো কি অথা আকীজন অবিবাহিতা হৈয়ে থাকিবনৈশকে বিবাহিত তেওঁক ব্রহ্মন কবিছিল? ইত্যাদিবিলাক ভাবিয়েই তেওঁর আঙ্গি মনত ধনিত্যমানো হুব নাই। তথাপি

এবার চেষ্টা কবি চাবর মনে-বে মনো-জীউ গৌ আবিটৈ গ্রহ, তর, মান সকলো বিসর্জন দি হস্তিনাশৈল বাজা দবিলে। জীমর আগত শাখই য়ে তেওঁক বিয়া নকবা, এই কথা কোবাত জীমই কলে “মরো তোমাক বিয়া মরার নোয়াগে। কাবন মই পিতৃদেবতার সূত্র বিদিত্তে মোর নিজর হুব জলাঞ্জলি দিছো। আক বিয়া নকবাও বুলি প্রতিজ্ঞা কবি তেবেতক সত্যাতী আইক বিয়া কবাই দিছো। তেনেকোনো তোমাক বিয়া কবিলে মোর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হব।”

জীমর এই কথা শুনি অথবা সূত্র বরণ ভাপি পবিল। জীমই আঙ্গি তেওঁর প্রাণর বৈরা হল। কিয়নো যদি জীমই বাজসভাপনবা তেওঁক এই দবে মোর কবি ধবি মানিলেহেতেনে তেওঁ আঙ্গি তেওঁর উপাত্ত বেহতা শাখবাজকপরা বন্ধিৎ নহলহৈতেন। আক পাতীজন অবিবাহিতা জীউনো অবিবাহিত কবিব লগাত লবিবহৈতেন। ইফালে তেওঁ বাশেকর বাজাসৈকো বুলি দাব নোয়াবা হল। কিয়নো বাশেক-মাকেও মজত জীমর হাতত পবাজয় হৈ তেওঁশোকব দেহর চুড়া তিনিমোজনারী আশা কেতাবেই পবিত্যাগ কবিলে। যথা এতিয়া কলৈ যাক, তক আগ্রয় নব। তিবোতা য়ে আগ্রয় নহলে থাকিব নোয়াবে। জীমক বিয়া কবাবনৈল অনেক বার পাটিলে আক অনেকর হুতুয়াই আদি জীমক পাটনি ধবালে। কিন্তু একোপমোই জীমক সম্মত কবার নোয়াবিলে। অধশেষত অথা কথির কুলাতক ভূগপতির ওচনৈল গৈ তেওঁ তেওঁর সকলো হুথ নিবেদন কবিলে। পবিত্রবান তেওঁক শাসনা দি কলে। “বাহা! তর নকবিবি। জীম মোর শিষ্য। যোক বর তক্তি কবে। তেনে হুতত মই কলে জীমই তোকে বিয়া কবাব। বিশেষত: জীমই তোব বাবে হাবি। তেনেকোনো তেওঁ তোকে বিয়া নকবানেই বা হই কেনেকৈক? যদি অগভ্যা তেওঁ তোকে বিয়া কবাবনৈল সম্মত নহর তেন্তে মই পুনর কথির কুলাতক সূক্তি দাবন কবি তোব বাবে হু

কবিব। জীমর শোভত পৃথিবীর সমস্ত কজির জগে কবিম।” মোর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ। তর কোনো চিন্তা নকবিবি। হর জীমই তোকে বিয়া কবাব। নহর মোর অস্বামনকত পরি বরণ হব জগে হব।” এই বুলি অথাক লগত গৈ হস্তিনাভিমুখে পলাই কবিলে। জীমই পবিত্রবানক শৈশু ভক্তিকে প্রাণম কবি বহিবলৈ বিয়াব পাছত পবিত্র-ভয়ে প্রথমতে অতি কোমল স্নেহত জীমক অথাক বিয়া কবাবনৈ অহবোব কবিলে। জীম কোমোমতেই সম্মত নোয়াগাত পবিত্র-বান বধত একোনাই হৈ গর্জি কলে “কজিয়াশয়! তই যোক চিনা মাইনে? অথবা বাবে সৌরী কোন। তবই সম্পূর্ণ সৌরী নহনে? তবনে বিয়া করা বুলি কলে হুতত। হর অথাক বিয়া কবে, নহর হুতুর্বে প্রস্তত হ। তোব শোভতে তোব নিচিনা কজিয়াশয়-হীতক আঙ্গি সহাবর কবিম। যোনা যোক আঙ্গি তোকে কোনে বাধে?”

পবিত্রবান য়ে দেখি জীমগো গর্জি কলে। মই অথাক কেতিয়াও বিয়া নকবাও মই হুতুর্বে প্রস্তত আছো।

এই বুলি চুচো অঙ্গ বসুপ ববরাধি বববিবনৈল দবিলে। কাবো কতো পবাজয় নাই! বাব বিমান পবাজক সকলোমিনি কাগ্যত পবিত্রত কবিলে। তথাপি কোনো পমই সূক্ত শিক্তিব পরা নাই। অধশেষত হঠাৎ বিজর চন্দ্রতী বাকি উট্টিল। সেই চন্দ্রতী আনাব গুণ মহাপবন নহর। তেওঁর শ্রিয় শিষ্য জীম বেহরকে; পবিত্রবান সূক্ত হাবি লাজ পাই গুটি গল। অথায়ো পিতৃবাতালৈ নগৈ সন্ন্যাসীশৈ ভেগ ধবি জীমর প্রতিশোধ লনৈল পূর্ণ সন্মত কবি যোগ সাধনা কবিনৈল হাবনৈল গুটি গল। যোগর কি বল। সেই অছাই অনাভ্রমত প্রোণবর দ্বহত ব্রহ্মত শিখণী হৈ নপুংসকল্পে লম লৈ কুলেকের সম্বত জীমক বধ কবার পূর্বকল্পর প্রতিশোধ গলে।

শ্রীভক্তবন শর্মা

মাননীয়

শ্ৰীশ্ৰী সম্পাদক ডাঃবীয়াসেবৰ সন্মুখে।
১২২১ চনৰ ৭ জুলাই তাৰিখে যোৰহাটৰ পলৰ সত্ৰৰ শ্ৰীশ্ৰী তীৰ্থনাথ গোপালীলৈ এই চিঠিখন দিয়া হৈছিল। কিন্তু তেখেতে কোনো আপোচনা নকৰাত চিঠিখন ১২২১ চনত ৭নং উভটি আহি আমাৰ হাত পালেহি। গতিকে এই চিঠিখনৰ নকল এটা আপোনালৈ পঠালো। অতঃপৰে কৰি সৰ্বজন বিদিত আৰু আলোচনাৰ্থে আপোনাৰ বহুলীয়া হাফেকোলা কাকত "বাৰী"ৰ এচুকত ঠাই দি যেন চিৰবাচিত কৰে" এয়ে গোৱাৰী। ইতি—

বিনীত

শ্ৰীমদৰামচন্দ্ৰঅধিকাৰ গোষাৰ্মী

শ্ৰীশ্ৰী বিনজয় মাধ্যমীয়া সত্ৰ

পোঃ. আ: চাৰুণ, আগাম

২০ আচাৰ ১৮০০ নং।

সেহাঙ্গলৈ

প্ৰথম প্ৰবন্ধ—আপোনাৰ ১৮০১২১ তাৰিখৰ পত্ৰখনি ২৮০২১ তাৰিখে পাই সকলো অৰণত হলো। কিন্তু আমাৰ শৰীৰ অস্থৰ আৰু নানা অস্থিবিধাৰ কাৰণে যথা সময়ত উত্তৰ দিব নোৱাৰাত দি ক্ৰটি হৈছে, তাক নিঃশব্দে মাৰ্জনা কৰিব।

আমাৰ অল্প মন্থনকলে কি ভাবেৰে আতৰিক বাদ দি বাৰিছে, আপুনি তাক নহনাকৈ থকা নাই। কিন্তু সেইবিলাক কিমানদৰে ভিত্তিমূলক আৰু সত্যতা-মূলক ভাবেৰে বিচাৰ কৰা সম্ভৱিত নিতান্তই আৱশ্যকীয় হৈ পৰিছে। আমি বিদ্যানন্দৰ হানিৰ বিষয়ে শ্ৰীশ্ৰী-৬মাৰ্ঘসেবৰ কৰ্ত্ত্বক বুলি প্ৰকাশ কৰা "আদি চৰিত" এখনিয়েই সেই মনোমাগিৰ ভাৱৰ উৎপত্তি। তাৰ বাহিৰে আমি দুগা কৰাৰ কোনো বৃত্তিপত্ৰত কাৰণ

বেধা নাই। আপুনি লিখিছে—শ্ৰীশ্ৰী৬মাৰ্ঘসেবৰ চৰিত্ৰ মতেও কিবা পোঠা থাকিব পাৰ। ইত্যাদি। কিন্তু আমাৰ সত্ৰত ৬পূৰ্ণনন্দ কৃত আৰু ৬বনামন্দকৃত দুখনি ৬পোপালসেবৰ চৰিত্ৰ আছে, যদি তেওঁৰ আন কোনো চৰিত্ৰত দুগাৰ কাৰণ আদি লিখা আছে তেন্তে তাক আপুনি জানিবলৈ যিলে পৰম সন্তোষ লভিম। উক্ত আদি চৰিত্ৰ পুথিখন শ্ৰীধৰামন্দ দ্বাৰা দ্বাৰা ছপা হৈ প্ৰকাশিত হৈছে। সেই কিতাপৰ সংশোধন কাৰ্য্য আশ্ৰেয়ানৰ দ্বাৰা সম্পাদিত হৈছে, তেন্তে আপুনি সেই পুথি বনি নিশ্চয় আদি অথ পঢ়ি নোচোৱাকৈ পোৱা নাই। কিন্তু আপুনি উক্ত প্ৰকাশকলৈ এই ধৰে সোধোন কৰি এখন চিঠি দিয়া সেই কিতাপত প্ৰকাশ পাইছে * * * এই পুথি বনি বে সৰ্ব প্ৰকাৰ শুদ্ধ হৈছে তাক আনি গা হাঙ্গি কব নোৱাৰো * * * তাৰ মানে সেই পুথি বনিত লিখা কথৰ ওপৰত আপোনাৰ সন্দেহ আছে। আৰু বৰ প্ৰকাশকৰ পাত-নিচেত সন্দেহৰ বাহু সকাৰ কৰিবলৈ সম্বুদ্ধিত হোৱা নাই। পাতনিচ লিখা আছে—: "আমি বি সাঁচিপতীয়া পুথিবগৰা নকল কৰি এই পুথি ছপা কৰিছো সেই সাঁচিপতীয়া পুথিত নং ১৮১০ তাৰিখ ১৭ পৃষ্ঠা লিখা আছে, এতেকে সেই তাৰিখৰ পূৰ্বে এই বৰ্ণনা কৰা কোনো পুথি আমি পোৱা নাই।"

আদি চৰিত্ৰত লিখা কথাবিলাক প্ৰধান সাহিত্যিক শ্ৰীশ্ৰী ৭মীনাথ শৰ্মা বেৰংকৰা বি. এ., ডাঃ-বীয়া কৰ্ত্ত্বক গজন্ত লিখা শ্ৰীশ্ৰী৬মাৰ্ঘসেবৰ আৰু শ্ৰীশ্ৰী৬মাৰ্ঘসেবৰ চৰিত্ৰত লিখা কথাবিলাকৰ লগত নিমিল। সাহিত্য-বন্দী আৰু পুৰণি অসমীয়া সাহিত্য-বসত বিভোৰ হোৱা আৰু সুক্ৰিৰে ধৰ্ম বহুত তেৰ কৰা শ্ৰীশ্ৰী বেৰংকৰা ডাঃবীয়াই যে, সকলোবিলাক

সাঁচিপতীয়া পুথি বিচাৰি লৈ পুঠিৰ খুচৰি সেই কিতাপ বনিত নিৰ্ণত কথা দিহিছে তাক বোধকৰো আপুনি হই নকৰিব। শ্ৰীশ্ৰী বেৰংকৰা ডাঃবীয়াৰ কিতাপ বনিত অমূলক কথা থকা হেঁতেন তাৰ প্ৰতিবাদ নোহো-ৱাকৈ নোথাকিলহেঁতেন। সম্ভ্ৰান্তি ওপৰত উল্লেখ কৰা সন্দেহজনক পুথি বনিত লিখা কেইটামান ঘটনা-বৰ্ণনাই মূল চৰিত্ৰৰ বৰ্ণনাৰ লগত সামঞ্জস্য-বৰ্ণিত কিমান ব্যতিক্ৰম ঘটাইছে দেখুটাত পৰ।

উল্লিখিত পুথি বনিত বিহিংগৰ শ্ৰীশ্ৰী৬পৰ্বৰপেৰে পাত ৬৩৪খনি বেৰং অধিকাৰ পাত ৬৫৬খনি বুলি লিখিছে (পৃষ্ঠা ৪০২ ৬৩৪ ৪৩৬ লৈকে) কিন্তু আন সকলো চৰিত্ৰত চাওক বিহিং, গজন্ত, নগৰীয়া, মাথা-মৰা, চৰাইবাৰী, কাঠাৰ, আইতভবি, খোঁৰামোচৰ, ধৰংখিয়া আদি বাৰখন সত্ৰ ভবানীমুখীয়া কথাগোণৰ

৬পোপালসেবৰবৰা বৰা। তলত দিয়া তিনি প্ৰকাৰ মত যেনে—

১। প্ৰথমে বৰ আতা নাম দৰি। শ্ৰীমত্ৰ বহুদিন বেহহৰি। বাসুৰাজী হানে মৰ পাতিলা। অগ্ৰত ছুৰিয়া যণ বাখিলা। আঁঠৰ বহুদিন বেহহৰি। বহিলা গৰুণাৰ সত্ৰ কৰি। জুগাৰ পুত্ৰ অনিকন্ড নাম। শেহিতৰ তৌৰে কৈলা থাম। দশবাৰ সত্ৰে নাৰায়ণ নগৰৰ সত্ৰে সনাতন। চৰাইবাৰী সত্ৰে নাম সুবাৰি। বিপ ছয়জন কৰে। বিচাৰি। অৰণ্ডৰিত আনন নাম। বামচন্দ্ৰ খোঁৰা মোচৰত থাম। মকোৱানী (কাৰংখাৰী) পুৰুষোত্তম শোভন।

আঁঠৰ সন্ন্যাসী বামচৰণ। হাবুৰ সত্ৰে পৰমানন্দ নাম। কৈলুত বৰ শুক অমুপাম। এহি বাৰ জন বাৰ থানত। গালত পোপালৰ আঙা পতত।

২। আতা সকলৰ, উজনী বাজাক, কৈবো থান গ্ৰাম, যাৰ বিয়া নাম, খোঁৰা মোচৰত, বমিচন্দ্ৰ তাতে, কাহৰ পাৰত, অশ্ৰিত শুবিত, ইকৰা জানত, বৰ শুক বাপ, শ্ৰুত ছয় জন, গজগাৰ বাপ, তৰু সমঘিত, ধৰং ঘৰিছাত, চৰাই বাসীত, বৰ বহুদিন, জুগাৰ তনৰ, এহি বাহুজন, কৈলো থান গ্ৰাম, যাৰ বিয়া নাম,

আজ্ঞা ভৈল গোপালৰ। ভনিহোক গো বনৰ। হাৰুগু পৰমানন্দ। দেখেত্তে মিলে আনন্দ। সন্ন্যাসী বাম চৰণ। কৰয় হৰি কীৰ্ত্তন। তান নাম পূৰ্ণনন্দ। শুভতে মিলে আনন্দ। নাম মানবেক কৰি। থাকিলা হৰিক পুৰি। নগৰীয়া সনাতন। বেহেত্তে আনন্দ মন। বাসুৰাজী হানে বৈলা। শেহিতৰ কুলে গৈলা। আজ্ঞা ভৈলা গোপালৰ। বজানী হই পাৰৰ।

৩। বহুদিন নাৰায়ণ, বহুদিন সনাতন, অনিকন্ডসেৰ সনাতন। পুৰুষোত্তম বামচন্দ্ৰ, চিৰিবাম বামচন্দ্ৰ, ক্ৰুণ ক্ৰুণ এই বাবু জন। আৰু সেই সাঁচিপতীয়া পুথি মতে যদি ৬অনিকন্ডসেৰ বাবেই পৰিল তেহেত বিহিং সত্ৰৰ আদি পুৰণ ৬৩৪খনি-বেৰ আৰু ৬অনিকন্ডসেৰ হৰিহৰ আয়া হৰলৈ কেনেকৈ

পাইছিল ? এই দুখনা পুঙ্খব সৌহার্দ্যের বিষয়ে বহুত কথা বলা আছে ।

৮বদ্বিবল্লভ ভচিত চবিত্তত লিখা আছে যে, যেতিয়া সকলো মহন্তই খোঁচাখোঁচত ডাঙর সলা করে তেতিয়া সেই সভাত ৮অনিকঙ্কণের উপস্থিত আছিল । আক ৮অনিকঙ্কণের নানি ৮নিজ্যানন্দের আন মহন্তদের লগত ৮গোপালদেবের নানি ৮বামকৃষ্ণদেবের সমত বহাগ্নি বাহুত তিথি কবোতে ৮গোপাল আতাৰ আজ্ঞা প্রাপ্ত বাৰ জনব ভিতৰৰ কাৰ্য ৬ জনৰ মাজত ৮অনিকঙ্কণ দেহেই চাটল বাবিলিছ এই কথা সকলো সন্ত-মহন্তই স্বীকার কৰে । এনে স্থলত জগবীয়া হোৱা হলে ৮অনিকঙ্কণদেবে এই কাৰ্য কৰিবলৈ নেপোহোইহেতম ।

আমাৰ অহুয়ানেৰে তপত তিহা চমু বৃত্তান্তৰ ঘটনাই আমাক বাৰ কৰি যোৱাৰ কাৰণঃ—১৬১১ শকত লক্ষ্মীসিংহ বৰাৰ বাৰং কালত ৮মায়াৰা সন্তৰ ১ম অধিকাৰ ৮অষ্টভূমদেব আছিল । সেই সময়ত উক্ত বৰাকী নাহৰবোড়া আৰু বাৰ নেওগে প্ৰতি বছৰে একোটা হাতী সোহোৰা নিয়ম আছিল, কোনো এবছৰ নিয়মতে সোখাৰ সোখাত তাৰ পাছৰ বছৰত হাতী লৈ যোৱাত আগ বছৰ কিয় হাতী নানিলি বুলি বৰ-কিত্তাৰ কাৰ্ত্তিচক্ৰ বাৰমহন্তৰ পৰামৰ্শত তেওঁবিলাকক য'ৰ ছাঁপৰ চমটোৰে ধও দিয়ে । তাতে বাহুই বৰ অশ্বৰাম পাই ৮মায়াৰা সন্তৰ গোঁসাই ঈশ্বৰৰ ওচৰত পদাৰ ভিক্ষা কৰে । ধৰ্ম্মভীক ৮অষ্টভূম গোঁসোয়ে তেওঁ-সোকক কোনো সহায় নিদি বাৰ বিছাহ নাচৰিবলৈ বহুত উপদেশ দিয়ে ; কিন্তু বাহুই এবাৰ ওচৰত কোনো প্ৰাৰ্থন নেশালত এবাৰ পুত্ৰ ৮সপ্তভূম বা গান্ধীৰ বৰ ডেকাৰ ওচৰত সহায় খোঁচে । এগুই বাৰ আৰু ষোড়শ অহুৰোধ বৰা কৰি পিতৃ গুৰুজনৰ অজ্ঞাতে আশ্ৰীয়া মহাবাক্য প্ৰধান কৰে । সেই মহাবাক্যে বলয়ান হৈ বাহুই বৰ জনা মেহেহনমাণা গোঁসাই অৰ্থ বৰাক আগত লৈ বণাতিমুখে বাত্যা কৰি বহু অৰ্থ হৈ ৮সন্ন্যাসীসিংহ বৰাক পৰহৃত কৰে । আৰু যোৱাৰ পুত্ৰ বৰাকাক বৰা পাতি নিজে বয়ীৰ (বৰবৰকাৰ) বাৰ লৈ

কিছু দিন বাত্যা শালন কৰে । তেতিয়া ক্ষমতাত মনোয়া হোৱা দুৰ্ণ বাহুই ৮অষ্টভূমদেবৰ ওচৰত প্ৰত্যাহ কৰে যে, একোটা স্থৰ্যৰ পোহৰে পৃথিবী বৈছে এডেকে চাৰি সতা আদি সকলো সন্ত-মহন্তক এক ৮অষ্টভূম দেবৰ শিষ্যৰ গ্ৰেণে কৰাৰ লাগে । কিন্তু ধৰ্ম্ম-ভীক জ্ঞানী ৮অষ্টভূমদেবে দুৰ্ণ বাধৰ সুৰ্গীণী বুলি জানি এনে কাৰ্যত আগ নেবাৰিটলৈ উপদেশ দিলে । কিন্তু মনো-সন্ত বাহুই গোঁসাই ঈশ্বৰৰ উপদেশ অগ্ৰাহ কৰি অনেক ত্ৰাণন, পুত্ৰ, সন্ত-মহন্তসকলক বধাই আনি ৮অষ্টভূম দেৱক শবণ লগাবলৈ জনালে । ৮অষ্টভূম দেৱে কোনো মতেই চুই মতি বাধক বন্ধাৰ নেবাৰি ধৰি অনা সন্ত-মহন্তসকলক নাম-স্মৃতিৰ ভিতৰলৈ নি বৈৰকৰ্ম্মাৰ নামে এটি স্তুতি গোঁসাই পৰনি কৰাই যেন যেন তেওঁসকলক আশান বাক্যে পৰিতোষ কৰি আপোনা আপোনা সন্তলৈ পঠাই দিয়ে । কিন্তু মহন্তসকলে আন্তৰিক অশ-মান আৰু কষ্ট অহুত কৰিলে । মায়াৰা মহন্তই এই কাৰ্য ঘটোৱাৰ কাৰণ বুলি সন্দেহ কৰি কপটভাৱক ঠাই দিবলৈ ধৰিলে । বৰা লক্ষ্মীসিংহ আৰু বৰকিত্তাৰ কাৰ্ত্তিচক্ৰই প্ৰাণ বৰাক উপায় নেপাই গোঁসাই ঈশ্বৰৰ লগপাৰত হৰ । বাহুই এই কথা জানি বাৰি তেওঁৰ পূৰ্ণ শত্ৰুক এৰি নিবলৈ গোঁসাই ঈশ্বৰক অহুৰোধ কৰে ; শৰণাগত বৰা আৰু মন্ত্ৰীক এৰি নিবিলে দুৰ্ণ বাহুই মন্ত্ৰীক বন্দেৰে আনি সুলত দিলে আৰু বৰাক অ-সাগৰৰ দ'লত বন্দী কৰে । তেতিয়া গোঁসাই ঈশ্বৰে য'ৰ বৈৰাৰ পাই বিহুতে বিহ হব বুলি অভিশাপ দিয়ে । শত্ৰু-মিত্ৰ ভাৰ নেবাৰি নিৰপেক্ষ হৈ সাহায্যকাৰী আপোনাৰ বংশও নাপ পাৰ বুলি তেৱাই বাত্যা উচাৰণ কৰিলে । সেই বাক্য অহুদৰি স্বপুত্ৰ গান্ধীৰ বৰডেকা আদি অনেক ডেকা হানি হল । আৰু তেৱাৰ ধৰ্ম্ম-শোক প্ৰাৰ্থ হোৱাৰ পাছত চৈধ্য কাল ধৰ্ম্মপালন শূণ্য আছিল ।

পাছে বাহুই ইত্যাদি অশৰ্মক কৰি বাৰ মহীয়ক ভী কৰে গ্ৰহণ কৰে । গোঁসাই ঈশ্বৰ বাধৰ ওপৰত অসন্তই বুলি বৰা লক্ষ্মীসিংহৰ পাৱ-মন্ত্ৰী আৰু বাণীয়ে

জানিব পাৰি বাধৰ প্ৰাৰ্থনাৰ কৰিবলৈ বড়বহু কৰে । পাছে চৈৱ সংক্ৰান্তি অৰ্থাৎ বিহুৰ দিনা বাধৰ প্ৰাৰ্ণ মোৱা হৰ বুলি ঠিক কৰিলে । বিহুৰ দিনা পানাহি-সকলে বিছাহ লৰাৰ সেনে ধৰি হচৰি গোৱা হলে বৰাৰ হুৱাৰত উপস্থিত হল । তেতিয়া মজিন্দাৰে বৰাৰ জাতি-সকলে হতী গাথলৈ আহিছে বুলি বাধক জনালে । বাহুই হাতত অস্ত্ৰ লৈ ওলাই আহিবলৈ ধৰিছে এনেতে বাণীয়ে কলে যে, হাতত অস্ত্ৰ ধৰি জাতিসকলক সন্তান কৰিব নেপাই ; এই কথাত বৰাই অস্ত্ৰ বাণীৰ হাতত হিলে, বাহুই বাহিৰ হোৱা নাইই বাণীয়ে বাধৰ কল-মূলত তৰোৱাৰ বহাই হিলে । তাৰ পাছত পানাহিৰে তাৰ প্ৰাণ নাপ কৰে । ক্ৰমে বৰাকাত, খোৰা আৰু ধন্যাত লগৰীয়াবিলাকক একে একে বিনাপ কৰে । পাছে লক্ষ্মীসিংহ বৰাই পুনৰ বাত্যা পাই প্ৰথমে গোঁসাই এই বিছাহেৰে মূল কাৰণ বুলি গোঁসাই ঈশ্বৰক আক্ৰমণ কৰে । কিন্তু গোঁসাই ঈশ্বৰৰ বেগবলে অস্ত্ৰহীত হয় । বংশৰ ডেকা বোঁসাইসকলক যাকে ব'তে পালে সকলোকে মহাবোলে । আৰু এই আজ্ঞা হ'ল বৈ, পুৰণি ভকত মতে সাদ কৰিব লাগে । এই বিহুৰ আৰু ১১০৪ শ'কত শিল্পী ঘৰৰ খবৰত প্ৰায় ১,২০,০০০ হাজাৰ মায়াৰাৰ শিষ্য বিনাপ কৰে । প্ৰায় ১ বছৰ পৰ্যন্ত বিচাৰি বিচাৰি নিৰ্ধৰূপে বধ কৰিলে । মায়া-নৰীয়া নহুও বুলিলেই প্ৰাণ বৰা পাইছিল তথাপি পুৰণি গুৰুজনকলে গুৰু ভক্তিভাৰ ব্যক্তিচাৰ হব বুলি জানি পুৰণি ভকত মহুও বুলি নহলে । ১,২০,০০০ হে শিষ্য আছিল তাৰ প্ৰমাণ যোৱাৰষ্ট অস্ত্ৰগত মালো পথাৰত বাৰিষা ২৪ হাত ৬ হাটী হাতী সৈন্যনীত কৰি প্ৰতি নাহুৰে এগৰাটক এটা দিহাতে সজ বহিবৰ জোখাৰে এটি বৰ তেতি তৈয়াৰ হল । এই তেতি এতিয়াও মহতেটি নামে প্ৰখ্যাত আছে ।

এই খুতকে লৈ মিছা অপৰাধ দি আৰ্যক এটাকা বহুত সকলোকে এঘৰিয়া কৰি বাবিছে, শৰুপাত শুল্ক ভাৰ বিচাৰ কৰিলে আনি জগবীয়া হোৱাৰ কাৰণ নহে । আনি এঘৰিয়া হৈ আছে গতিকে

সকলো সন্ত মহন্তই গোটাখাই বিচাৰ কৰি আনি দেখো যেন নিৰ্দ্দোষী তাক প্ৰমাণ কৰিলে আনিত সন্তান পাৰ ।

আনি কিছুমান দিনৰ আগতে শ্ৰীশ্ৰীহুত দিগেশ্বৰৰ অধিকাৰ গোখাখীৰনালৈ পতা লিখাই ৮বহুঘণ্টাৰে আৰু ৮অনিকঙ্কণদেবৰ সৌহার্দ্যৰ বিষয়ে ছোৱাৰ সেনে বিখাস বুলি সোধাইছিলো । কিন্তু তেৱাই সেই বিষয়ে হুহুৰিয়াই কেবল লিখিলে যে "মায়াৰাৰ যবেই আমাৰ বৰ ডেকাছিল । পূৰ্ণৰ আজ্ঞা অহুদৰি আনি পঠাত তেওঁলোকৰ সৈতে আমাৰ চলাচল নাৰ ।" তাৰ মানে অৰণ লগালে আৰু সেই জগৰ নেভাগে । কেনে বুদ্ধি ? ছোৱাৰ ব্যক্তিগত মতামত প্ৰকাশ নকৰি গা কৰা দিলে । পৰমপুৰুষ ব্যক্তিগত ভাৰ আদি প্ৰকাশ হবৰ কাৰণেই এইবিলাক প্ৰাৰ্ণ উপাশন কৰাৰ প্ৰধান উদ্দেশ । আন্ধি কাশিল দিনত তেৱাৰ এনে যত্নহাৰ আপুনি কেতিয়াও ভাগ নোবোলে বুলি আনি ভাটি কৰ পাৰে ।

ওপৰত কৈ অহা সন্দেহপূৰ্ণ পুথিখনিত কিছুমান ভুল কথা দেখিছে যেনে;—“৮অনিকঙ্কণেৰ জগতগুৰু শ্ৰীশ্ৰীশৰদেৱেৰ বংশৰ ।” তেৱা শ্ৰীশ্ৰীশৰদেৱেৰ বংশাশ্ৰিত নহে; খুডাকৰ কজা ৮বী আশ্ৰী লৈমানে জিয়াৰীৰ গৰ্ভত আৰু ৮গোষ্ঠাসিবিষেৰে ওঁবত ১৪১৫ শক ১৫ বহাগ বৃহস্পতিবাৰ শুক্লা নবমী তিথিত জন্ম হয় । শ্ৰীশ্ৰীশৰদেৱেৰ বৈবৰুও প্ৰাৰ্থাৰ শক ১৪২১ । গতিকে ৮শৰদেৱেই ইজ্ঞা কৰোতে ৮অনিকঙ্কণদেবৰ বয়স ১৫ । ১৬ বছৰ মাজ আৰু তেৱাই শাৱাদি অধ্যয়ন কাৰ্যত ২৫ । ৩০ বছৰ কাল অতিবাৰিত কৰে । আনি নিচত-কৈ ভাটি কৰ পাৰে যে, এই ১৫ বছৰীয়া কালত ৮অনি-কঙ্কণ দেৱে কেতিয়াও গুৰু সন্তুৰীয়া হোৱা নাছিল । এতেকে আপুনি ইহাৰপৰা সহজে অহুয়ান কৰিব পাৰিব ৮ শৰদ-দেৱেৰ ধৰ্ম্মপ্ৰচাৰ কালত ৮অনিকঙ্কণ দেৱৰ পিতামহ ৮ গঙ্গানীয়া শিবিবৰে ৮ শৰদেৱেৰ ভক্ত আছিল তাৰ প্ৰাৰ্ণ ৮অনিকঙ্কণদেৱে কৃত পৰম বহুৰ আশ-পৰিচয়ত স্পষ্ট লিখা আছে ;—

শোহিত উত্তর,
তাহার মধ্যত,
যতক গৃহস্থ,
বল্ল অলঙ্কারে,
তাৰ মধ্য ভাগ
পৰম সম্পন্ন,
তাৰ অধৰ্গত,
শব্দৰ মাধব,
সেহি গ্রামেশ্বৰ,
সকলো লোকৰ,
তাৰান সন্ততি,
ছাছানা কনিষ্ঠ,
ব্যাকৰ্ণ শাস্ত্ৰত,
শব্দৰ ছটী,
তাৰান যতক,
হিয়ে ব্ৰহ্মরূপ,
তাৰান সন্ততি,
ভক্তত জনব,
তাৰান সন্ততি,
গোপালক ছটী,
পৰম বেৰতা,
সেই অহুকাপ,
সমস্ত পাণ্ডব,
কোনো পাতকী,
নামৰ সমান,
মহন্ত মধব,
কণে অনিৰুদ্ধ
বামব্ৰহ্ম ছটী,
কাধৰে প্ৰকাশে,
বত লোক আৰ্হে,
ধনবাচনা পূৰ্ণ
ছটা জাতিস্বাৰ,
নান্নব ভাসুক,
বিতোপন স্থান,
বিষ্ণু বাসি কৃষ্ণি,
উপাঙ্গা কবিতা
ভৈলেক গোমোঠা,
মধ্যত ভৈলেক,
বৃহদল পতি,
গলান্নাৰা গিৰি,
পৰম পণ্ডিত,
চৰণ পঙ্কজ,
মহিনা আছিল,
মুখে বাব নাম,
ভৈল গোটাগিৰি,
উৎসব কঢ়াৰ,
ভৈল অনিৰুদ্ধ,
চৰণ সম্পূৰ্ণক,
দ্বয়ত থাকি,
পঞ্চম ব্ৰহ্মব,
পাপ সংহৰিবে,
তন্তক পাতক,
বল্লগুণ ধৰ্ম,
মুগ্ধত প্ৰবৰ্ত্তে,
বিবয়ে সুমিত,
গোবিন্দ বুলিঙা

নাৰায়ণ পূৰ্ববদ।
মুগ্ধতে সৰা আনন্দ।
হৰা সবে প্ৰবৰ্ত্তৰ।
নকৰে কাহাতো ভয় ॥২২৯॥
কহিবো কিবা মহৰ।
অদ্ভাৰতী যেন মন্ত।
ভৈলেক গ্ৰাম বিশেষ।
আছিল ভক্ত অশেষ ॥২৩০॥
মহীপাল নাম বাব।
বাহান গুণ প্ৰাৰে ॥
অগৰ নদী দহাট।
বুলিঙা লোকে যোষয় ॥২৩১॥
আছিলেক মহাদীৰ।
কবিছিল বৃষ্টি স্থিব ॥
কহিবো কিবা বিস্তৰ ॥
প্ৰ গুচয় নিবস্তব ॥২৩২॥
আছিল মহাপণ্ডিত ॥
চৰ্ছন জন বশিত ॥
নেজানে শাস্ত্ৰ নিস্তৰ ॥
মেন যেন গুণগৰ ॥২৩৩॥
বিলা যেন অহমতি ॥
বচিণো পদ সন্ততি ॥
নামৰ যত শকতি ॥
কোবাইতে হৈবেক মতি ॥২৩৪॥
নাহি জানা যসোৰত ॥
ইয়াৰ যত মৰত ॥
নামত পশি শৰণ ॥
বৈকুণ্ঠে কৰা গমন ॥২৩৫॥

উক্ত চৰিত্ৰখনিতে ৷ অনিৰুদ্ধ দেবৰ বাসস্থান বামপুৰ
বুলি লিখিছে। সেইটো একেধাৰে মিছা, তেহাৰি বাম-
পুৰৰপৰা যে, “টোলাপানী” নামে ঠাইটলৈ গক, মুখত
ছাগলী আদি নোকত সেই গৈছিল বুলি সেই পণ্ডিত
লিখিছে। কিন্তু টোলাপানী বোগা ঠাই সম্বন্ধেও এপৰে

খামুটি বন্ধাৰ অৰ্দ্ধাতি বাজাৰ অগম্য গাওঁ। তেহাৰি সেই
অগম্য আৰু অৰ্দ্ধাতি ঠাইলৈ কেতিয়াও যোৱা নছিল।
সেই ঠাই আফিকানিৰ চিন্তাৱী দুৰ্গৰ বন্ধাৰ বিনতে
অগম্য স্থান। তেতিয়াৰ দিত তাতলৈ যোগাটো কিসানুৰ
সম্ভৱপৰ আশুনি অহমান কৰি লব। ৷ অনিৰুদ্ধ দেৱ

বৰ্ধমান উত্তৰ শাস্ত্ৰীপুৰ অৰ্দ্ধাতি নাৰায়ণপুৰ মৌৰাৰ
“বালিকৃষ্ণি” নামে ঠাইতে পুৰুষৰপৰা বাস কৰিছিল। তাৰ
পাছত ১৩।১৭ মাইলমান ওপৰ মবলৈ কাপৰ নাৰে-
আটিত সৰ কৰে। সেই সূত্ৰতে ৷ অনিৰুদ্ধদেৱে ১৫৪৮
নং পুৰ মাহ তুলা দশমী তিথিত বৈকুণ্ঠমী হয়। তেৰাৰ
পুত্ৰ ৷ কৃকসেয় আছিলে জন্মে বোৰহাট অৰ্দ্ধাতি মুঠা
গোতা, বৰেটট আৰু মাজুলীৰ গড়মুৰ আৰ্হিত নাম কৰি
১৫৪৯ শবত আদাৰ সোষ্ট পিতৃ ৷ ভক্তানন্দদেৱে এই

বৰ্ধমান বিন্ধ্যৰ মাঠমানসৰ স্থাপন কৰে। এবাই যোৰ-
হাটৰ খুটীয়াপোতাৰপৰা ইয়ালৈ গমন কৰে। সেই
অবদি আজি ৮৮ বছৰ ইয়াতে সৰ আছে।

৷ অনিৰুদ্ধদেৱৰ আঁক জেৰাৰ পুৰুষপুৰ বে, বাসি-
কৃষ্ণিত আছিল তাৰ প্ৰধান আৰু ৷ অনিৰুদ্ধদেৱৰ কৃত
৬ৰ্ণ ব্ৰহ্মৰ পুৰজন উপাখ্যানৰ আৰ্য-পৰিচয় লিখা
আছে :—

নাৰায়ণপুৰ বদ শোহিত উত্তৰে।
তাৰ মধ্য ভাগ বুলি মাৰক ভাসুক।
তাৰ মধ্যে ভৈলা বালিকৃষ্ণি নামে প্ৰায়ে।
সেহি প্ৰায়ে মহীপাল গোমোঠা আছিল।
অদ্যথাই লোকে সেৱা কৰিলেক বাত।
তান পুৰে আদি ভৈল বৃহদলপতি।
গলান্নাৰা গিৰি নামে তাহান অহৰ।
সৰ্গৰূপ মুখে ৬বি নাম হুগুচয়।
পৰম গভীৰ মহা মহন্ত আছিল।
ভক্তত সকলে বাত কৰিলে সজাত।
অনিৰুদ্ধ নামে ভৈল তাহান সন্ততি।
গোপালক চৰণৰ ব্ৰহ্মদামে পাই।
বাম নাৰ বিনা নাই কণিত নিস্তাৰ।
বাম যেন নাম ইটো ব্ৰহ্মট অক্ষৰ।
সেহি মৰ অৰ্দ্ধায়ে হৈবেক সুকৃত।
আন বৰ্দ্ধকৰ্ণে আৰ নাহি অধিকাৰ।
কহে আনি সৰ্গৰূপে তেজি আশপক।
কহে অনিৰুদ্ধ অদাৰিৰ আনকাম।

প্ৰচাৰিল গুণবৰ বিশ দিশাধৰে ॥
অতি বিতোপন স্থান সেখিৰ কৌতুক ॥২৩৬॥
বিষ্ণু বাসিকৃষ্ণি বুলি প্ৰচাৰিল নাম ॥
পৰম পণ্ডিত অতিশয় বৈদগ্ধীল ॥
কাৰস্থ কুলত জন্মি আছিল শাসক ॥
যাৰ ধনগুণে জ্বলিলেক বহুশত ॥
বশৰ মধ্যত যেন ভৈলেক অধিক ॥
ভৈল গোটা ডেকাগিৰি তাহান গুনৰ ॥
হৰি ভক্তক বিষ্ণুসম আৰিণ ॥
কহিবো তাহান কিবা গুণ অদ্যথাই ॥
নেজানে শাস্ত্ৰ অতিশয় হুটমতি ॥
কৰিলো পৰাৰ চতুৰ্ণ ব্ৰহ্ম চাই ॥
মহাধৰম সকলৰ এখিলে বিচাৰ ॥
সহায়ে শৰণ আঁক কৰে মিটৌ মৰ ॥
কলিৰ একেটা স্তম শাস্ত্ৰৰ যুগুত ॥
হৰিৰ নামেলে নামে সৰ্গ উপকাৰ ॥
কৃষ্ণি গলত বাকি হৰিৰ নামক ॥
উৰ্ব্বাহৰ কৰি সবে বোগা বাম বাৰ ॥

৷ গোপালদেৱৰ গুচৰলৈ প্ৰথমে বৰ্দ্ধশিখা কৰিবলৈ বোহাট গুৰুৰে আৰ্য-পৰিচয় বোহাট ৷ অনিৰুদ্ধদেৱে
মনায় :—

যেন শুনি প্ৰাণ পাছে নমহাৰ কৰি।
গুনিওক বাপ মই কহোঁ স্বৰূপত।
গলান্নাৰা গিৰি ভৈল তাহান গুনৰ।
আজিৰ নামত জেহ কৰা বিহা কৈলা।
গুণ মুখে বৰ্দ্ধ শিকিবাৰ লাগি যামি।

মাথা চপাৱাৰ কথা কলিগা সাধৰি ॥
গোমোঠা বে মহীপাল কাৰস্থ কুলত ॥
তান পুৰে গোটাগিৰি অতি ভক্তন ॥
মোক পুজ পাৰা হৰবৰ্ত্ত নাম ॥
বালিকৃষ্ণি প্ৰায়ে হতে আদি আছে।

৩ গোপাল দেবের বাস্য :—

হেন তুমি শ্রীমত গোপাল বহু ভৈলা।
 হরকণ্ঠ গিবি অতি পথ্য নিপুণ।
 গোপালেও বুলিলুস্ত দেখি বিতরণ।
 অস্তর শাস্ত্রের পথ কথিয়া নিবোধ।
 এতদ্ব্যতীত আন নাম হৈবে অমিকছ।
 ইটো ধর্ম অমিকছ তোমাত ধাপিলে।
 পথম বস্ত্র ধর্ম করিছো দঢ়াই।
 তুমি যিনে নাতি নোব একান্ত ভক্তত।

পথম সাধবে বাসাধব দিয়া খৈলা।
 গোপালর পায়ে কবে ভক্তিত সম্পূর্ণ।
 আহান পাওত লোকে লৈবস্ত শরণ।
 ভক্ততিব পথে মাত্র কবাইবেক বোধ।
 সমস্ত শাস্ত্রের প্রচারিবে তঁব গুণ।
 মার তেজ শক্তিমানে সবে মর্গাণিহে।
 গোপাল দেবের তন্ত্বে যোগে বাঢ়ি যাই।
 ইত্যাদি (৩) অমিকছদেবের চবিত)

এই চতুর্থ আক পক্ষম স্বরূপ আশ্ব পবিত্রত পদ কেউট আক ৩ গোপালদেবের পবিত্র রিয়া পথম ধরাই বলা গল ৩ অমিকছদেবের কেতিয়াও বাসনুভব নাছিল আক তাবপনা অজ্ঞানি বাস্টি বেষণ টেকাপানীসৈ যোবারে কোনো আভ্রতক নাছিল। আক কস্তক শাস্ত্রগনি জগত স্বক ৩ পদবসেবরণা ৩ অমিকছদেবে চুবি কি বি বিছা মতা বুলি লিখা কথার বিন্দুযাত্র সম্যাহার সকার মাই, আক বৃত্তি-সমস্ত নহয়। কারণ পূর্বেই কোথা বৈছে যে শ্রীশ্রীশঙ্করদেবের লগত ৩ অমিকছদেবের সাক্ষাত হইলে যোয়া নাছিল।

এদিন ৩ গোপালদেবের কাগজাবরণা ত্রানীপুবলৈ যাইলে সকলো ভক্তকর লগ হলে, কিন্তু ৩ অমিকছ আভার শরীর অধর বুলি মনস। পাছে ৩ গোপালদেবের যোবার পাছত এটা উভালত উঠি ৩ অমিকছদেবে শয্যাব ওপহর চাটাবণা কয়তক পুথিবিনি আনি পঢ়ি পুনব জাত্তে থৈ যিলে। ৩ গোপালদেবে চিনি পাই ৩ অমিকছ দেবক মোহাত তেবাই চাইছিল বুলি বীকার করিলে। সেই পুথিবিনি ৩ অমিকছদেবেহক হি বাস্ত্য কবিলে :— এই পুথি বনি শ্রীশ্রীশঙ্করদেবে ৩ মাধবদেবক দিছিল, ৩ মাধবদেবে আমাক দিলে আদি কাঁক দিম বুলি ভাবি- ছিলো, পিছে তোমাক দিয়া গল, ইত্যাদি এই কথা বিনি ৩ গোপালদেবের বসণ কলাকটা সজাবিকার আমার স্ৰদ্ধাশ্রাব বহু ৩ গোপালদেবে খেঁপাইয়ে আমানে লিখিছিল। কিন্তু কয়তক নামে যে খেঁপানি পুথি আছিল, এই কথা

আমার কোনো পুথি পুথি আশিত উল্লেখ মাই। ৩ অমিকছদেবে চতুর্থ, পঞ্চম স্বরূ, নবোধ্য, ভগ্নি, টোটা গীত আদি বিবিলাক পুথি বচনা করি থৈ থৈয়ে মিথিলাকত এনে স্বকভক্তি আক তাবর পাঞ্জীটা, তাবর শালিত্য দেখিলে বিজ্ঞানে সযছে বৃত্তিব পাৰিব যে, এনেজন পুস্কবর অস্তকংগত জগত-গুণ ৩ মাধবদেবের প্রীতি অরজা আক কোধাদি তাবে কেতিয়াও টাই গার নোহাবে। আক ৩ অমিকছ দেবের প্রীতি শ্রীশ্রীশঙ্কর দেবে বিবিলাক বাস্ত্য করি ধর্মের বাছনী দিছিল বুলি লিখিছে, সেই বিলাক গিবি শ্রীশ্রীশঙ্করদেবের পবিত্র নাম আক বিত্কত ধর্মব কক্ষয়ে অন্য হৈছে। আক একে কথা গিবি মহাপুস্কব মাদবদেবের হনে অসল স্বকভক্তি-স্বক পুস্কবে কেতিয়াও মহাপাল আশি'বিলে যোবা নাছিল। কোনোবা লক্ষণকীয় ধনাই কি মনাই কবিলে বিষয় তাবর মাস হৈ মহাপুস্কব মাদবদেবের নাম হি এই আল পুথির সৃষ্টি করিছিল।

এই ছগ হৈ ওলোবা আদি চবিত বোলা কিতাব বনব নিচিনা কথা থকা এখন শ্রীভক্তিপতীয়া পুথির শেষের পদ এগণিক তুলি দিলো।

“চন্দ্র বাণ বহু বহু বুদ্ধাবে শ'কত।
 আহার মাস্ত গ্রহ ভৈল সমাপ্ত ॥ ১৩৪ ॥”
 তাব মানে এই গ্রহ ১৩৬ শকব আহার মাস্ত দেব হৈছে। অর্থাৎ ৩ মাধবদেবের বৈকুণ্ঠ প্রয়াণ ৬৮ বছরর পাছত। ইফালে লিখিছে এই পুথি ৩ মাধব

দেবের বচিত। সুবজীব লগত সাময়জ্ঞতাৰ কথা বাদ হি পুথিবনর ভাব্যলৈ লক্ষ করিলেই বাপু ধবা পবে। হাঁ! হাঁ! আমাব ধর্মের ভবিষ্যত অদনীয়া সাহিত্যর গৌরব ববি কবি-পুস্কব মহাপুস্কব মাদবদেবের ভাব্যব পাণ্ডিত্যত আক তাবর পাণ্ডীয়াত এই পুথিবিন ৩ মাধব দেবের বচিত ভাবি প্রকাশ্য করি কি কথার আনিছে। মহাপুস্কব ৩ মাধবদেবের বচিত আন পুথিবিনাকব ভাগ্যাব লগত এই পুথিব 'ভবা বিছাই চলেই খর্ণ মর্ত্য তবতম্য গলাই পবিব; এই পুথিব এটোমান পর পচিলেই কিমান ধুে ভিত্তিমুগক জগাই পবিব। বিশেষকৈ সেই পুথিব ৭২ পরখণা ৪৪১ পরিলোকে ৩ অমিকছদেবের বিঘরে হৈ কথা শিখিছে সেইবিলাক একেবারে বৃত্তিহীনা আক পানীর গুটীয়া যোথানে। আক ৩ অমিকছদেবের মহাশ- ক্ত শক্তি আক মহাপুস্কব জিন্দু নেলোব হলে কথার বাবর ৩ গোপালদেবের নিচিনা মহাপুস্কব জনে সর্গ- শক্তি সহিত ধর্মভাব হি প্রতিষ্ঠিত নকবিলেহেঁতেন। শ্রীশ্রীশঙ্করদেবে লগবোঝা করি থৈ যোবা হলে ৩ গোপাল দেবে কেতিয়াও গ্রহণ নকবিলেহেঁতেন।

৩ অমিকছদেবেরপরা ৯ নাট ৩ ভট্টস্বরূপের গোঁসাই হি নিলোকে এটকা মহঘর গৈতে চলাচল আছিল। ওপহরত লিখা বাদ আক নাহর যোবাং বাহর দিনবগরা অর্থাৎ ১৬৯১ শকবপর্যায় আন শর মধকনবে' বিছাত্তে আমার খাক মনে মনে মালগ করি বাবিছে। সেই বিঘবতে এটকা সত্তব লোকে আমার ৭,৯৯,০০০ শিয়া নাম কবাত অহুনিট হি ১১২২ হাজার থাকিল সেই সকলে মনব-সেবারত বেলেগ হৈয়ে থাকিল।

আক এটা কথা ওপহরত উল্লেখ করি আ। আদি চবিত বোলা কিতাবপনবর ৪০৪ পরব ওপহর ছই চরণত লিখিছে:—“পাছ চুবি করি গর্বে এবিলে আমাক। গি কাবনে সর্গজনে বুলিবে মটক।” এই কথা শাবি গঢ়ি বাস্ত্যবিত্তে বুরজীভনা সোকসকলে কেতিয়াও নেইহি দেখাকে। কারণ এই মটক নাম প্রকৃততে বটক নহয়। “মতেক” আখ্যায় অগ্ৰভংশ হৈ মাথানে।

আক এই আখ্যা আমামব বলা চুতেকো বা বৃদ্ধি খর্ণ- নাবাচ্যর মিনতহে যোবা। কেনেটক এই মতেক আখ্যা পালে তাব শু মু আভাস এটি যিলো:—

আহোম বজা বুদ্ধিধর্মনিবাধরণ বাস সত্যত পুথিগ ভক্তকর লাক্ষ্যবরণা, মোগাওঁইমেলো, সেকগ ফুকন আদি চাবিকন সভাসগ আছিল, যেতিয়া সকলো সভাসব বক্তাব আগত আছি বহে, তেতিয়া পুথিগ ভক্ত কেইজনে বজাক মুব নোবোঝাই ইজনে নিম্নমনে চাই মুব যোবাইছিল। এই কথাব তেজ আন এজন সভাসলে ভক্তি যিলে, তেওঁ বজাক জনালো যে, এও- লোকে চাখিমনে বজাক সোবা নকবে। এই কথা বজাই জানিব পাৰি তেওঁলোকক ইয়ার কাণ হুয়িলে। তেওঁলোকে কলে যে আমাব শিব এবাব এজনক যোযোবা হল যেতিয়া সেইজনব আগতহে মু পৌঁঠাব মনে কি মুব যোবার বজো বুলি আমাব দরবারেব মুবে বাট কাটে। তেতিয়া কাগাই তাঁর এগামন তোহা যাব বুলি গুহে পরিতাইই সকলো পাছত চোছালে আক সকলোনে মুবে বাট কটা যীলন ঘরব প্রধান পালে। আক এদিন বজাই তেওঁলোকক মতাই অন্যাই পাইপতি একোটা যোবা যিলে, ইফালে যোবাত উঠিলে মাদহর ভক্তি নিমান ওখতব নিমানত একোখন তীকত যোবাল ভক্তি যিলে। তেওঁলোকক তবোলাশব তলে যোবা যোবাই যিবলৈ কোথাত প্রথমে নেওঁগ হুকনে যোবা যোবাই' যিলে বিজিত-তত্ত্বোস্ত্রগ লাবি মু উকবি পবিল গা যোবার শিগ্ৰিত গল তথাপি মুব নোবোঝালে এই অহুক্রমে আক এজনহো এনে হদাই হল। তেতিয়া বজাই আচবিত হৈ লোকা বরণার আক ইজনক বাবিলে আক তেওঁলোকক মত একোটা দেখি মজ ধম্ব বাবিলে। তেতিয়াই তেওঁলোকক “মতেক” আখ্যা যিলে। তেওঁলোকক গোঁসাই মতেকব গোঁসাই আখ্যা হল। এতিয়া সেই মতেক নামব অগ্ৰভংশই মটক। মটক শব্দব একো অর্থ মাই। সেই সম্বন্ধত ৩ অমিকছদেবের পুস্তক ৩ অমিকছদেবের নামাব মতব অধিকার আছিল। তেহেও ৩ অমিকছদেবের মিনতব সত্তক নামব গোঁজেই

নাছিল। তাতে সুবির সত্যতাৰ ভিত্তি কিমান দূৰ, ইমান অস্পষ্ট কথা টান চৰিত্ৰ লিখা বৰ লাজৰ কথা। যিসকলৰ এইবিলাক বংশোদ্ভূত কথা অৰণ্ডত আছে তেখেতসকলে এই চৰিত্ৰ বনি পঢ়ি মেধীৰি নোহাবিব। কাৰণ সকলো কথাৰ সত্যতাৰ ভিত্তি থকা নিতান্ত উচিত।

পূৰ্বে ৩৮জনিকছন্দেৰ নাম ৮৩৮বৰ্ত্তী হৈ আছিল। ৩গোপালদেৱত সৰণ পোৱাতোহে অনিচ্ছক নাম পায়। এনেদৰত শ্ৰীশ্ৰীশঙ্কৰদেবে অনিচ্ছক বুলি সম্বোধন কৰিবলৈ কেনেটক পাৰ পাবে। আৰু সেই পুথিত ৩৮জনিকছন্দেৰক পোতাৰ পো বুলি লিখিছে। তেৰাৰ পিতৃৰ নাম পোতা গিৰিহে।

পূৰ্ণানন্দ বেৰুত ৩গোপালদেৱৰ চৰিত্ৰত লিখা আছে:—

- ১. আঁত অস্বৰে শুনা গোপালৰ লীলা।
- ২. ভকত সৰক প্ৰতি ঘন বুলিলা।
- ৩. নৰাধ পাতিয়া যবে বসিলা আছত।
- ৪. ভকতসৰক যেন হেলা বুলিলাত। ১৮৩
- ৫. তোৱাৰাসকল যেন বিচক্ষণ ভৈলা।
- ৬. আঁতা মাজুৰেহে লাগ কিয়না নপাইলা।
- ৭. বাপ অনিচ্ছক বেলে আমাৰ অভাগ।
- ৮. তাতেনে নপাইলো য়ে মাৱক লাগ। ১৮৭

৩গোপালদেৱে কৈছে যে, তোৱাৰাসকলেও কিয় ৩মাৰদেৱক লগ নোপায়াত। ৩ৰুৱাৰে মহাপুৰুষৰ নাম উল্লেখ নকৰি ৩মাৰদেৱেৰ নাম উল্লেখ কৰাৰ পৰা কি অস্বাভাৱ হয়? আপুনি ভাবি লব।

আমাৰ শিষ্যগনুৰ “পুৰণি ভকত” বোলা কাৰণ ভকত চতুৰৈ লিখি দিলো। যেতিয়া ৩৮জনিকছন্দেৰ তথ্যলীপৰ ৩গোপালদেৱেৰ ৩৩৮বলৈ নোকাৰণে আগমন কৰে, তেতিয়া ৩গোপালদেৱে কালজাৰ স্থানত থকাত বংশৰোগে এজন সংশোধকৰ আগমন জানিবলৈ পালে। ৩গোপালদেৱে ৩৮জনিকছন্দেৰ সমানাবেৰে আৰু একাকৈ পৰীক্ষা কৰিবৰ হেতুকে পোহোণা নৰীৰপৰা ৩গোপালদেৱেৰ পুথিবলৈ পূৰ্ণ পুৰণি পথটোৰ অলপ ওপৰে এটি

নতুন পথ পৰিষ্কাৰ কৰাই থোৱাইছিল। ৩৮জনিকছন্দেৰ আগবঢ়াই জানিবলৈ বহুখৰ সজৰ ৩নাবাৰে ঠাৱৰক পঠাই দিলে। ৩৮জনিকছন্দেৰে নতুন পথে নৰী পুৰণি পথে টো চোতাগত থিয় থি “থিৰো” কলাপ গুণেৰে পৰোবা, লক্ষ্যতবে ভাৰু ৰূপে পদ্ম, থিনকা ইলু কুহুত বন্ধ, যোগ্যনিৰ বোধি তত দূৰ।” এই শোক পাঠ কৰি ইয়াৰ অস্বাভাৱ বৰুপে তেতিয়াই বাগ বেলাৰাৰ এটি গীত ৩৮না কৰি অতি সুবহুৰ যবে গৰাটলৈ ৰখিলে যথা:—

- ১. গোপাল সোণাৰ গ্ৰন্থ বেহে ৰখিল।
- ২. মহন্তক নেদেখিলে নহে জীৱন। ১
- ৩. থং থং বলাহেৰে ৰাৰ্কে যেতিয়গ।
- ৪. বৈলাগ্ৰে বীহী নৃত্য কৰে তেতিয়গ। ১
- ৫. লক্ষ বোৱনৰ উৰ্দ্ধে মাৰ্ত্তও উৰয়।
- ৬. নীৰত নীৰু বিকশিত হৰা বৰ। ২
- ৭. যেনে অন্তান্ত হৰ তৈল যেতিয়গ।
- ৮. পুশৰ পোষ্ঠিৰ মাৰি বিলে তেতিয়গ। ৩
- ৯. হুই লক্ষ ওপৰত ইলু প্ৰকাৰ।
- ১০. অথত কুহুৰ পোষ্ঠি প্ৰস্তুজিত হৰ। ৪
- ১১. ইৰৰ বিধানে কুহুৰৰ আণ পৰ। ৩
- ১২. কাঁকা কেয়ে নেদেখিলে তিলকতক মৰে। ৪
- ১৩. নিকট বিহুৰ হোয়ে বিহুৰ নিকট।
- ১৪. হুহুৰ ভাবনা ভৈলে দেখি জুৱত। ৬
- ১৫. এতেকে বিহুৰ আতি গোয়ে বিচক্ষণ।
- ১৬. বিহিনে হুহুৰ সুখ নথৰে জীৱন। ৭
- ১৭. কহে হৰকৰ্ত্ত মৃত পামৰ।
- ১৮. বেথা দিয়া হাৰোৰ কৰোহোঁ কাতৰ। ৮

৩গোপালদেৱে এই গীত শুনি গ্ৰেহ-বসত বিভোৰ হৈ ভিতৰপৰা কলাই আৰি সাজ কৰি বহুই পৰিচৰ আদি লয় আৰু বাগদা দি বাৰে। ৩গোপালদেৱে বাক্য কৰিলে তেওঁমাৰ পুৰণ পুৰুষ ভগৱতৰ পাৰদৰ্শত একমাত্ৰ নিষ্ঠা আৰু আৰু পুৰণি পথে আগমন কৰিলা এই কাৰণে তেওঁমাক আৰ্জিৰপৰা পুৰণি ভকত শোণা হৈছে। এই নাম প্ৰচলিত হৰ।

এই কাৰণে আমাৰ সজৰ শিষ্যগনক আৰ্জি পুথ্যৰ সহযোগে “পুৰণি ভকত” বোলে আৰু আমাক পুৰণি ভকতৰ শোণাই বোলে। আগোনাৰ বিধিতৰ্থে এই কথাও লিখি পঠায়েঁ।

অশেষত আমি আৰ্ণা কৰো বেন আপুনি এইবিলাক কথা বহুই লিখা বাবে বিৰক্তি নোপাই অলপ মনোযোগে পঢ়ে। কেৱল আলোচনাৰ বাবেহে লিখা হৈছে। আৰু আনটলৈ নিলিখি আগোনাটলৈ লিখা মানে, আপুনি এই বিলাক কথাৰ চৰ্চা কৰি মহন্তসকলৰ তুল্য ধাৰণা বিলাক মুকলি কৰি নিবৰ উপযুক্ত শোক। আনৰ নিশাৰ অভাৱজনিত অন্ধ-বিশ্বাসৰ দাস হৈ এই বোৰ অন্ধকাৰত পৰি থাকি আমাৰ শিষ্যক জ্ঞানৰ পোহৰ দিবলৈ যোৱাৰ বাবে শিক্ষিত সমাজত আমি হাঁহিয়াত পায় ধোৱা নাইনে? এতিয়া আৰু টোপনিৰপৰা মাৰ পাই একাবুদী থি থাকিলেই গা নৰব। কুৱ হুৱয়োৰ্গণ্য পৰিত্যক্ত কৰ্ত্তব্য পথত আভুতাই বাৰই লাগিব। অশিক্ষিত হোৱা নিশাবিশ্বাসকৰ আগত শোণাই বোশাই তুৱাৰি মান বিচাৰি সুখাৰ বাহিৰে আমি কিৰা ভাৱৰ আৰু সাক্ষা কাম কৰিছো বুলি গা দাৰি হৰ পাৰোনে? কেইজন শোণাৰে শিক্ষিত সমাজৰ ভাগত নিজ ওপৰ চিনাকী থি সমানিত হব পাৰিছে? এই বোৰকে ভাবি চিঠি চাই আমাৰ কেইজন মান সয় মহন্ত শোণাই এটা অবিচাৰ কথা নিতান্ত সম্বোধনযোগী হৈ পৰিছে। আগোনাৰ ব্যক্তিগত মহাত্মত জানিবলৈ বৰ উৎকণ্ঠিত হৈ আছে। আমি আগোনাৰে এই কাৰণ

উপযুক্ত পুৰুষ বুলি ধৰি লালো। কাৰণ অন্ধবিশ্বাসে পীড়িত নোহোৱা শোকৰ ধাৰাকে এনে কাৰণৰ ফল ধৰিব। অন্ধবিশ্বাসে আমাক কিমান দূৰ পীড়িছে ভাবি চাইকলোন। আমাক অন্ধবিশ্বাসে স্বাধীনতা হোৱা পথত পঠালি থি মহন্তৰ চিনাকী থিৰ নোহোৱা কৰি পোলাইছে। ইশ্বৰৰ স্বৰ্গীৰ প্ৰত্যেক বন্ধৰেই যেতিয়া পৰিবৰ্ত্তন হয়ই লাগিছে আৰু হয়ই লাগিব, তেন্তে আমি কিয় সমাজ আৰু পথশ্ৰীয়া ভাব-অনিত কোনো কথাৰ পৰিবৰ্ত্তন বিৰুদ্ধে থি থি থাকিব খোৱো। চৰু, যুধী, এৰ নন্দ্যকৰ আদি কৰি কীট পতঙ্গাদি উদ্ভিদগণকে কোন এটা বস্তুৰে পৰিবৰ্ত্তনৰ হাত সাৰি বাৰ পাৰিছে? যেতিয়া লৈকে আমাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰৰ বিভিন্নতা থাকে তেতিয়া লৈকে আমাৰ ভেৰ ভাৱক ঠাই দিয়া উচিত থি হুহুই সেই আচাৰ ব্যৱহাৰবিলাকৰ বিভিন্নতা হুই পোলাই তেতিয়া আৰু সেই ভেৰ ভাৱৰ স্থান কত? এই ভেৰ ভাৱবিলাক সমাজৰ ব্যৱহাৰ বিলাকৰ সাংগ্ৰহ বাৰিবৰ কাৰণ অলপ হোৱোন। কিন্তু সমাজৰ গুৰিমাণ হৈ বৰই ভেৰভাৱবিলাক প্ৰথাভক্তা থি আমাৰ অগোবৰহ স্থল কৰা নাইনে? হৰৈ গমি চাশেই হোবা থাৰ যবে ভেৰ ভাৱটো অজ্ঞতাৰ ফল মাগোন। থি সমাজৰ থিমান অজ্ঞতা সেই সমাজৰ থিমান ভেৰ ভাৱ বেছি। এতেকে সকলো ভাবি চিঠি থি থি যোৱে তাকে কৰি নিজৰ জ্ঞান আৰু বিশ্বাস সমাজৰ কাৰিৰ বুলি আশা কৰি থাকিলো।

(থাকৰ) শ্ৰীভূৱানন্দ চন্দ্ৰ অধিকাৰ শোণাৰী। ১১/১১



সতী জয়মতী কুঁৱবীর গীত । ৩

শেটাই বৃত্তাগোহাঞ্জীৰ
 জীয়েক ঘোৰ আইতা
 চন্দ্ৰাধাৰু হুন্দৰী বৰ ।
 লাইখেনেদা ববগোহাঞ্জী
 বেটতা হৈছিলে
 মাহুৰি চহৰত বৰ ॥
 চ চৰ্জা (১) ককাই ভাই,
 এখাৰজনী মাহী আই,
 তেৰ বাই জনী পায় ।
 মাহুৰি চহৰত
 ডাঙৰ হৈ আছিলো
 আই বোপাইৰ আৰোহত (২) ধায় ॥
 মাহুৰি চহৰত
 ডাঙৰ হৈ আছিলো
 ববগোহাঞ্জীৰ হৈছিলো জী ।
 গদাপানী কৌৱবে
 নিয়ে ভিত্তপাঙলৈ
 চকলং বিয়াকে দি ॥
 সিদ্ধেশ্বৰী কুঁৱৰী
 লাহনৰ জীৱনী
 শাই চেনেহতা আই ।
 শহৰ মোৰ হৈছিলে
 গোবৰ বজা স্বৰ্গৰেও
 উপমা বিবটলৈ নাই ॥

শাহুয়ে শহুৰে
 অনেন্দে পালিলে
 নেপালো অকণো চুখ ।
 মাহুৰিত যেনেকৈ
 আনন্দে আছিলো
 তেবেকৈ দুজলো সুখ ॥
 গোবৰ মোৰ শহুৰে
 বাজপাত দাতিয়ে
 ঠাৱৰ অদৃষ্ট পায় ।
 মতী সকলে
 স্বৰ্গৰেওক বদিলে
 নাছিলে অকণো ধায় ॥
 †
 গজাপ্ৰভা, অক্ষয়মতী,
 অতয়মতী, লাইমতী,
 বংশা চেনেহৰ মাহী ।
 জনা, সুকমলা,
 চন্দিকা, কমা
 সুখত মোহনী ইহি ॥
 অঘৰাৱতী, অলকা
 হুমলিয়া মাহী আই
 ঘোৰ চেনেহতা আই ।
 মৰিবৰ সময়ত
 দৰিষন নেপালো
 বিবতাই বকিলে পাই ॥

সবাতকৈ চেনেহৰ
 চন্দ্ৰাধাৰু আইতা
 মোৰ হুন্দৰতা আই ।
 মৰিবৰ সময়ত
 দৰিষন নেপালো
 মোৰ মান অস্তাধি নাই ॥
 হৰিনাথ, (৩) পৰদানন্দ
 আনন্দ, হুন্দৰ
 চেঙেকড়, হুন্দৰি নাম ।
 নিতম্ব, গঙ্গাবাম
 নৰনাথ গোহাঞ্জীৰেও
 স্বৰ্গে গুণে অহুপাম ॥
 দুৰ্গেশ্বৰ, ভোগেশ্বৰ,
 জয়বাম, ধনীবাম,
 মালভোগ, গোবিন্দবাম ।
 কাম্ৰ, কৰণী,
 ত্ৰয়নাথ, বাধানাথ,
 সাক্ষাতে বেনিবা কাম ।
 সুকন্দ, শুভন,
 বহাননাথ, বামনাথ,
 জয়নাথ চেনেহৰ তাই ।
 চৰ্জা ককাই তাই
 কাকো নেদেখিলো
 মোৰমান অস্তাধি নাই ॥
 জয়মতী, বিজয়মতী,
 জয়প্ৰভা, জয়কান্তি,
 জয়তৰা সমে অজনা ।

জনপ্ৰভা, জয়দা,
 বহুপ্ৰভা, আহিৰেও,
 সয়ে ঠৈলো ২ জনা ॥
 চেমতী, হীৰামতী
 শুক্ৰমতী আহিৰেও,
 সৰ্গাঙ্গে হুন্দৰী কায় ।
 সবাতকৈ চেনেহৰ
 জয়েধী (৪) আহিৰেও
 মোৰ সেহৰ লাড় ঘাই ॥
 কুৰি দিনৰ আগতে (৫)
 সপোনত দেখিলো
 বেজাৰত আছিলো শুই ।
 সপোনৰ স্তাৰত
 কিনো কম বিয়েৰেও
 কৰ্ত্তেই ছনি ঘাই জুই ॥
 জনাছোন বিয়েৰেও
 আসনেত ধৰিলৈ
 বৰি আছে লৰা বজা ।
 আসনেত বহিলৈ
 গদাপানী কৌৱবে
 পালিব লাগিছে প্ৰমা ॥
 দহদিনৰ আগতে
 সপোনৰ কাহিনি
 বেজাৰে ধৰে যোক দান্দি ।
 জয়মতী চেনেহৰ
 বোহাৰী আহি যোক
 বিয়াৰ মাগেছি কান্দি ॥

• ডিব্ৰুগড় মহানুষ্ঠান, টিঙাপাঙ পো: আ: এলাকাৰ, শ'লমারী গাঁৱৰ শ্ৰীযুত কৃপানানন্দ কুকনৰ সুখত 'লাইলিক' কুঁৱৰীমূলক এই আখ্যোভাৱনীয়া গীতটো মোৰা সপ্তাহত জনা হৈছিল। আমাৰ এজন আত্মীয়ৰ বিবাহৰ উদ্দেশ্যে মুদুলত আৰু সেই সময়ত কুকনৰ শৰীৰ অসুস্থ থকাত গীতটি সম্পূৰ্ণৰূপে লিখিব পৰা নগল। আখ্যোভাৱনীয়া হলেও তাৰ সোত সাময়িক মোৰাৰি বাইজৰ আগত ভাঙি ধৰা হল। এই গীত সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰু লাইলিক কুঁৱৰীমান চাপিবলৈ কুকন মো-না কৰিছে। কুকন প্ৰখ্যাত সাতঘণীয়া আহোমৰ ধৰ। তেখেতে আহোম ভাষাৰে কথা পাত্তিৰ পাৰে।

(১) পুৰুষনামা মন্ত্ৰেও লাইখেনেদা ববগোহাঞ্জীৰ ডাঙৰীয়া পুতেক চৰ্জা।

(২) আদৰত।

† কুঁৱৰীক ধৰি অনা যিনি লিখিব পৰা নগল।

(৩) এই চৰ্জা জনৰ মৈদাম মাহুৰি আৰু চটাই আদিত আছে। এওপোকৰ ১২ জনক মাহুৰিলাল আৰু বাকী ১২ জনক চটাইমলীয়া ববগোহাঞ্জীৰা বোলে। ববগোহাঞ্জীৰ ১ কৈব। এই কৈবৰ মাজত বিয়া-বাক নহলে, আনকি গৰু সলনা সমসিও নহয়। ববগোহাঞ্জীৰ যেনেকৈ ১ পুখাণ্ডৰ ১ মৈদ, বৃত্তা পোহাঞ্জীৰেও যেনেকৈ ১৪ পুখাণ্ডৰ ১৪ কৈব।

(৪) সতীৰ স্তাৰ পিতৃত এওঁক গদাধৰ সিংহ স্বৰ্গৰেবে বৰকলা নগৰত ব' কুঁৱৰী পাতে।

(৫) সতীৰ স্তাৰ দিনা বাতি শাহুৰেক সিদ্ধেশ্বৰী কুঁৱৰীয়ে দেখা সপোনৰ স্তাৰত বিয়েক লাইখেনেদা ববগোহাঞ্জী ডাঙৰীয়াক কৰ।

স্তন্যদান আইচুদেও
 চেনেহৰ আইতা
 শাহ বুলি গোহাৰি কৰো।
 ছুইদৈৰ বিধিয়ে
 বকিলে শাহআই
 হুবানি চৰণত ধৰো ॥
 তোমাক সেবিবলৈ
 ভৰষা আছিলে
 মোৰ নাই কৰ্মত লেখা।
 তোমালৈ চেনেহ মোৰ
 আছিলে শাহআই
 সেইগুণে দিলোছি দেখা ॥
 কালক্রমে জীৰ
 অন্ধিছে মৰিছে
 কালৰ অধীন প্রাণী।
 সেইগুণে আইচুদেও
 চিন্তা নকৰিব।
 এইবোৰ কথাকে জানি ॥
 লাই লেচাই কোঁৱৰক
 তোমাতে অৰ্পিলো
 চেনেহত পালিবা আই।
 বেলা চাই খুৱাৰা
 বেলা চাই পালিবা
 ক্ষেমিবা সকলো ধাৰ ॥
 গদাপানী কোঁৱৰক
 পাবা মোৰ শাহআই
 লাই লেচাইক নিদিবা হুখ।
 মোলৈ চেনেহ শ্ৰদ্ধা
 নেৰিবা শাহআই
 চাবা লাই লেচাইৰে মুখ ॥
 মোৰ শ্ৰিয় ভনী
 জয়েখনী আইদেও
 তাকে বিবাহিব পাৰ।
 কাৰেণ্ডৰ ওপৰত
 ঐশ্বৰ্য্য তুলিবা
 থাকিবা স্বৰ্গেৰে বাই ॥

স্বৰ্গৰ্শ নেৰিবা
 সত্যত চলিবা
 অধৰ্মত নিৰিবা মতি।
 এতেক বোহস্তে
 ময়্যপি বিমান
 অস্ত্ৰদান তৈল গতি ॥
 এইবোৰ সপোনত
 দেখিলে বিটৈয়েও
 বেলা বাতিপুৰা ভাগে।
 মোক বিদায় কৰি
 বোহাৰী গলগৈ
 বিজুলি চমকৰ আগে ॥
 (৩) ছুই লবা বজাই
 গদাপানীক খেদালে
 কেনিবা ক'ববালৈ যায়।
 শাহ বোহাৰীয়ে
 হুখেৰে আছিলো
 কলতে বাৰীভাত খায় ॥
 গদাপানী শুচি গল
 সবাকো এৰি গল
 নেপালে একো নিৰ্ণয়।
 আন্ধি দেউৰাহৰে
 আছনে মৰিলে
 বাতৰি নেপালে মই ॥
 এপুৰা চাউলৰ
 ভাতে পেট নভবে
 চাবিদোন হলেহে জোখা।
 দিও ভাতে বাঢ়ি
 চাওঁ চকু ভৰি
 পুৰ্ণিমা সন্ধানৰে মুখ ॥
 আভোষৰ ভোকতো
 এপুৰা চাউল খায়
 ভোকত লাগে চাবিদোন।
 উত্তৰাত চহৰত
 দ্বিলিকি আছিলে
 যেনে পুৰ্ণিমাৰে জোন ॥

ছবছৰীয়া গেড়া ম'হ
 সাজত লাগে একোটা
 এপুৰা মণ্ডমাহ শাক।
 প্ৰবাসে প্ৰবন্ধে
 পেটৰ জোখা বৃদ্ধি
 কোনেনো খুৱাইছে তাক ॥
 ম'হটো নহলে
 তিনি বছৰীয়া,
 সাজত লাগে একোটা গক।
 প্ৰবাসৰ ভিতৰত
 কেনেকৈ ৰাইছে
 তাকে চিন্তা কৰি মৰো ॥
 (৭) মেমেহৰা হাতীটো
 পীততে ধৰিলে
 ৰাখে টিপনিত গৰে।
 আৰি লগা ভলুকা
 গুৰিটো আজুৰি
 উৰালি আনিব পাৰে ॥
 বনৰ হৰিণাও
 খেদা মাৰি লৈ গৈ
 নেগুৰত ধৰিলে মাৰে।
 গলদন ধৰা ম'হটো
 মৰিলে অকলে
 চোচোৰাই পেলাব পাৰে ॥
 গতি শাস্ত দীৰ
 মৰা মুগস্তীৰ
 স্বৰ্গৰ্শ বিখাসত হাস।
 সৰ্গ মূলক্ষণ
 পুত্ৰলৈ বিটৈয়েও
 আছিল সন্নি আৰ ॥
 ক'তনো ফুৰিছে
 ক'লনো গলগৈ
 কোনেনো খুৱাইছে ভাত।
 ধপৰাই আহি যেন
 আহিতা বুলি মোক
 জানা লগাবহি মাত ॥
 শ্ৰীউমানাথ গোহাঞী। ১৭/৩/৩১

(৩) বিটৈয়েক লাউখেপেনা বৰগোহাঞী ডাঙৰীয়াৰ আগত গদাধৰ সিংহ স্বৰ্গদেৱৰ মাক সিদ্ধেশ্বৰী কুৰীয়া
 শোক প্ৰকাশ। (৭) ডেক।